রাজা সলোমনের খনি

হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

ডঃ সুশান্তকুমার গুপ্ত অনূদিত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭১

প্রকাশক :
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর :
মৃণাল দত্ত
একলা প্রিন্টিং প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭২।১ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বাঁধাই :
সুবর্ণ বুক বাইণ্ডিং ওয়াকস
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

দাম :
আট টাকা

উৎসর্গ

আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত
পরমপূজনীয়েষু

ভূমিকা

'রাজা সলোমনের খনি' হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড (১৮৫৬-১৯২৫)-এর বিশ্ববিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার গ্রন্থ 'কিং সলোমনস মাইনস' (১৮৮৫)-এর যথাসম্ভব মূলানুগ অনুবাদ। ভাষান্তরের সময়ে কাহিনীটির বর্ণনায় মূলের গতি ও প্রকৃতি বজায় রাখার জন্য কিছু অপরিহার্য পরিবর্জন ও পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে সমগ্রভাবে অনুবাদের মধ্যে যে অভিপ্রেত সৌষ্ঠব ও স্বচ্ছন্দতা সাধিত হয়েছে এ কথা রসজ্ঞ পাঠকের কাছে প্রতিভাত হবে আশা করি।

আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও 'নিরুক্ত-পূর্বাশা'-যুগের খ্যাতনামা কবি শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত এই অনুবাদকর্মে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর উৎসাহেই আমি এই অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছি। তাঁকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করে বিশেষ আনন্দ বোধ করছি।

হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড তাঁর ভাষায় যাদের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বাঙলা ভাষায় তাদের সমগোত্রীয়েরা যদি এই অনুবাদ পড়ে আনন্দলাভ করে তাহলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হবে।

বেহালা
রথযাত্রা

সুশীলকুমার গুপ্ত

সূচীপত্র

রাজা সলোমনের খনি

উপক্রমণিকা

আজ এই বই ছেপে বের হবার সময় এর রচনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর ত্রুটিবিচ্যুতির কথা মনে করে আমি বিশেষ বিব্রত বোধ করছি। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এটুকু বলতে পারি যে, এটা আমার সমস্ত অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিবরণ নয়। কুকুয়ানাদেশে আমাদের অভিযানের সঙ্গে আরও বহু ঘটনা জড়িত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলো হচ্ছে বিস্ময়কর প্রবাদসংগ্রহের ঘটনা। তারপরে সব চেয়ে কৌতূহলের বিষয় হল এ দেশের প্রচলিত উন্নত ধরনের সামরিক ব্যবস্থা। আমার মতে, জুলুদেশে চাকা-প্রবর্তিত সমরপ্রণালীর চেয়েও এই সামরিক ব্যবস্থা আরও উন্নত। তা ছাড়া আমি কুকুয়ানাদেশের অদ্ভুত পারিবারিক রীতিনীতি এবং ধাতু ঢালাই-কাজে তাদের পারদর্শিতার বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলি নি। আমার দিক দিয়ে সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে সোজাসুজি সরল ভাষায় গল্প বলে যাওয়া এবং যে প্রসঙ্গে যা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে তার জন্য তা এখন রেখে দেওয়া। অবশ্য যদি কেউ সে সব বিষয়ে কৌতূহলী হন, তবে আমি আনন্দের সঙ্গে তাঁদের সেগুলি যথাসাধ্য জানাতে পারি।

এখন আমার দিক দিয়ে শুধু বাকী রইল আমার প্রকাশভঙ্গির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। ওজর হিসাবে শুধু বলতে পারি, আমি কলম ধরার চেয়ে রাইফেল ধরায় বেশী অভ্যস্ত এবং সাহিত্যের মহৎ কল্পনা ও ঐশ্বর্য্য যা আমি অনেক উপন্যাসে দেখেছি সে রকম কিছু

প্রকাশ করার ভণিতা আমার মধ্যে ছিল না। আমি মানি, সে সব সত্যিই বাঞ্ছনীয় এবং আমি পাঠকদের সে সব দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে না করে পারছি না যে প্রকৃত ঘটনাই মনে সব চেয়ে বেশী দাগ কাটে এবং সরল ভাষাতে লেখা বইই সব চেয়ে বোঝা সহজ, যদিও এ বিষয়ে হয়তো আমার মতামত ব্যক্ত করার কোনো অধিকার নেই। কুকুয়ানাদেশে একটা প্রবাদ আছে, 'ধারালো বর্শার কোনো পালিশের দরকার হয় না' এবং সেই যুক্তিতে আমি আশা করতে সাহস পাই যে সত্যি ঘটনা, তা যতই আজগুবি লাগুক না কেন, তাকে ভাষার কারচুপিতে সাজিয়ে বলার দরকার করে না।

অ্যালান কোয়াটারমেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্যার হেনরী কার্টিসের সঙ্গে দেখা হল

এটা সত্যিই কৌতূহলের বিষয় যে আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে একটা কাহিনী বলতে কলম ধরতে যাচ্ছি। যে বয়সে অন্যান্য ছেলেরা ইস্কুলে লেখাপড়া করে, সে বয়সে আমি একটা প্রাচীন উপনিবেশে জীবিকা অর্জনের জন্যে বাণিজ্য ক'রে বেড়িয়েছি। সেই সময় থেকে আমাকে বাণিজ্য, শিকার, যুদ্ধ, খনি খনন প্রভৃতি নানান কাজ করতে হয়েছে। আমি স্বভাবতঃ ভীরু প্রকৃতির লোক, হিংসায় আমার রুচি নেই। তবে এ্যাডভেঞ্চারে আমার কেমন একটু নেশা আছে। কেন যে এই বই আমি লিখতে যাচ্ছি তা ভেবে আমি নিজেই আশ্চর্য হচ্ছি, কেননা কোনোদিনই এ আমার পেশা নয়। আমি সাহিত্যিক নই, যদিও ওল্ড্ টেস্টামেণ্টে ও ইনগোল্ডস্‌বি প্রবাদে আমি যথেষ্ট বিশ্বাস করি।

ভদ্রঘরে আমার জন্ম, যদিও আমার সমস্ত জীবন শুধু শিকার ও বাণিজ্য করে কেটেছে। জীবনে অনেক মানুষ আমি মেরেছি, কিন্তু তা কেবল আত্মরক্ষার খাতিরে, কখনও নিরপরাধীর রক্ত আমার হাত কলঙ্কিত করে নি। জীবনে কখনও আমি চুরি করি নি, শুধু একবার একজন কাফিরকে একপাল গরু ঠকিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু লাভের মধ্যে ঘটনাটা আমাকে কেবল পীড়িত করেছে।

মাত্র আঠারো মাস আগে স্যার হেনরী কার্টিস এবং ক্যাপ্টেন গুডের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। হাতি শিকার করতে বামাংওয়াটো পেরিয়ে গিয়েছিলাম। অদৃষ্ট ছিল খারাপ। সে যাত্রায় সব কিছু গোলমাল হ'য়ে গেল। সবচেয়ে মুশকিল হল যে আমি প্রবল জ্বরে পড়লাম। একটু ভালো হতেই আমি 'হীরকভূমি'তে এসে হাজির হলাম। সমস্ত হাতির দাঁত, গাড়িবলদ বিক্রি ক'রে ফেলে সঙ্গী শিকারীদের বিদায় দিলাম। তারপর ডাকগাড়ি ক'রে কেপ্‌টাউনের দিকে রওনা দিলাম। কেপ্‌টাউনে এক সপ্তাহ থাকার পর ঠিক করলাম ড্যানকেল্ড্ জাহাজে ক'রে নাটালে ফিরে গিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে আগত এডিনবরা ক্যাস্‌ল্ জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করব। সেইদিন বিকেলে যখন আমি নাটালে গিয়ে হাজির হই, তখনই এডিনবরা ক্যাস্‌ল্ এসে জেটিতে ভিড়ল এবং আমি তাতে উঠে ব'সে আবার সমুদ্রে পাড়ি জমালাম।

জাহাজে যাত্রীদের মধ্যে দুজনের জন্যে আমার কৌতূহল হল। একজনের বয়স প্রায় ত্রিশ হবে। ওরকম চওড়া বুক আর লম্বা হাতওয়ালা লোক আমি জীবনে দেখি নি। তার চুল হলদে, মুখে হলদে রঙের বড় দাড়ি, ধূসর কোটরাগত চোখ ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশ সুগঠিত। এমন সুন্দর চেহারার লোক আজ পর্যন্ত আমার চোখে খুব কমই পড়েছে। দেখেই তাঁকে আমার প্রাচীন ডেনদের বংশধর বলে মনে হয়েছিল। পরে জানতে পারলুম যে এই লম্বা লোকটির নাম স্যার হেনরী কার্টিস আর সত্যিই তিনি ঐ বংশের লোক। অপর যে লোকটি দাঁড়িয়ে স্যার হেনরীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তিনি বেঁটে, তার গায়ের রঙ তেমন পরিষ্কার নয় এবং চেহারাটা সম্পূর্ণ আর এক ধাঁচের।

আমি দেখেই তাকে নৌ-কর্মচারী বলে সন্দেহ করেছিলাম। পরে জানতে পারি যে আমার অনুমান মোটামুটি ঠিক। নৌবিভাগে সতের বছর কাজ করার পর ক্যাপ্টেনের পদমর্যাদা সমেত তিনি রানীর কাজ থেকে বরখাস্ত হন, কেননা ওদিকে তাঁর আর পদোন্নতির উপায় ছিল না। যাত্রীদের নামের তালিকা থেকে জানতে পারি যে ভদ্রলোকটির নাম ক্যাপ্টেন জন গুড। লোকটি মোটা, মাঝারি লম্বা ও বেশ বলিষ্ঠ। লোকটিকে দেখলেই কৌতূহল জাগে। ভদ্রলোক বেশ ফিটফাট, গোঁফদাড়ি কামানো ও ডানচোখে সব সময় একটা ফ্রেমহীন চশমা পরা। প্রথমে ভাবতাম তিনি ঘুমোবার সময়েও ওটা পরে থাকেন, কিন্তু পরে জানতে পারি যে ঘুমোতে যাবার সময় তিনি ওটা খুলে তাঁর নকল দাঁতের সঙ্গে ট্রাউজারের পকেটে পুরে রাখেন।

সন্ধ্যা থেকে ভয়ানক খারাপ আবহাওয়া পড়ল। স্থল থেকে জোর বাতাস বইতে শুরু করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের মতো তুষার পড়তে আরম্ভ করায় ডেক হয়ে গেল জনশূন্য। পায়চারি করা অসম্ভব দেখে এঞ্জিনের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। জায়গাটা গরম। আমার উল্টোদিকে জাহাজের দোলার সঙ্গে তাল রেখে একটা দোলক দুলছিল। তাতে প্রত্যেক ঝাঁকুনিতে জাহাজ কেমন ক'রে চলছিল তা ধরা যাচ্ছিল।

—'ও দোলকটা খারাপ। ওর ভারকেন্দ্র ঠিক নেই।' হঠাৎ কে আমার ঘাড়ের কাছ থেকে বলে উঠল। বিস্ময়ে পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সেই নৌ-কর্মচারীটি, যাকে আমি এই জাহাজে ওঠার সময় থেকে লক্ষ্য করছিলাম।

—'বাস্তবিকই তাই। কিন্তু আপনি তা জানতে পারলেন কি করে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

তার উত্তর দেওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রের খাবারের ঘণ্টা পড়ল। ক্যাপ্টেন গুড আর আমি দুজনে এক সঙ্গে খেতে গেলাম। গিয়ে দেখি হেনরী কার্টিস বসে আছেন। তিনি ও ক্যাপ্টেন গুড পাশাপাশি বসলেন এবং আমি বসলাম তাঁদের মুখোমুখি। ক্যাপ্টেন ও আমি শিকারসংক্রান্ত নানা গল্পে জমে গেলাম। তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন, আমিও যথাসাধ্য সেগুলির উত্তর দিলাম। অবশেষে হাতি শিকারের কথা উঠল। তখন হঠাৎ আমার পাশে বসা একজন লোক বলে উঠল, 'মশাই, আপনি এ ব্যাপারে ঠিক লোকই ধরেছেন। হাতি শিকারের কথা যদি কেউ বলতে পারে তবে শিকারী কোয়াটার-মেনই একমাত্র সেই উপযুক্ত ব্যক্তি।

স্যার হেনরী এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। লোকটির কথায় তিনি চমকে উঠলেন। পরে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে প'ড়ে গম্ভীরভাবে নীচু গলায় বললেন, 'মাপ করবেন, মশাই, আমাকে মাপ করবেন। আপনার নামই কি অ্যালান কোয়াটারমেন?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। তিনি তখনকার মতো চুপ করে গেলেন।

শীঘ্রই আহার শেষ হল। আমরা যখন সেলুন ছেড়ে যাচ্ছি এমন সময়ে স্যার হেনরী সামনে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর ঘরে গিয়ে তখন পাইপ খেতে আমার আপত্তি আছে কিনা। আমি রাজী হতে তিনি আমাকে সঙ্গে করে তাঁর কেবিনে নিয়ে গেলেন। ভারী চমৎকার কেবিন, প্রায় সাধারণ দুটো কেবিনের সমান লম্বা। কেবিনের মধ্যে একটা সোফা ও তার সামনে একটা ছোট টেবিল। কেবিনে ঢুকেই স্যার হেনরী

স্টুয়ার্টকে এক বোতল পানীয় আনতে পাঠালেন এবং আমরা তিনজনে বসে পাইপ ধরালাম। কিছুক্ষণ পরে স্টুয়ার্ট পানীয় নিয়ে ফিরে এসে কেবিনে আলো জ্বেলে দেওয়ার পর হেনরী কার্টিস নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, 'মিঃ কোয়াটারমেন, গত বছরের আগেকার বছরে আমার ধারণা আপনি এ সময়ে ট্রান্সভালের উত্তরে বামাংওয়াটোতে ছিলেন?'

আমি আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে ভদ্রলোক আমার গতিবিধির সঙ্গে এতটা পরিচিত! আমি মাথা নাড়লাম। তখন ক্যাপ্টেন গুড তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আপনি বুঝি সেখানে ব্যবসা করছিলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তখন এক গাড়ি জিনিসপত্র নিয়ে সীমান্তের বাইরে তাঁবু গাড়ি। সমস্ত সওদা বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম।'

স্যার হেনরী আমার উল্টো দিকে বসেছিলেন টেবিলের ওপরে হাত দিয়ে। তিনি মুখ তুলে এই কথার পরে তার বড় বড় বাদামী চোখের খোলা চাহনি আমার মুখের ওপরে নিবদ্ধ করলেন। আমার মনে হল, তার চোখের মধ্যে একটা অদ্ভুত উদ্বিগ্নতা আছে।

—'সেখানে নেভিলি বলে কোন লোকের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?' হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি সামনের অঞ্চলে ঢোকবার আগে তাঁর বলদগুলোকে বিশ্রাম দেবার জন্যে আমার কাছাকাছি এক পক্ষকাল ছিলেন। আমি কয়েক মাস আগে একজন আইনজীবীর কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। আমি সেই চিঠি থেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। সে পত্রের মাধ্যমে তো উত্তরও আমি দিয়েছিলাম।'

স্যার হেনরী বললেন, 'আপনার উত্তর আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। চিঠিতে আপনি লিখেছিলেন যে নেভিলি নামে একজন লোক মে মাসের গোড়ায় একটা গাড়ি করে একজন গাড়োয়ান, একজন গাইড ও জিম বলে একজন কাফির শিকারীকে সঙ্গে নিয়ে বামাংওয়াটো ত্যাগ করে। সে ঠিক করেছিল যে, যদি সম্ভব হয় তবে সে মাটাবেল দেশের শেষ বাণিজ্যস্থান ইন্‌ইয়াতি পর্যন্ত গিয়ে তার গাড়ি বিক্রি ক'রে দিয়ে পায়ে হেটে অগ্রসর হবে। আপনি আরও লিখেছিলেন যে ছ'মাস পরে আপনি তার গাড়ি একজন পোর্তুগীজ ব্যবহার করছে দেখতে পান। তার কাছে আপনি জানতে পারেন যে, সে ঐ গাড়ি ইন্‌ইয়াতিতে একজন সাদা চামড়ার লোকের কাছ থেকে কেনে। অবশ্য সে লোকের নাম তার এখন আর মনে নেই। সেই লোকটি একজন দেশী চাকরের সঙ্গে শিকার করতে দেশের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে বলেই সেই পোর্তুগীজটির বিশ্বাস।'

আমি বললাম, 'হ্যা'।

একটা নীরবতা নেমে এল। খানিকটা চুপ করে থেকে স্যার হেনরী আবার বললেন, 'মিঃ কোয়াটারমেন, বোধ হয় আপনি নেভিলির উত্তর দিকে অগ্রসরের আর কোনো কারণ জানেন না কিংবা অনুমান করতে পারেন না?'

—'আমি সামান্য কিছু শুনেছিলাম,' নিস্পৃহকণ্ঠে আমি বললাম। কেননা এ বিষয়ে কোনো খোলাখুলি আলোচনা করার সাহস তখনকার মতো আমার ছিল না।

আমার জবাবের পর স্যার হেনরী এবং ক্যাপ্টেন গুড পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন এবং ক্যাপ্টেন গুড মাথা নাড়লেন।

—'মিঃ কোয়াটারমেন,' হেনরী বললেন, 'আমি আপনাকে

একটা ঘটনা বলে আপনার উপদেশ এবং সম্ভব হ'লে আপনার সাহায্য চাই। যে ব্যক্তি আমার কাছে আপনার চিঠি পাঠিয়েছিল সে আমায় জানিয়েছিল যে আমি সে চিঠির ওপরে অকপটে বিশ্বাস করতে পারি। আপনাকে নাটালে সকলেই চেনে এবং শ্রদ্ধা করে।

আমি স্বভাবতঃ বিনয়ী লোক। আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাটা লুকোবার জন্যে নীচু হয়ে খানিকটা পানীয় খেলাম। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর স্যার হেনরী বললেন, 'নেভিলি আমার ভাই।'

—'ও', ব'লে আমি চমকে উঠলাম। এবারে বুঝলাম, স্যার হেনরীকে প্রথম দেখে কার কথা আমার মনে পড়েছিল। তাঁর ভাই তার চেয়ে লম্বায় বেশ ছোট এবং তার মুখে কালো দাড়ি, কিন্তু এখন মনে পড়ল তার বাদামী রংয়ের চোখ দুটো স্যার হেনরীর চোখের মতোই তীক্ষ্ণ। দুজনের চেহারাতে অন্যান্য সাদৃশ্যও কম নয়।

—'নেভিলি', হেনরী বলতে লাগলেন, 'আমার একমাত্র ছোট ভাই এবং পাঁচ বছর আগে পর্যন্তও কখনো একমাস পরস্পরকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে পারি নি। তবুও ঠিক পাঁচ বছর আগে এক দুর্ঘটনা ঘটল। যদিও এমন পারিবারিক দুর্ঘটনা অনেক সময়ে অনেকের ঘরেই ঘটে। আমাদের হঠাৎ একদিন ঝগড়া হ'যে গেল। রাগের মাথায় ভাইয়ের সঙ্গে ভারী অন্যায় ব্যবহার করেছিলাম।'

এবার ক্যাপ্টেন গুড নিজের মনে জোরে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। হেনরী বলে চললেন, 'আপনি জানেন যদি কোন লোক সম্পত্তির মধ্যে জমি রেখে মারা যায় তবে ইংল্যাণ্ডের

নিয়মে বড় ছেলেই সে সম্পত্তি পায়। ঘটনাক্রমে আমাদের মধ্যে যখন ঝগড়া বাধে তখনই আমাদের বাবা মারা যান। বাবা উইল করা স্থগিত রেখেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে উইল ক'রে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তার ফলে আমার ভাই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। কখনো সে কোনো চাকরিও করে নি। স্বাভাবিক নিয়মে আমার কর্তব্য ছিল তাকে দেখাশুনো করা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝগড়া এতদূর গড়িয়েছিল যে, বলতে লজ্জা করে, আমি তাকে জবাব দিই। এটা অবশ্য শুধুই সাময়িক রাগের কথা এবং অপেক্ষা করেছিলাম সে আমার কাছে ফিরে আসবে, কিন্তু সে আর এল না। মিঃ কোয়াটারমেন, যদিও আমি আপনার ধৈর্যের ওপরে অত্যাচার করছি। কিন্তু উপায় নেই, আপনাকে সব ব্যাপারটা পবিষ্কার করে জানানো দরকাব। কি বল, গুড?'

—'ঠিক তাই, ঠিক তাই', গুড বলতে লাগলেন, 'আশা করি মিঃ কোয়াটারমেন ঘটনাটা গোপন রাখবেন।'

—'নিশ্চয়ই', আমি বললাম।

স্যার হেনরী বললেন, 'বেশ। আমার ভাইয়ের নিজের নামে কয়েক শত পাউণ্ড জমা ছিল। আমাকে কিছু না বলে সে সব টাকাই তুলে নেয় এবং নেভিলি ছদ্মনামে কপাল ফেরাবার দুরাশা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে রওনা হয়। বছর তিনেক কেটে গেল, ভাইয়ের কোনো খোঁজ পেলাম না। যদিও তাকে আমি অনেকবার চিঠি লিখেছি। আমি নিঃসন্দেহ যে চিঠিগুলো তার কাছ পেঁছয় নি। যতই সময় যেতে লাগল ততই উত্তরোত্তর আমি ওর জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠতে লাগলাম। যদি আমায় কেউ বলতে পারত যে আমার একমাত্র আত্মীয় আমার ভাই জর্জ নিরাপদে সুস্থশরীরে আছে এবং তাকে আমি আবার দেখতে

পাব তাহলে আমি তাকে আমার অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করতাম না।' একটু থেমে তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'মিঃ কোয়াটারমেন, অবশেষে আমার উৎকণ্ঠা চরমে উঠল। আমি লোকমুখে তার অনুসন্ধান আরম্ভ করি এবং আপনার চিঠি সে অনুসন্ধানেরই ফল। তাতে অল্পদিন আগেও সে জীবিত ছিল ব'লে জেনেছি। অতএব আমি ঠিক করেছি আমি নিজেই এবার তার খোঁজ করব এবং ক্যাপ্টেন গুড দয়া ক'রে আমার সঙ্গে এসেছে।'

ক্যাপ্টেন গুড বললেন, 'ঠিক বলেছেন। তা ছাড়া আর কিছু করবারও ছিল না। এখন মশাই, আপনি নেভিলির সম্বন্ধে যা শুনেছেন বা যা জানেন তা নিশ্চয়ই বলবেন আশা করি।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সলোমনের খনির বিষয়ে জনশ্রুতি

ক্যাপ্টেন গুডের কথাব উত্তর দেবার আগে যখন আমি পাইপে তামাক ভরে নিচ্ছি তখন স্যাব হেনরী বললেন, 'বামাং-ওয়াটোতে আমাব ভাইয়ের এগিয়ে যাওয়ার সম্বন্ধে আপনি কি শুনেছিলেন?'

আমি বললাম, 'আমি শুনেছি সে সলোমনের খনির উদ্দেশে যাত্রা করেছে।'

'সলোমনেব খনি।' দুজন শ্রোতা বিস্ময়ে চিৎকাব ক'বে উঠলেন। 'সেটা কি?'

আমি বললাম, 'তা আমি জানি না। তবে যেখানে সেটা অবস্থিত ব'লে জনশ্রুতি আছে, তার সন্ধান দিতে পারি। যে পাহাড়গুলো সেই খনিকে বেষ্টন ক'রে আছে, আমি সে পাহাড়গুলোর চূড়া দূব থেকে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তখন আমার এবং সেই পর্বতমালার মধ্যে ছিল একশো তিরিশ মাইল লম্বা মরুভূমির ব্যবধান। একজন ছাড়া আর কোনো সাদা চামড়ার লোক এই মরুভূমি অতিক্রম করেছে ব'লে জানি না। আমি আপনাদের সলোমনেব খনির সম্বন্ধে একটা প্রবাদ বলতে পারি, কিন্তু সেকথা আমার অনুমতি ছাড়া আর কাউকে বলতে পাববেন না। আপনারা তাতে রাজী কিনা বলুন?'

হেনরী মাথা নাড়লেন এবং ক্যাপ্টেন গুড বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

—'বেশ।' আমি বলতে লাগলাম, 'সাধারণভাবে আপনারা ধারণা করতে পারেন হাতিশিকারীরা অত্যন্ত নীরস প্রকৃতির লোক হয়। কিন্তু এখানে ওখানে কদাচিৎ এমন লোকের দেখা পাওয়া যেতে পারে, যে এখনকার আদিবাসীদের কাছ থেকে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের ইতিহাস এবং তার জনশ্রুতিসমূহ সংগ্রহ করতে সচেষ্ট। ত্রিশ বছর আগে এমন একজন লোক আমাকে সলোমনের খনির কথা বলে। তখন আমি মাটাবেলে প্রথম হাতি শিকার করে ফিরছি। লোকটির নাম ইভান্স। পরের বছরেই বেচারা একটা আহত মোষের আক্রমণে প্রাণ হারায়। জাম্বেসী প্রপাতের কাছে তাকে কবর দেওয়া হয়। মনে পড়ে, একদিন রাত্রে ট্রান্সভালের লিডেনবার্গ জেলায় শিকার করার সময় তাকে আমার দেখা অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা বলছিলাম। কঠিন পাথর কেটে বানানো একটা চওড়া যানবাহনের রাস্তা এক জায়গায় দেখতে পাওয়ার কথা তাকে জানিয়েছিলাম। রাস্তাটা একটা গ্যালারীর মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্যালারীর মধ্যে চূর্ণ করবার জন্যে থাক থাক করে সোনালী রঙের বালির চাঙড় সাজানো। দেখে মনে হয়, কোনো কারণে মিস্ত্রিরা তাড়াতাড়ি সেগুলো ফেলে পালিয়েছে। গ্যালারীর মধ্যে প্রায় দশ পা আন্দাজ জমি জুড়ে একটা সুন্দর প্রাসাদের খানিকটা গাঁথুনি রয়েছে।'

—'ওহো!' ইভান্স বললে, 'এর চেয়েও তোমাকে একটা অদ্ভুত ঘটনা বলব।' সে বলতে লাগল কেমন করে দেশের অভ্যন্তরে সে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী দেখতে পায়। সেটা বাইবেলে বর্ণিত অফির নগরী বলে তার বিশ্বাস। কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ওহে, মাসুকুলাম্বো দেশের উত্তর-পূবে অবস্থিত সুলিম্যান পাহাড়শ্রেণীর কথা শুনেছ?'

আমি বললাম, 'না, কখ্খনো নয়।'

সে বলল, 'বেশ। আমি বলছি ওখানেই রাজা সলোমনের হীরকখনি আছে।'

—'তুমি তা জানলে কি ক'রে?'

—'সুলিম্যান হচ্ছে সলোমনের অপভ্রংশ। তাছাড়া মানিকাতে ইসানুসি বলে একজন বুড়ী ভুতুড়ে ডাক্তারের কাছে এর সম্বন্ধে সমস্ত কিছু শুনেছিলাম। সে বলেছিল যে ঐ সব পবতমালার ওপারে যারা বাস করে তারা জুলুজাতির শাখা। তারা জুলু-ভাষার চেয়েও মার্জিত ভাষায় কথা বলে। আকৃতিতেও জুলুদের চেয়ে তারা বড়ো। তাদের মধ্যে বড়ো বড়ো তান্ত্রিক আছে। শোনা যায়, যখন সমস্ত জগৎ অজ্ঞানতায় ঢাকা ছিল তখন শাদা লোকদের কাছে তারা নানা আশ্চর্য বিদ্যা ও কৌশল আয়ত্ত করেছিল এবং তারাই সেই বিস্ময়কর হীরকখনির গোপন-তথ্য জানে।'

আমি তার কথা শুনে তখন হেসেছিলাম, কেননা হীরকখনি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। এর বিশ বছর পরে যখন আমি মানিকা দেশ ছাড়িয়ে কার্ল বলে একটা জায়গায় ছিলাম, তখন সুলিম্যান পর্বতমালার ওপারের দেশ সম্বন্ধে বিশদভাবে আরো অনেক কিছু জানতে পারি। একদিন সেখানে যখন আমি জ্বরে ভুগছিলাম এমন সময় অর্ধশিক্ষিত একজন সহকারীকে সঙ্গে করে একজন পোর্তুগীজ আমার বাড়িতে এল। পোর্তুগীজটির দীর্ঘ একহারা চেহারা। কালো বড়ো বড়ো চোখ ও কোঁকড়ানো ধূসর রঙের গোফ প্রথমেই চোখে পড়ে। সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারত। দুজনে সামান্য কিছু কথাবার্তা হল। শুনলাম, লোকটির নাম জো সিল্‌ভেস্তার। ডেলাগোয়া উপ-

সাগরের কাছে তার কিছু জায়গা-জমি আছে। পরের দিন সঙ্গীকে নিয়ে চ'লে যাবার সময় সে প্রাচীন পদ্ধতিতে টুপি উঠিয়ে বললে, 'বিদায় বন্ধু, বিদায়! যদি আমাদের কোনোদিন ভবিষ্যতে দেখা হয় তখন দেখবে আমিই হয়েছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি। যাক্, তোমাকে আমি ভুলব না।'

এর এক সপ্তাহ্ পরে আমার জ্বর সেরে গেল।

একদিন সন্ধ্যার সময় ছোট তাঁবুর বাইরে মাটিতে বসে একটা মুর্গির ঠ্যাং ধরে চিবোতে চিবোতে মরুভূমির মধ্যে সূর্যাস্ত দেখছিলাম, এমন সময় একটা কোট পরা ইউরোপীয় চেহারার লোককে আমার সামনে শ তিনেক গজ দূরে উঁচু টিবিটার ঢালুর ওপরে দেখতে পেলাম। লোকটাকে হামাগুড়ি দিয়ে নামতে দেখে দুঃখ হল। আমি একজন শিকারীকে লোকটির সাহায্যের জন্যে পাঠালাম। শীঘ্রই সে লোকটিকে নিয়ে হাজির হল। লোকটি পূর্ববর্ণিত জো সিল্‌ভেস্তার, ঠিকমতো বলতে গেলে চামড়ায় ঢাকা জো সিল্‌ভেস্তারের কঙ্কালখানা। তার মুখখানা চক্‌চকে হলুদবর্ণ হয়ে উঠেছে এবং মুখে মাংস না থাকায় মনে হচ্ছিল তার কালো চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। লোকটি ককিয়ে উঠল, 'যীশুর নামে বলছি আমায় জল দাও, জল, জল।'

আমি খানিকটা দুধ-মেশানো জল দিলাম। সে কয়েকটি বড় বড় ঢোকে সেটুকু খেয়ে ফেললে। তারপরে সে আবার জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে পড়ল এবং অনবরত সুলিম্যান পর্বতমালা, হীরকখনি এবং মরুভূমি সম্বন্ধে বকে চলল। আমি আমার তাঁবুতে যতটুকু সম্ভব তার শুশ্রূষা করলাম। এগারটা নাগাদ সে খানিকটা শান্ত হবার পর আমি ঘুমুতে গেলাম। পরদিন

ভোরে উঠে দেখি, আবছা আলোর মধ্যে সে সামনের মরুভূমির দিকে চেয়ে বসে আছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সূর্যের প্রথম কিরণ সামনের বিস্তৃত সমতলভূমির ওপারে একশো মাইলের বেশী দূরবর্তী সুলিম্যান পর্বতমালার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছতেই সেই মুমূর্ষু লোকটি শীর্ণ হাত দুটো সামনে প্রসারিত করে চিৎকার ক'রে উঠল, 'ঐ ত ওখানে! কিন্তু আমি ওখানে আর যেতে পারব না, কখনই নয়, কেউ ওখানে যেতে পারবে না!' তারপর হঠাৎ সে থেমে গেল। মনে হল সে কী যেন একটা শপথ গ্রহণ করছে।

—'দোস্ত, তুমি কি ওখানে? আমার চোখে অন্ধকার নেমে আসছে।' আমার দিকে ঘুরে সে ব'লে উঠল।

—'হ্যা। তুমি শুয়ে পড়। তোমার এখন বিশ্রাম করা দরকার।'

'—হ্যা। আমি শীগগিরই বিশ্রাম করতে যাব। অনন্তহীন কাল ধরে এবার আমি বিশ্রাম করব। শোন, আমি মরে যাচ্ছি। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, আমি তোমাকে আজ তার প্রতিদানে একটা কাগজ দিয়ে যাচ্ছি। যদি তুমি এই মরুভূমি অতিক্রম করতে পার, তবে বোধ হয় তুমি সেখানে যেতে পারবে।' সে সার্ট হাতড়িয়ে চামড়ার তৈরী একটা ব্যাগ বার করলে। ব্যাগ এক টুকরো চামড়ারই ফিতে দিয়ে বাঁধা। সে ফিতেটা নিজে খুলতে না পেরে আমার হাতে দিলে। তার ভেতরে এক টুকরো ছেঁড়া হলদে রঙের লিনেনে কী যেন অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা ও তার সঙ্গে এক টুকরো কাগজ। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে সে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'কাপড়ের ওপরে যা লেখা তা স্পষ্ট করে সবই এই কাগজে লেখা

আছে। এটা পড়ে বুঝতে আমার অনেক বছর লেগেছে। শোন, আমার একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন লিস্‌বনের একজন রাজনৈতিক পলাতক। যে সব পোর্তুগীজরা প্রথমে এই সব তীরভূমিতে নামেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি তাঁর মৃত্যুকালে ওই সুলিম্যান পর্বতমালার ওপারে ছিলেন যেখানে আজ পর্যন্ত আর কোনো শাদা মানুষ যেতে পারে নি। তিনি ওইখানে বসে এই কথা লিখে রেখে গেছেন। তিনি মারা গেছেন প্রায় তিনশো বছর হল। তার নাম জোসি দা সিলভেস্ত্রা। তাঁর যে ক্রীতদাস তার জন্যে পর্বতমালার এদিকটার পাদদেশে অপেক্ষা করছিল সে পরে তার অনুসন্ধানে গিয়ে তাকে মৃত দেখতে পায় এবং ডেলাগোয়াতে তার বাড়িতে এই লেখা কাগজ নিয়ে আসে। তাদের বাড়িতে এই কাগজ এতকাল পড়েছিল এবং শেষ অবধি আমি ছাড়া আর কেউ এ লেখা পড়তে পারে নি। এর জন্যে আজ আমি মারা যাচ্ছি বটে, কিন্তু হয়তো আর কেউ সফল হতে পারে, এবং যদি সফল হয় তবে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হবে, 'এই সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী! তুমি এই কাগজ আর কাউকে দিও না, নিজে একা একা যাওয়ার চেষ্টা কর।' এই কথা শেষ হবার পর সে আবার অচৈতন্য হয়ে পড়ল এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেল।

ঈশ্বর তার আত্মার শান্তিবিধান করুন। অত্যন্ত নিঃসঙ্গভাবে সে মারা যায়। সেখানে তাকে কবর দিয়ে আমি চলে আসি। আজ অবধি কেবলমাত্র একজন মাতাল পোর্তুগীজ ব্যবসায়ী ছাড়া আর কাউকে এ কাগজ আমি দেখাই নি। সে আমার জন্যে এটির অনুবাদ করেছিল এবং পরের দিন সকালে সব ভুলে গিয়েছিল। অনুবাদসমেত সেই কাগজের টুকরোটা

আমার ডারবানের বাড়িতে রয়েছে। কিন্তু সেটার একটা ইংরেজী তর্জমা আমার পকেট বইতে আছে। আর আছে একটা ম্যাপের অবিকল প্রতিরূপ। এই দেখুন সেই লেখা।'

পকেট বইটা হেনরী ও গুডেব সামনে আমি মেলে ধরলাম।

'আমাব নাম জোসি দা সিলভেস্ত্রা। আমি মুমূর্ষু অবস্থায় একখণ্ড হাড়েব সাহায্যে আমার এক টুকরো ছেঁড়া পোশাকেব ওপরে নিজের রক্ত দিয়ে একটা ছোট গুহায় বসে লিখছি। আমি সুলিম্যান পর্বতশ্রেণীব যে দুটো পাশাপাশি পর্বতকে শেবার ব্রেস্ট নাম দিয়েছিলাম তাব ডানদিকের পবতেব চূড়াব উত্তবেব যে দিকটাতে তুষার নেই গুহাটা সেইখানে অবস্থিত। এখন ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। যদি আমাব ক্রীতদাস এসে এটা দেখতে পেয়ে ডেলাগোয়াতে নিয়ে যায তাহলে যেন আমাব বন্ধু (নাম পড়া যাচ্ছে না) একথা বাজাকে জানান। বাজা তখন একদল সৈন্য পাঠাতে পাবেন। যদি সৈন্যবা জীবিত অবস্থায মরুভূমি ও পবতমালা পাব হয়ে সাহসী কুকুয়ানাদেশেব অধিবাসী এবং তাদের শয়তানী কৌশল আয়ত্তে আনতে পাবে তাহলে সেই রাজা সলোমনের পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী বলে গণ্য হবেন। কুকুয়ানদেব কৌশলকে আয়ত্তে আনতে অনেক পুবোহিত আনবাব দরকাব হবে। আমি নিজেব চোখে দেখতে পাচ্ছি ঐ সাদা মৃত্যুর পিছনে রাজা সলোমনের রত্নাগাবে অসংখ্য হীরে ঝিকমিক কবছে। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক গাগুলেব বিশ্বাস-ঘাতকতাব জন্যে আমি কিছুই নিয়ে ফিরতে পারব না, এমন কি আমার জীবন নিয়েও নয়। ম্যাপ দেখে তুষার-ঢাকা শেবার ব্রেস্টের বাঁদিকেব পর্বতের চূড়ার ওপরে উঠলে তার উত্তরে রাজা সলোমনের তৈরী বড় রাস্তা পড়বে। সেখান থেকে

·বৃদ্ধের রক্ত দিয়ে আঁকা ম্যাপটা সামনে খুলে ধরলাম··· [পৃষ্ঠা ২৫]
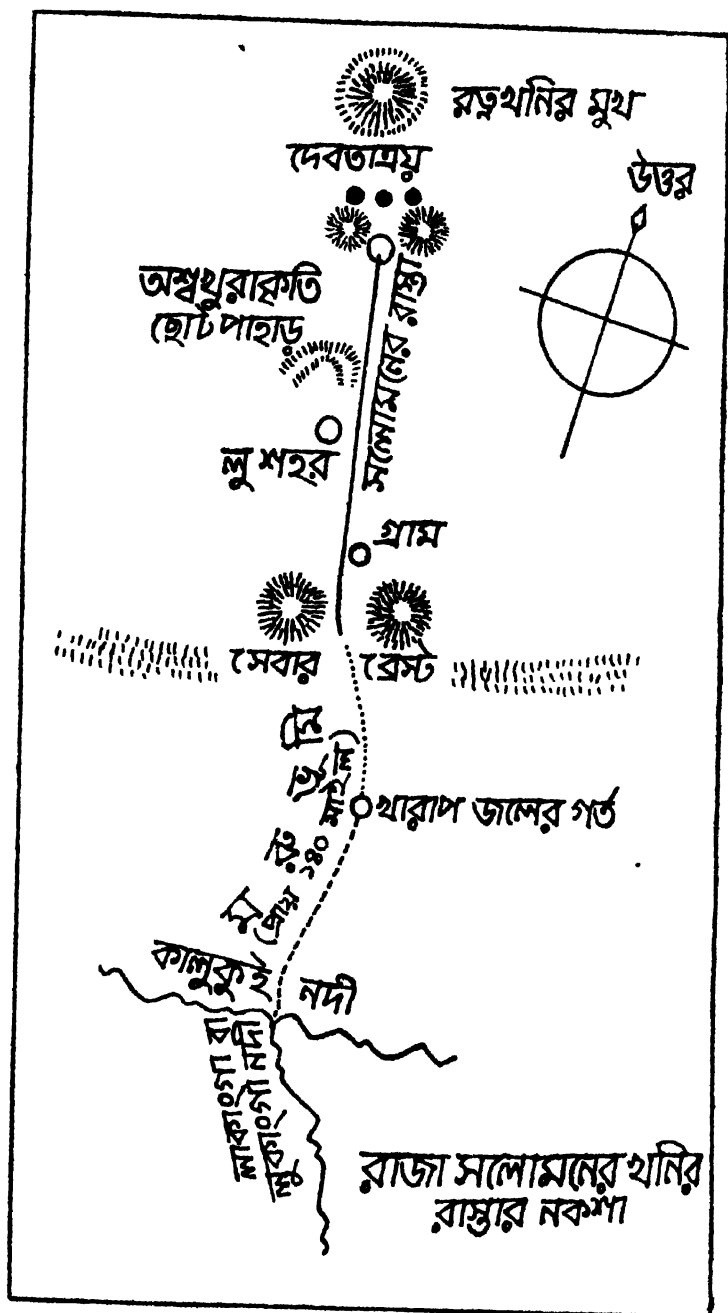
রাজার খনি তিন দিনের পথ। কেউ এসে এই গাণ্ডুলকে হত্যা করুক ও আমার আত্মার শান্তি কামনা করুক। বিদায়।

জোসি দা সিলভেস্ত্রা'

যখন এটা দেখানো শেষ করে মরণাপন্ন বৃদ্ধের রক্ত দিয়ে আঁকা ম্যাপটা সামনে খুলে ধরলাম তখন একটা বিস্ময়ের স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল।

হেনরী বলে উঠলেন, 'ভারী অদ্ভুত গল্প, মিঃ কোয়াটারমেন। আপনি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন না আশা করি?'

—যদি আপনি তা মনে করেন, স্যার হেনরী, তবে আমি নাচার', বলতে বলতে কাগজটা পকেটে পুরে আমি যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

স্যার হেনরী তার লম্বা হাত দুটো আমার কাঁধের উপরে রেখে বললেন, 'বসুন, মিঃ কোয়াটারমেন, আমি ক্ষমা চাইছি। আমি ভালো করেই বুঝি আপনি কি প্রকৃতির মানুষ।'

আমি বললাম, 'আমরা ডারবানে পৌঁছলে আপনি সেই মূল ম্যাপ দেখতে পাবেন। যাক্। আপনাকে আপনার ভাইয়ের সম্বন্ধে একটা কথা বলি। তার সঙ্গী জিম লোকটাকে আমি চিনতাম। সে একজন বেচুয়ানা, ভালো শিকারী এবং এখানকার অধিবাসীদের তুলনায় বেশ চালাক। যেদিন সকালে মিঃ নেভিলি যাত্রা করে সেদিন আমি জিমকে আমার গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে তামাক কাটতে দেখেছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জিম, এবারে কোথায় যাচ্ছ? হাতি মারতে?'

—'না, হুজুর। আমরা যার জন্যে যাচ্ছি তা হাতির দাঁতের চেয়েও বড়ো দরের জিনিস।'

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে আবার কি জিনিস? সোনাদানা নাকি?'

তামাক কাটা শেষ করে জিম বললে, 'না, হুজুর, আমরা এবার হীরের খোঁজে যাচ্ছি। আপনি সুলিম্যান পাহাড় আর সেখানকার হীরের খনির কথা শোনেন নি?'

আমি বললাম, 'ও একটা মিথ্যে প্রবাদ জিম।'

—'না, হুজুর। আমি একজন স্ত্রীলোককে জানি যে একটা ছেলেকে সঙ্গে করে ওখান থেকে নাটালে আসে। আমি তার কাছেই এর গল্প শুনি। সে এখন মারা গেছে।'

—'কিন্তু মনে হয়, সুলিম্যানের রাজ্যে গিয়ে তুমি আর তোমার মনিব শুধু শকুনেরই পেট ভরাবে, আর কোনো ফল হবে না।'

—'তা হয়তো হতে পারে, হুজুর। মানুষ তো মরবেই। কিন্তু একবার একটা নতুন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?'

আধঘণ্টা পরে দেখলাম নেভিলির গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ জিম ছুটে ফিরে এসে বললে, 'বিদায়, হুজুর, আপনার কথাই হয়তো ঠিক, হয়তো আমরা আর ফিরব না। তাই দেখা করে গেলাম।'

—'সত্যি সত্যি কি তোমার মনিব সুলিম্যান পাহাড়ে যাচ্ছে, না তুমি মিথ্যে কথা বলছ?'

—'না, হুজুর, তিনি সত্যিই যাচ্ছেন।'

—'তাহলে, জিম, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি যদি তোমাকে এক টুকরো লেখা কাগজ দিই তুমি কি সেটা ইনুইয়াতি পৌঁছে মনিবকে দিতে পারবে? কিন্তু কথা দিতে হবে ওখানে যাওয়ার আগে মনিবকে সেটা দেবে না।'

—'হ্যাঁ, হুজুর, শপথ করছি।'

আমি এক টুকরো কাগজে লিখলাম, 'শেবার ব্রেস্টের বাঁ-দিকের পর্বতের চূড়ার উপরে উঠলে তার উত্তরে রাজা সলোমনের তৈরী বড় রাস্তা পাওয়া যাবে।' কাগজটা জিমের হাতে দিয়ে বললাম, 'তোমার মনিবকে অকপটে এই চিঠির নির্দেশ পালন করতে বল। এখন তাকে এটা দিও না, কেননা আমি চাই না যে সে ফিরে এসে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করে উত্যক্ত করে। তুমি জোর পায়ে চলে যাও, তোমাদের গাড়ি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।'

জিম কাগজটা নিয়ে চলে গেল। তারপরে আমি আপনার ভাইয়ের আর কোনো সংবাদ রাখি না, মিঃ হেনরী। সত্যি বলতে কি আমি তার জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।'

স্যার হেনরী বললেন, 'মিঃ কোয়াটারমেন, আমি আমার ভাইয়ের খোঁজে যাচ্ছি। তাকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত যদি দরকার হয় তবে সুলিম্যান পবত পর্যন্ত যাব। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?'

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, স্যার হেনরী। মাপ করবেন। আমার যাওয়া হবে না। এভাবে বুড়ো বয়সে এ ধরনের অভিযান পোষায় না। হয়তো আমাদেরও বেচারী সিলভেস্তারের দশা হবে। তাছাড়া আমাকে আমার একমাত্র ছেলের ভরণপোষণ করতে হয়। সুতরাং আমার জীবন বিপন্ন করা সম্ভব নয়।'

স্যার হেনরী বললেন, 'মিঃ কোয়াটারমেন, আপনার কাজের জন্য ন্যায়তঃ যত টাকা আপনি চান, আমরা যাত্রা করবার আগেই তা আপনাকে দিয়ে দেব। তাছাড়া আমাদের বা আপনার যদি কিছু হয় তবে আপনার ছেলের যাতে ঠিকমতো ভরণপোষণ হয়

তারও ব্যবস্থা করবো। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনার সঙ্গ আমাদের কত দরকারী। যদি দৈবক্রমে আমরা ঐ জায়গায় হাজির হয়ে হীরের সন্ধান পাই, তবে তা আপনার আর গুডের ভেতরে আধাআধি ভাগ বাঁটোয়ারা হবে। আমি ওর একটাও চাই না। মিঃ কোয়াটারমেন, আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করে ফেলুন।'

আমি বললাম, 'এ রকম কথা আর কারো কাছে আমি জীবনে শুনি নি। কিন্তু এত বড় কাজেও আমি কখনো আসি নি। দয়া করে আমাকে ভেবে দেখবার সময় দিন। আমরা ডারবানে পৌঁছবার আগে আপনাব কথার উত্তর দেব।'

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে এসে শুয়ে শুয়ে হতভাগ্য সিলভেস্তারের আর সোনাব খনির কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমবোপা আমাদের চাকরিতে বহাল হল

নাটাল থেকে সমস্ত পথটা ধবে স্যার হেনরী কার্টিসেব কথাগুলো ভাবলাম। আমরা এ বিষযে আব কোনো কথাবার্তা বলি নি, যদিও আমি তাঁদেব সঙ্গে আমার অনেক শিকাবের গল্প কবেছি।

একদিন চাঁদনী বাতে হেনরী কার্টিস, ক্যাপ্টেন গুড আর আমি জাহাজেব ডেকের ধারে বসে ছিলাম।

হেনরী বললেন, 'আচ্ছা, মিঃ কোয়াটাবমেন, আপনি আমার প্রস্তাবের বিষযে কিছু কি এর মধ্যে স্থিব করে ফেলেছেন?'

ক্যাপ্টেন গুড প্রতিধ্বনি করলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে সম্বন্ধে কি ভেবেছেন, মিঃ কোয়াটারমেন? আশা করি সলোমনের খনি পর্যন্ত আপনি আমাদেব সঙ্গী হতে যাচ্ছেন?'

আমি জবাব দেবার আগে উঠে দাঁড়িয়ে পোড়া তামাকটা টোকা দিযে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলাম। 'আজ্ঞে হ্যা। আমি যাব স্থির করেছি আর আপনাদের অনুমতিক্রমে আমার যাবার শর্ত এবং উদ্দেশ্যও জানাচ্ছি। প্রথমতঃ, আপনাদের সমস্ত ব্যয বহন করতে হবে এবং যদি কোন হাতির দাঁত বা অন্য কোনো মূল্যবান সম্পদ আমরা পাই তবে তা গুড আর আমার মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হবে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের রওনা হবাব আগে জিনিসপত্র ইত্যাদির জন্য পাঁচশো পাউণ্ড দিতে হবে। তৃতীয়তঃ,

আমার মৃত্যু ঘটলে বা আমি অকর্মণ্য হয়ে পড়লে যাতে আমার ছেলে হ্যারির ডাক্তারী পড়া শেষ করার কোনো ব্যাঘাত না হয় তার জন্যে যাত্রার আগেই আমার অবর্তমানে যাতে সে পাঁচ বছরের জন্য প্রতি বৎসরে দুশো পাউণ্ড করে পায়, এমন একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

হেনরী বললেন, 'আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনার প্রস্তাবে রাজী হচ্ছি। আমি যখন একবার একাজে ঝুঁকেছি, তখন আপনার অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে দরকার হলে আপনার সাহায্যের জন্য আরও বেশী কিছু দিতে কুণ্ঠিত হবো না।'

পরের দিন আমরা তীরে নামলাম। বিরিয়াতে আমার যে কুঁড়েঘর ছিল তাতে স্যার হেনরী আর ক্যাপ্টেন গুডকে থাকতে দিলাম। তারপর দরকারী জিনিসপত্রের যোগাড় আরম্ভ হল। প্রথমে আমার অবর্তমানে আমার ছেলের ভরণপোষণ যাতে স্যার হেনরীর জমিদারী থেকে নির্বাহ হয় তার ব্যবস্থা করে রাখলাম। তারপর হেনরীর নামে একটা ভালো গাড়ি ও একপাল ভালো বলদ কিনলাম। গাড়িটা চব্বিশ ফুট লম্বা। লোহার চাকা-ওয়ালা, বেশ হালকা ও সমস্তটা সেগুন কাঠের তৈরী। গাড়িটার পেছনে বারো ফিটের ওপরে ছাউনি ও দরকারী জিনিসপত্তর নেবার জন্য সামনের দিকটা ফাঁকা। পেছনের দিকে নেওয়া হল দুজনের শোওয়ার উপযোগী একটা বিছানা, বন্দুকের বাক্স আর নানা টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস। এ সবের জন্য আমাকে একশো পঁচিশ পাউণ্ড দিতে হল। তারপর কিনলাম কুড়িটা জুলু ষাঁড়। আফ্রিকার সাধারণ ষাঁড়ের চেয়ে এই সব ষাঁড় আকারে অর্ধেকের চেয়েও ছোট। যেখানে ঐ সব ষাঁড় বাঁচতে পারে না এরা সেখানে অনায়াসে বেঁচে থাকে ও হালকা

বোঝা নিয়ে রোজ পাঁচ মাইল যেতে পারে অথচ তাদের পায়ের কোনো ক্ষতি হয় না।

তারপরে খাবার-দাবার ও ওষুধপত্রের কথা। ভাগ্যক্রমে গুড একটু আধটু ডাক্তারী জানতেন ও পরে জানতে পেরেছিলাম তার সঙ্গে একটা চমৎকার ওষুধের বাক্স আর এক সেট ভালো যন্ত্রপাতি আছে। অস্ত্রশস্ত্রগুলো হেনরী ও আমার কাছে যা ছিল তাদের ভেতর থেকে বেছে নিলাম। তিনটে পনেরো পাউণ্ড ওজনের ব্রিচলোডিং ডবল এইট হাতিমারা বন্দুক, তিনটে পয়েণ্ট ফাইভ নটিনট এক্সপ্রেস, একটা ডবল নম্বর টুয়েলভ বন্দুক, তিনটে উইনচেস্টার রিপিটিং রাইফেল, তিনটে সিঙ্গল একশন কোল্টস্ রিভলবার ও যথেষ্ট পরিমাণে সব রকমের কার্তুজ। তারপর সঙ্গে যাবার লোকজন। অনেক কথাবার্তার পরে ঠিক হল মাত্র পাঁচজন লোক নেওয়া হবে, একজন গাড়োয়ান, একজন পথপ্রদর্শক আর তিনজন চাকর। গাড়োয়ান এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে গোজা আর টম বলে দুজন জুলুকে অনায়াসে যোগাড় করা গেল। অনেক খোঁজাখুজির পরে ভেণ্টভোগেল বলে একজন হটেণ্টট্ আর কিভা নামে ইংরেজী-জানা একজন ছোকরা জুলু চাকর পাওয়া গেল। ভেণ্টভোগেলকে আমি আগে থেকে জানতাম। শিকারের খোঁজ নিয়ে আসতে তার জুড়ি মেলা ভার। শরীরে ও মনে সে ছিল চাবুকের দড়ির মতো মজবুত। কখনো আমি তাকে ক্লান্ত হতে দেখি নি। কাজ চালাবার মতো আর একজন লোক না পাওয়ায় স্থির করলাম যে আমরা ঐ দুজন লোক নিয়েই রওনা হবো। কিন্তু যাত্রা করবার আগের দিন সন্ধ্যার সময় কিভা এসে খবর দিলে যে একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। আমরা তখন

খাচ্ছিলাম। খাওয়া শেষ হলে আমি তাকে ভেতরে ডেকে আনতে বললাম। শীগ্রই একজন প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স্ক লম্বা লোক এবং জুলুদের তুলনায় ফিকে রঙের, ঘরে ঢুকে নমস্কারের ভঙ্গিতে তার হাতের লাঠি তুললে। তারপরে ঘরের এক কোণায় হাঁটু গেড়ে বসল। আমরা খানিকক্ষণ তার দিকে তাকালাম না, কেননা এদের সঙ্গে যদি কেউ চট করে কথাবার্তা আরম্ভ করে তবে এরা তাকে সস্তাদরের লোক ঠাওরায়। আমি দেখলাম যে সে কেশলা জাতের লোক, কেননা তার মাথায় একটা কালো রঙের বেড়ি ছিল যা জুলুরা কোন নির্দিষ্ট বয়সে মর্যাদার চিহ্ন-স্বরূপ মাথায় পরে। আমার মনে হল আমি লোকটাকে চিনি। কিছু পরে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওহে তোমার নাম কি?'

গাঢ় শান্ত গলায় লোকটি উত্তর দিলে, 'আমার নাম, আমবোপা।'

পরে দু' একটা কথায় মনে পড়ল যেবার লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের পথপ্রদর্শক হয়ে পোড়াকপালে জুলুযুদ্ধে যাই, সেবারে এর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে কি চায় আমরা জানতে চাইলে সে বললে, 'ম্যাকুমাঝন (এটা আমার কাফির নাম), শুনলাম আপনারা নাকি জলের ওপর দিয়ে উত্তর দিকে অভিযানে যাচ্ছেন। একি সত্যি কথা?'

আমি মাথা নাড়লাম।

—'আমি আরও শুনলাম আপনারা মানিকা দেশ পেরিয়ে লুকাংগা পর্যন্ত যাবেন। এও কি সত্যি কথা, ম্যাকুমাঝন?'

আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ গোপন ছিল, তাই বুঝতে পারলাম না এ বিষয়ে তার কোনো দুরভিসন্ধি আছে কি

না। বললাম, 'সে কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন? আমরা যেখানে যাই বা না যাই তাতে তোমার কি?'

—'আজ্ঞে, সাহেব, আপনারা যদি অত দূরে যান তবে আমিও সঙ্গে যাব।'

আমি বললাম, 'কি যা তা বলছ? আগে বল তুমি কে। সেই বুঝে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

—'আজ্ঞে আমার নাম, আমবোপা। আমি জুলুদেশবাসী হলেও জুলু নই। আমার স্বজাতিদের বাড়ি সুদূর উত্তরে। জুলুদেশে চাকার রাজত্বের অনেক আগে সেখান থেকে যখন জুলুরা নীচেকার দিকে নেমে আসে তখন আমার স্বজাতিরা ওখানেই থেকে যায়। আমার বাড়িঘর বলতে কিছু নেই। আমি শিশু অবস্থায় এই জুলুদেশে আসি। আমি নকোমাবাকোসি সৈন্যদলে সেটিওয়াওর অধীনে কাজ করেছি। আমি জুলুদেশ থেকে পালিয়ে শ্বেতাঙ্গদের কাজকর্ম ও হালচাল দেখতে নাটালে চলে আসি। পরে সেটিওয়াওব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। তখন থেকে আমি নাটালে কাজকর্ম করছি। উপস্থিত আমি উত্তরে নিজেব দেশে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি। এ আমাব নিজের দেশ নয়। আমি টাকা-পয়সা চাই না। আমার মতো একজন সাহসী লোককে একটু জায়গা আর কিছু আহার্য দিলে তা বৃথা যাবে না। এইটুকু আমার বলবার ছিল।'

লোকটার কথার ধরনে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। তার হাবভাবে মনে হল সে সত্যিকথাই বলছে আর সে সাধারণ জুলু শ্রেণীর লোকও নয়। কিন্তু বিনা টাকায় সঙ্গে যাবার প্রস্তাবে কিছুটা সন্দেহ হল। আমি তার কথার তর্জমা করে হেনরী আর গুডকে বলে তাঁদের মতামত চাইলাম। স্যার হেনরীর কথা-

মতো তাকে উঠে দাঁড়াতে বলা হলে সে গায়ের বড় সামরিক কোটটা খুলে উঠে দাঁড়াল। কোমরের কাছে একফালি নেংটি আর গলায় সিংহের নখের মালা ছাড়া গায়ে আর কিছুই রাখলে না। এমন লম্বা চওড়া সুন্দর চেহারাওয়ালা লোক আমি এ দেশবাসীদের মধ্যে আর দেখি নি। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট তিন ইঞ্চি আর দেহের কাঠামোও ভারী চমৎকার। এখানে ওখানে ক্ষতের কালো কালো দাগ ও গায়ের রঙ কালোর ধার ঘেঁষা বটে কিন্তু একেবারে কালো নয়। হেনরী তার কাছে গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বললেন, 'তোমার চেহারা আমার পছন্দ হয়েছে, মিঃ আমবোপা। আমাদের সঙ্গে তোমাকে নিয়ে যাব।'

আমবোপা নিশ্চয়ই ইংরেজী বুঝতে পারলে, কেননা তৎক্ষণাৎ সে জুলু ভাষায় উত্তর করলে, 'খুব ভালো কথা।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাতিশিকার

জানুয়ারী মাসের শেষে আমরা ডারবান ত্যাগ করি। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমরা লুকাংগা ও কালুকুই নদের সঙ্গমস্থলে একটি গ্রামের কাছে তাঁবু পাতি। মাটাবেল দেশের শেষ বাণিজ্য স্টেশন ইন্‌ইয়াতিতে আমাদের অনেক কিছু জিনিসপত্র রেখে যেতে হল। কুড়িটা সেই সব সুন্দর বলদের মধ্যে মাত্র বারটা তখন জীবিত ছিল। গোজা আর টমের জিম্মায় আমরা গাড়িটা আর বলদগুলো রেখে গেলাম। তারপর আমবোপা, কিভা, ভেণ্টভোগেল ও ছজন ভাড়া-করা কুলি সঙ্গে নিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললাম। চোদ্দদিন ধরে ইন্‌ইয়াতি থেকে চলার পরে আমরা একটা সুজলা সুফলা অতি সুন্দর জায়গায় এলাম। তারপর সারাদিন হেঁটে সন্ধ্যার সময়ে একটা অতি চমৎকার ভূমি-খণ্ডে এসে পৌছনো গেল। তৃণঢাকা পাহাড়ের পাদদেশে একটা প্রায় শুকানো অগভীর নদীর খাতের মধ্যে সরু রেখায় স্ফটিক স্বচ্ছ জলধারা বইছে। আমরা এই নদী ধরে অগ্রসর হবার সময় একপাল জেব্রা ঘাড় আর ল্যাজ ওপরে তুলে দৌড় দিলে। তারা ছিল আমাদের থেকে তিনশো গজ দূরে বন্দুকের সীমানার বাইরে। কিন্তু গুড একটা ভরা এক্সপ্রেস বন্দুক নিয়ে আগে আগে যাচ্ছিলেন। তিনি আর থাকতে না পেরে একটা বাচ্চাকে তাক করে গুলি ছুঁড়লেন। দৈবক্রমে গুলিটা সোজাসুজি ঘাড়ের

ওপরে লেগে শিরদাঁড়ার হাড় চূর্ণবিচূর্ণ করেদিলে আর জেব্রাটা খরগোসের মতো গড়াতে লাগল। এমন মজার ব্যাপার আমি আর দেখি নি।

কয়েকজনকে জেব্রাটার মাংস কাটতে বলে আমরা জলার ধারে ঘাস আর গুল্ম দিয়ে উনুনের মতো করে আগুন জ্বালালাম। খুব আনন্দ ও তৃপ্তির সঙ্গে ঝলসানো জেব্রার মাংসে আমাদের রাতের খাওয়া শেষ করা গেল। খাবার পরে আমরা চাঁদের আলোয় বসে গল্প করছিলাম। কিছুদূরে কয়েক গজ তফাতে কাফিরেরা ইলাণ্ডের শিং-এর মুখওয়ালা পাইপ থেকে এক রকম মাদকদ্রব্যের ধূমপান করছিল। তারপরে এক এক-জন করে আগুনের ধারে কম্বল পেতে শুয়ে পড়ছিল। শুধু আমবোপা হাতের ওপরে চিবুক রেখে গভীরভাবে কিছু ভাবছিল বলে মনে হচ্ছিল।

অল্পক্ষণ পরেই আমাদের ওপাশের ঘন ঝোপের মধ্যে থেকে 'উফ্' 'উফ্' বলে একটা ডাক শোনা গেল। আমরা চমকে উঠে দাঁড়িয়ে ভালো করে শুনতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে জলার ধার থেকে হাতির কর্কশ ডাক ভেসে এল। কাফিরেরা ফিস্‌ফিস্ করে উঠল, 'হাতি! হাতি!' কয়েক মিনিট পরে দেখলাম জলার কাছ থেকে ঝোপের দিকে কালো কালো ছায়ামূর্তি সারি সারি এগিয়ে আসছে। গুড লাফিয়ে উঠে বন্দুক ছুঁড়তে যাচ্ছিলেন। উনি বোধহয় ভেবেছিলেন জেব্রা মারার মতো হাতি মারাও খুব সোজা কাজ। আমি তাঁর হাত ধরে তাঁকে নিবৃত্ত করলাম। একটু পরে তাদের আর দেখা গেল না। স্যার হেনরী বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে এটা একটা ভারী চমৎকার শিকারের জায়গা। আমি বলি, এখানে দু' একদিন থেকে শিকার করে যাওয়া যাক।' আমি

বেশ বিস্মিত হলাম। এ পর্যন্ত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি এগিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এখন মনে হল শিকারের ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছে। প্রস্তাব শুনে গুড তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন এবং সত্যিকথা বলতে কি আমারও আনন্দ হল কম নয়।

রাত্রে একটা প্রবল ধস্তাধস্তির শব্দ হঠাৎ জলার ধার থেকে ভেসে এল। পর পর আমরা কয়েকটা প্রবল গর্জনের শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝতে বাকী রইল না এ গর্জন কার। একমাত্র সিংহ ছাড়া আর কেউ এমন গর্জন করতে পারে না। বিছানা ছেড়ে আমরা সবাই লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে জলার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম কালো আর হলদে রঙের তালগোল পাকানো কি একটা কাঁপতে কাঁপতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি চামড়ার জুতো পরে হাতে রাইফেল নিয়ে সেদিকে ছুটে গেলাম। ইতোমধ্যে সেটা পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে শুরু করেছে। কাছে গিয়ে দেখলাম ঘাসের ওপরে একটা কালো রঙের ষাঁড় মরে পড়ে আছে আর তার বাঁকা শিঙের আগায় একটা সিংহ এফোঁড় ওফোঁড় গাঁথা রয়েছে। একটি চমৎকার দৃশ্য। ভালো করে মরা জানোয়ার দুটোকে দেখার পরে কাফিরদের ডেকে ওই দুটোকে আগুনের কাছে নিয়ে রাখলাম। তারপর এক ঘুমে রাত কাটিয়ে দিলাম।

দিনের আলো জাগবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিছু জলযোগ করে আমবোপা, কিভা ও ভেণ্টভোগেলকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নেওয়া হল তিনটে রাইফেল, প্রচুর খাবার আর জলের বোতলে ঠাণ্ডা চা ভর্তি করে। অন্যান্য কাফিরদের মোষ ও সিংহটার চামড়া ছাড়িয়ে রাখতে বলে গেলাম। শীঘ্রই আমরা

একটা খোলা জায়গায় একপাল হাতি চরছে দেখতে পেলাম। সংখ্যায় তারা বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হবে। আমাদের থেকে জায়গাটা প্রায় দুশো গজ দূরে। আমরা গুড়ি মেরে চোরের মতো নিঃশব্দে বৃহদাকার জানোয়ারগুলোর মাত্র চল্লিশ গজের মধ্যে এসে পড়লাম। ঠিক আমাদের সামনে তিনটে বড় হাতি দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ওদের কানে কানে বললাম যে আমি মাঝেরটাকে তাক করবো, হেনরী তাক করবেন বাঁ-দিকেরটাকে ও গুড তৃতীয়টাকে।

আমরা সকলে তাক করার পরে আমি বললাম, 'এইবার।'

বুম! বুম! বুম! তিনটে ভারী রাইফেল গর্জন করে উঠল। হেনরী যেটাকে তাক করেছিলেন হাতুড়ির মতো সেটা পড়ে গেল। গুলি সেটার হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছে। আমার তাক-করা হাতিটা পায়ের ওপরে বসে পড়ল। প্রথমে ভাবলাম সেটা তক্ষুনি মরে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই সেটা উঠে দাঁড়িয়ে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলে। আমি তখন আবার তার পাঁজরায় গুলি করলাম। তারপর দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে তার মাথা লক্ষ্য করে আর একটা গুলি করতেই সেটার ভবলীলা সাঙ্গ হল। তারপরে গুডের কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি ভারী উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। গুলিতে আহত হাতিটা আমাদের তাঁবুর দিকে ছুট দিয়েছে। আর সমস্ত দলটার অন্যান্য হাতিগুলো অন্যদিকে দৌড় মেরেছে। তখন আমরা আহত হাতিটার পেছনে না গিয়ে দলটার সন্ধানে এগোতে লাগলাম। চড়া রৌদ্রের মধ্যে দু'ঘণ্টার ওপর চলবার পরে আমরা সেগুলোর দেখা পেলাম। খালি দলছাড়া একটা হাতি আমাদের সামনা-সামনি গজ ষাটেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল।

জায়গাটা ফাঁকা বলে আর না এগিয়ে তিনজন হাতিটাকে তাক করে একসঙ্গে গুলি করলাম। হাতিটা তৎক্ষণাৎ মরে পড়ে গেল।

দলটা এবার দৌড়ে শ'খানেক গজ দূরে একটা শুকনো জলায় ঢুকে পড়ল। আমরা আর কিছুটা পথ এগিয়ে দেখলাম বাকী হাতিগুলো অন্য তীরে যাবার জন্যে ছুটোছুটি করছে। তাদের কাতর চীৎকারে বাতাস ভরে উঠেছে। এই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। আমরা যত তাড়াতাড়ি পারলাম বন্দুকে গুলি ভরে ছুঁড়তে লাগলাম। পাঁচটা ঘায়েল হল। আমরা আরও মারতে পারতাম, কিন্তু হঠাৎ হাতিগুলো বালিয়াড়ির ওপরে ওঠবার চেষ্টা না করে সোজাসুজি নীচেকার দিকে ছুটে এল। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে তাদের আর অনুসরণ করলাম না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পরে কাফেরেরা খাবার জন্যে দুটো মরা হাতির হৃৎপিণ্ড কেটে নিলে আমরা তাবুর দিকে চললাম।

যেখানে গুড প্রথম তিনটে হাতির একটাকে গুলি করে আহত করেছিলেন, সে জায়গাটা পেরিয়ে আসার পর আমরা একদল বুনো হরিণ দেখতে পেলাম। কিন্তু সঙ্গে প্রচুর মাংস থাকায় তাদের একটাকেও গুলি করতে ইচ্ছা হল না। গুড কোনদিন এত নিকট থেকে বুনো হরিণ দেখেন নি বলে আমবোপার হাতে নিজের রাইফেলটা দিয়ে কিভাকে সঙ্গে নিয়ে ঝোপের মধ্যে এগিয়ে গেলেন। আমরা সেখানে বসে পড়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

সূর্য তখন তার রক্তাভ বর্ণগরিমা নিয়ে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আমি আর হেনরী বসে চারিদিকের সুন্দর দৃশ্য দেখছি। এমন সময় হঠাৎ ভয়ঙ্কর হাতির গর্জন কানে এল।

পরমুহূর্তেই দেখি কিভা আর গুড ছুটে আমাদের দিকে আসছেন আর উভয়ের কিছু পিছনে তাড়া করে আসছে গুডের গুলিতে আহত সেই হাতিটা। কিভা কিংবা গুডের গায়ে লাগতে পারে ব'লে তখন আমাদের পক্ষেও গুলি করা মুশকিল। হঠাৎ পা পিছলে গুড আমাদের কাছ থেকে গজ ষাটেক দূরে পড়ে গেলেন আহত হাতিটার ঠিক সামনে।

ভয়ে আমাদেব দম আটকে এল। আমরা দৌড়ে ওঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। ভাবলাম, দু'তিন সেকেণ্ডের মধ্যে গুডেব দফা রফা হয়ে যাবে। হঠাৎ কিভা মনিবকে পড়ে যেতে দেখে এগিয়ে গিয়ে সোজাসুজি হাতিটার মাথা লক্ষ্য করে হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে দিলে। বর্শাটা একেবারে হাতিটার শুঁড়ে গিয়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট চিৎকার ক'রে হাতিটা বেচারী জুলুটাকে শুঁড়ে জড়িয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে তার বুকের ওপরে পা উঠিয়ে দিয়ে তাকে দু'ভাগে ছিঁড়ে ফেললে। ভয়ে পাগলের মতো হয়ে আমবা ছুটে গিয়ে হাতিটাকে পর পব গুলি করতে লাগলাম। একটু পরেই জুলুটার ছিন্নভিন্ন দেহের ওপরে হাতিটা ধপ্ ক'রে পড়ে মবে গেল।

গুড উঠে গিয়ে তাঁর জীবনত্রাতার মৃতদেহটা টেনে বার করে আনলেন। একজন বুড়ো লোক হলেও আমার মনে হল একটা বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার গলাটা আটকে গিয়েছে।

হঠাৎ কিভা মনিবকে পড়ে যেতে দেখে... হাতিটার মাথা লক্ষ্য করে হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে দিলে। [পৃষ্ঠা ৪০]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমরা মরুভূমির মধ্যে প্রবেশ করলাম

মরা হাতিগুলোর দাঁত কটা কেটে নেবার পরে ওগুলোকে একটা বড় গাছের তলায় পুঁতে ফেলা হল। ছিন্নভিন্ন কিভার দেহকে তার বর্শা সমেত আমরা একটা পিঁপড়েখেকো ভালুকের গর্তে কবর দিলাম। তৃতীয় দিনে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। দীর্ঘদিন অত্যন্ত কষ্টে পা চলার পর আমরা লুকাংগা নদীর কাছে সিটাণ্ডাদের পল্লীতে এসে হাজির হলাম। এখান থেকেই আমাদের অভিযানের সত্যিকারের আরম্ভ। জায়গাটার দক্ষিণে স্থানীয় অধিবাসীদের ফাঁকা বসতি আর কিছু কিছু চাষ-করা ধানের জমি। তার পেছনে বড় বড় ঘাসে ঢাকা ঢেউতোলা প্রান্তর। বাঁ-দিকে বিস্তৃত মরুভূমি। সেখানেই উর্বর জমির সীমানা শেষ হয়েছে।

পরদিন আমরা যাত্রার আয়োজন করতে লাগলাম। সঙ্গের ভারী বন্দুকগুলো মরুভূমির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আমাদের সঙ্গের মুটেগুলোকে বিদায় করলাম। একজন বুড়ো স্থানীয় লোকের সঙ্গে ঠিক হল যে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের বন্দুক আর বোঝাগুলো তার জিম্মায় থাকবে। এভাবে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যবস্থা করে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাবার জিনিসপত্র গোছাতে লাগলাম। আমাদের তিনজনের জন্য তিনটে এক্সপ্রেস রাইফেল, আর

দুশো রাউণ্ডের উপযুক্ত বারুদ নেওয়া হল। আমবোপা ও ভেণ্টভোগেলের জন্যও দুটো উইনচেস্টার রিপিটিং ও দুশো রাউণ্ডের বারুদ। তাছাড়া তিনটে কোল্ট রিভলভার। তারপরে নেওয়া হল চার পাঁইট জল ধরার মতো পাঁচটা জলের বোতল, পাঁচটা কম্বল, পঁচিশ পাউণ্ড রোদে শুকানো মাংস, উপহার দেবার মতো দশ পাউণ্ড ওজনের কতকগুলো মালা, কুইনাইন সমেত কিছু বাছা বাছা ওষুধপত্র, দু'একটা ডাক্তারী যন্ত্রপাতি, ছুরি ও দু'একটা দরকারী টুকিটাকি জিনিস—যেমন কম্পাস, দেশলাই, তামাক, তোয়ালে, কিছু ব্র্যাণ্ডি আর আমরা যে কাপড়টা মাটিতে পেতে বসেছিলাম সেই কাপড়টাও। এই হল আমাদের মোটামুটি জিনিসপত্রের তালিকা। অনেক কষ্টে প্রত্যেককে একটা করে ভালো শিকারের ছুরির লোভ দেখিয়ে প্রথম দিককার কুড়ি মাইল জলের পাত্র নিয়ে সঙ্গে যাবার জন্য তিনটে মুটের ব্যবস্থা করলাম। মুটেদের অবশ্য বললাম যে আমরা মরুভূমির মধ্যে উটপাখি শিকার করতে যাচ্ছি। পরের দিন দিনের বেলাটা আমরা ঘুমিয়ে কাটালাম। সন্ধ্যা হবার আগে চায়ের সঙ্গে টাটকা মাংস বেশ মজা করে খাওয়া গেল। প্রায় নটার সময়ে আকাশে চাঁদ উঠলে আমরা হেনরীর কথামতো যাত্রা করলাম। দূরে সুলিম্যান পর্বতমালার রেখা আর সিলভেস্ত্রার আঁকা খসড়াই আমাদের পথ চিনে এগোবার সম্বল।

কিছুক্ষণ পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যেটা তখনকার মতো ভীতিপ্রদ হলেও পরিণামে হাস্যকর। গুড আমাদের সামনে পথ দেখিয়ে চলছিলেন ও আমরা তাঁকে অনুসরণ করছিলাম। হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিৎকারে চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম গুড হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছেন। পরমুহূর্তেই

আমাদের চারিদিকে অদ্ভুত রকমের গোলমাল, অনেকের দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ, গোঙানি এবং দৌড়ে যাওয়া পায়ের আওয়াজ জেগে উঠল। সেই দিকে জ্যোৎস্নায় আন্দাজ করলাম, কয়েকটি ম্লান ছায়ামূর্তি বালির ওপরে ছুটে বেড়াচ্ছে। কুটেগুলো প্রথমে বস্তাগুলো ফেলে দিয়ে বর্শা ছোঁড়বার জন্যে তৈরী হল, কিন্তু পরে সেগুলো শয়তানের চেহারা মনে করে বালির ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চীৎকার আরম্ভ করে দিলে। হেনরী আর আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং যখন দেখলাম গুড ঘোড়ার মতো কি একটা জন্তুর পিঠে চড়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে যেতে যেতে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছেন, তখনও আমাদের বিস্ময় বাড়ল বই কমল না। একটু পরেই গুড ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গেলেন। পরে বুঝলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে চলতে চলতে গুড অন্যমনস্কভাবে তাঁর সামনের একপাল ঘুমন্ত কোয়াগারের একটার পিঠের ওপরে পড়ে গেলে জানোয়ারটা উঠে দাঁড়িয়ে গুডকে পিঠে নিয়েই ছুট দেয়। প্রথমে আমাদের ভয় হয়েছিল হয়তো গুড গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। কিন্তু যখন ছুটে ওঁর কাছে গিয়ে দেখা গেল যে তিনি খুব ভীত ও ক্লান্ত হলেও কোনোরকম আঘাত পান নি ও তাঁর চশমাজোড়া স্বস্থানেই বিরাজ করছে, তখন খুব স্বস্তি বোধ করলাম।

রাত একটার পরে আমরা একজায়গায় থেমে খানিকটা জল খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চলা শুরু করলাম। চলতে চলতে সকাল হয়ে গেল। সকাল ছটার সময়ে আমরা একটা ছোট পাথরের ঢিবির কাছে পৌঁছুলাম। বরাতজোরে গরম থেকে বাঁচবার মতো একটা চমৎকার আশ্রয় মিলল। এটার ওপরে ছাদের মতো একটা পাথর আড়াআড়িভাবে ঝুলে ছিল

আর তার নীচে কার্পেটের মতো মসৃণ বালি। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে তার তলায় ঢুকে খানিকটা করে জল ও এক টুকরো করে মাংস খেয়ে শুয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখে গভীর ঘুম নেমে এল।

বিকেল তিনটের আগে জেগে দেখি সঙ্গের তিনটে মুটে চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। সেই জন্য আমরা প্রাণভরে জল খেলাম আর সমস্ত বোতলের জল ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডা জলে সে-গুলো ভর্তি করে নেওয়া হল। তারপর মুটেদের বিদায় দিয়ে বেলা সাড়ে চারটের সময় আমাদের আবার যাত্রা শুরু হল। চারদিক অতিমাত্রায় নির্জন। বিরাট বালির সমুদ্রের মধ্যে কয়েকটা উটপাখি ছাড়া আর কোনো জীবজন্তুর চিহ্নমাত্রও নেই। একটা জাত কেউটে সাপ ছাড়া আর কোনো সরীসৃপও চোখে পড়ল না। তবে মাছি এখানে প্রচুর। সূর্য অস্ত যাবার পরে আবার এক জায়গায় থেমে চাঁদ ওঠবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত্রি দশটার সময়ে চাদ উঠল। কিছুক্ষণ আবার হাটার পর ক্লান্ত হয়ে পড়ায় খানিকটা জল খেয়ে সকলে বালির ওপরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে প্রায় সাতটার সময়ে জেগে উঠে মনে হল আমাদের সমস্ত শরীর যেন আগুনে ঝলসে যাচ্ছে। কড়া রোদ যেন গায়ের রক্ত শুষে নিচ্ছে। আমরা উঠে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে খাবি খেতে লাগলাম। স্যার হেনরী বললেন, 'এখন কি করা যায়? এ তো বেশীক্ষণ সহ্য করা যাবে না।'

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

গুড বললেন, 'আমরা যদি বালির মধ্যে একটা গর্ত খুঁড়ে

তার মধ্যে ঢুকে মাথার ওপরে ঝোপ ঢাকা দিয়ে থাকতে পারি তাহলে বোধ হয় কিছুটা স্বস্তি পেতে পারি।'

উপায়ন্তর না দেখে আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বারো ফিট লম্বা, দশ ফিট চাওড়া ও দু' ফিট নীচু একটা গর্ত খুঁড়ে ফেললাম। তারপর অনেক ছোট ছোট লতাগুল্ম কাটার পরে গর্তের মধ্যে ঢুকে সেগুলো মাথার ওপরে ছাদের মতো করে নিলাম। ভেণ্টভোগেল শুধু ওপরে রইল, কেননা হটেনটট্ বলে গরম ওর কিছু করতে পারে না। গরম সহ্য করার শক্তি হটেনটট্দের অসাধারণ। রোদের ঝাঁঝা থেকে তখনকার মতো অবশ্য রক্ষা পেলেও গরমের ধাক্কা সামলানো কিন্তু আমাদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠল। আমরা ভেতরে কাটা ছাগলের মতো ধড়ফড় করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে জল দিয়ে আমাদের ঠোঁট ভিজিয়ে নিতে হচ্ছিল। ইচ্ছামতো জল খেলে প্রথম দু' ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত জল নিঃশেষ হয়ে যেত। জল খাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা দমন করতে হল এই ভেবে যে, শীঘ্রই কাছাকাছি কোথাও জল না পাওয়া গেলে আমাদের অতি শোচনীয় ভাবে প্রাণ হারাতে হবে।

সব জিনিসেরই শেষ আছে, অবশ্য বেঁচে থেকে যদি তা দেখতে পাওয়া যায়। কোনোরকমে এই দারুণ দিন কেটে যেতে লাগল। বিকেল তিনটে নাগাদ আর ভেতরে থাকা গেল না। সকলে ঠিক করলাম, এই ভয়ানক গর্তের মধ্যে গরমে আর তৃষ্ণায় তিলে তিলে মরার চেয়ে চলে ফিরে মরা অনেক ভালো। তাই আমাদের ফুটন্ত জলের সামান্য পুঁজি থেকে একটু করে জল খেয়ে টলতে টলতে আমরা আবার এগোতে লাগলাম।

এইভাবে যখন আমরা মরুভূমির পঞ্চাশ মাইল পার হয়ে এলাম তখন আর হাটবার শক্তি ছিল না। তবু আমরা থামতে

পারলাম না। সিলভেস্ত্রার ম্যাপ যদি ঠিক হয় তাহলে কাছাকাছিই কোথাও জল পাবার কথা। আমরা অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলাম! সূর্য অস্ত যাবার পরে একটু বিশ্রাম করতে যাবার আগে আমবোপার কথায় সামনে চেয়ে দেখলাম মাইল আটেক দূরে উইঢিবির মতো একটা পাহাড় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেহে আবার যাত্রা আরম্ভ করলাম। গরমে আর তেষ্টায় অসম্ভব কষ্ট হতে লাগল। শেষকালে দুটোর সময়ে একেবারে ভেঙে পড়া শরীরে ও মনে আমরা পাহাড়টার তলায় এসে হাজির হলাম। পাহাড়টা প্রায় একশো ফিট উঁচু ও আন্দাজ দু' একর জমির ওপরে দাঁড়িয়ে। এখানে এসে আর এগোতে না পেরে দারুণ তেষ্টায় মাত্র শেষ ক'ফোঁটা জল পাগলের মতো খেয়ে শেষ করলাম। তারপরে ভয়াবহ মৃত্যু অতি সন্নিকট জেনেও শুয়ে পড়ে গরমে ছটফট করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম ঠিক নেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জল! জল!

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি ঠোঁট আর চোখের পাতা জুড়ে গিয়েছে। অনেক চেষ্টা করে ঘষে ঘষে ঠোঁট আর চোখের পাতা খুললাম। খানিকক্ষণ পরে ভালো করে সকাল হলে সকলে মিলে আমাদের দারুণ অবস্থার কথা আলোচনা করতে লাগলাম। সঙ্গে আর একফোঁটাও জল ছিল না। হঠাৎ আমরা দেখলাম ভেণ্টভোগেল উঠে দাঁড়িয়ে মাটির ওপরে চোখ রেখে পায়চারি করতে আরম্ভ করেছে। একটু পরেই সে নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে বলে উঠল, 'হুজুর, আমি জলের গন্ধ পাচ্ছি।' ওর কথা শুনে আমরা অতিমাত্রায় আনন্দিত হয়ে উঠলাম, কেননা আমরা এই বন্য অশিক্ষিতদের এই সব অদ্ভুত ক্ষমতার কথা জানি।

পাহাড়টার চারদিকে ঘুরেও কিন্তু ছিটেফোঁটাও জলের দেখা মিলল না। কোনো জলাশয় অথবা ঝরনার চিহ্নমাত্রও নেই। ভেণ্টভোগেল তবু বারে বারে জানাতে লাগল যে তার কিছুতেই ভুল হতে পারে না। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও জল আছে। এদিকে আমাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল। শেষে ওর কথামতো আমরা পাহাড়টার গা বেয়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ আমবোপা থমকে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলে উঠল, 'জল! জল!'

আমরা দৌড়ে ওর কাছে গিয়ে দেখলাম পাহাড়টার মাথায় একটা গভীর গর্তের ভিতরে খানিকটা জল রয়েছে। আমরা ধাক্কাধাক্কি করে ছুটে গিয়ে সেই কালো পচা দুর্গন্ধ জলকে অমৃতের মতো মনে করে পান করতে লাগলাম। জল খেয়ে নিয়ে আমরা গায়ের কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আমাদের কাঠফাটা চামড়া দিয়ে জল শুষে নিতে লাগলাম। খানিকক্ষণ পরে যখন জল থেকে উঠলাম তখন নিজেদের বেশ খানিকটা তাজা বোধ হল। শেষে পেট পুরে মাংস খেয়ে পাইপ টানতে টানতে উঁচু পাড়ের ছায়ায় সকলে একসঙ্গে শুয়ে পড়া গেল।

সমস্ত দিনটা আমরা ওখান থেকে নড়লাম না। চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জলের বোতলগুলো যতটা পারা যায় ভর্তি করে আবার যাত্রা শুরু হল। সেদিন পঁচিশ মাইল পাড়ি দিয়ে পরের দিন একটা পিঁপড়ের ঢিবির ছায়াতে বসে বিশ্রাম করলাম। সন্ধ্যা হতেই আবার যাত্রা আরম্ভ হল। পরের দিন সকালে আমরা শেবার ব্রেস্টের ডানদিকের পর্বতের পাদদেশে এসে হাজির হলাম। ঠিক এই সময় আমাদের সঙ্গের খাবার জল আবার ফুরিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম অনেক ওপরে তুষার-রেখায় পৌঁছুতে না পারলে আর কোথাও জল পাবার আশা নেই। তেষ্টার জ্বালায় আমরা লাভা-ঢাকা খাড়াইয়ের ওপর দিয়ে ঝলসানো গরমের মধ্যে অতিকষ্টে এগোতে লাগলাম। আমাদের কয়েক শো ফিট ওপরে অনেকগুলো বড় বড় লাভার চাঙড় আমাদের দৃষ্টি থেকে ওপরকার দৃশ্যকে আড়াল করে রেখেছিল। সেগুলো পার হয়ে যখন দেখলাম আমাদের পাশে একটা ছোট মালভূমির ওপরে সবুজ রঙের ঘন গাছপালা রয়েছে তখন আর

...গুহার ভেতরে দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা লোক বুকের ওপরে মাথা রেখে বসে আছে। (পৃষ্ঠা ৫১)

আদমারে বিস্ময়ের অন্ত রইল না। কিন্তু অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ায় সেটাকে ভালো করে দেখবার আগে কিছুটা বিশ্রাম করে নেওয়াই আমাদের উচিত বোধ হল। কেবল আমবোপা গেল এগিয়ে। কয়েক মিনিট পরেই আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আমবোপা একটা সবুজ গোলাকার জিনিস হাতে করে নাচতে নাচতে আসছে ও পাগলের মতো চীৎকার করছে। হামাগুড়ি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওর কাছে গিয়ে দেখি ওর হাতে একটা তরমুজ। আর কিছু এগিয়েই চোখে পড়ল একটা জায়গায় অজস্র বুনো তরমুজ ফলে রয়েছে। বেশী কথা না বলে আমরা খেতে আরম্ভ করলাম। তখনকার মতো জলের ভাবনা ঘুচল। তারপরে পেছনে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ল বড় বড় একটা পাখির ঝাঁক আমাদের দিকে উড়ে আসছে। আমবোপা ফিসফিস করে, 'গুলি করুন, হুজুর, গুলি করুন', বলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

আমরাও তাই করলাম। রাইফেলটা হাতে নিয়ে আমি মাথার উপরে পাখিগুলোর উড়ে আসা অবধি অপেক্ষা করে থাকলাম। তারপরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁকের মধ্যে পর পর দু'বার গুলি করলাম। প্রায় কুড়ি পাউণ্ড ওজনের একটা পাখি পড়ে গেল। আধঘণ্টার মধ্যেই তরমুজের শুকনো ডাঁটা পুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে পাখিটাকে সেঁকে বেশ ভালো করে সকলে খেলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা এমন খাই নি।

সেদিন রাত্রে চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার যাত্রা শুরু হল। যতগুলো পারা গেল তরমুজ সঙ্গে নিলাম। যতই উপরে উঠতে লাগলাম ততই উত্তরোত্তর ঠাণ্ডা বাড়তে লাগল। ভোরবেলা আমরা পাহাড়ের তুষাররেখার খুব কাছাকাছি এসে

পড়লাম। এখানেও তরমুজ পাওয়া গেল। সুতরাং জলের জন্য আমরা নিশ্চিন্ত। তাছাড়া তুষারের স্তরও আর বেশী দূরে নয়। খাড়াই ধরে উঠতে হচ্ছিল বলেই সময় বেশী লাগছিল। এ পর্যন্ত পাখি ছাড়া আর কোনো জীব আমাদের চোখে পড়ে নি, ঝরনাও নয়।

পরের দু'দিন একুশে আর বাইশে মে আমরা শীতে আর ক্ষুধায় অমানুষিক কষ্ট পেলাম। কম করে খেয়েও সঙ্গের খাবার ও জল ফুরিয়ে গেল। ২৩শে মে অবশেষে আমরা তুষারে মোড়া বিরাট মসৃণ শেবার ব্রেস্টের বাঁ-দিকের পর্বতের চূড়ার নীচে এসে হাজির হলাম। গুড বলে উঠলেন, 'আমার মনে হয় এবার আমরা সিলভেস্ত্রা-উল্লিখিত গুহার কাছাকাছি এসে পড়েছি।'

আমি বললাম, 'তা ঠিক, অবশ্য সিলভেস্ত্রার ম্যাপে ভুল না থাকলে।'

আমরা এগিয়ে চললাম। আমবোপা আমাদের পাশে পাশে গায়ে কাপড় জড়িয়ে ও খিদে কমাবার জন্য পেটে কষে বেল্ট বেঁধে চলছিল। সেই প্রথম চূড়ার একটা খাড়াইয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'দেখুন হুজুর, ঐ সেই গুহা।'

মনে হল, অন্ততঃ দুশো গজ দূরে তুষারের মধ্যে একটা গর্ত রয়েছে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম সেটা সত্যিই সিলভেস্ত্রা-বর্ণিত গুহার মতো একটা গুহার মুখ। হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম গুহাটা বেশ বড়। গা গরম রাখবার জন্য আমরা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলাম। এক চুমুক করে ব্র্যাণ্ডি খেলাম যাতে শীতের কষ্ট কিছুটা কমানো যায়। তবুও জমে যাবার অবস্থা হল। মনে হয়, একমাত্র ইচ্ছাশক্তির জন্যই কোনোমতে ধড়ে প্রাণটা টিকে রইল।

সকাল হলে সূর্যের আলো গুহার মুখের কাছে গড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ একটা আর্তচীৎকার শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি গুহার ভেতরে দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা লোক বুকের ওপরে মাথা রেখে বসে আছে। লোকটা মৃত এবং একজন শাদা মানুষ।

একে আমাদের এই অসাড় অবস্থা, তার ওপরে এই ভয়াবহ দৃশ্য! তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমাদের চোখে পড়ল ভেণ্টভোগেল নড়ে না। ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না। শেষে কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখি সে মরে গিয়েছে। তার সমস্ত দেহ বরফের মতো ঠাণ্ডা। চোখ দুটো খোলা ও অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ। সে গরমের দেশের লোক, শেষ অবধি এই প্রচণ্ড শীত সে সহ্য করতে পারে নি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সলোমনের রাস্তা

গুহার বাইরে এসে আমরা সকলে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। স্যার হেনরী বললেন, 'আমি একবার ভেতরে যাচ্ছি। কেননা আমার মনে খটকা লাগছে, যাকে দেখলাম সে আমার ভাইও হতে পারে।'

হেনরীর কথা শুনে আমরা পরখ করে দেখবার জন্য গুহার ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। স্যার হেনরী হাঁটুর ওপরে বসে মৃত লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ, এ আমার ভাই নয়।'

আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, লোকটা আধাবয়সী, লম্বা। তার মাথায় বাদামী রঙের চুল, মুখে লম্বা কালো গোঁফ, হুকের মতো বাঁকা নাক, গায়ের চামড়া হলদে ও মোটেই কোচকানো নয়। পায়ে পশমের মোজার খানিকটা টুকরো ছাড়া লোকটির সমস্ত দেহে কোনো কাপড়-চোপড় নেই, গলায় হাতির দাঁতের হলদে রঙের ক্রুশ ঝুলে আছে। সমস্ত শরীরটা শীতে জমে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। আমি বললাম, 'কে জানে, এ লোকটি কে!'

গুড জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কাকে বলে সন্দেহ হয়?'

আমি মাথা নাড়লাম।

—'কেন, এ লোকটি নিশ্চয়ই সেই জোসি দা সিলভেস্ত্রা। সে ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।'

—'অসম্ভব', আমি বলে উঠলাম, 'সে তো প্রায় তিনশো বছর আগে মারা গিয়েছে।'

গুড বললেন, 'এ আবহাওয়াতে তিন হাজার বছরও মৃতদেহ অবিকৃত থাকতে পারে। এখানটা দারুণ ঠাণ্ডা, সূর্যালোক এখানে প্রবেশ করতে পারে না এবং কোনো জীবজন্তুও মৃতদেহ নষ্ট করতে এখানে ঢোকে নি। সিলভেস্ত্রার ক্রীতদাস তাকে এখানে ফেলে রেখে তার গায়ের কাপড়-চোপড় নিয়ে চলে গিয়েছিল। একা তাকে কবর দিতে পারে নি। এই দেখুন', বলে গুড ঝুঁকে পড়ে একমুখ সূচাল একটা অদ্ভুত আকৃতির হাড় কুড়িয়ে নিলেন। 'এই দেখুন, যে হাড় দিয়ে ম্যাপ আঁকা হয়েছিল, এই সেই হাড়।'

আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের কথা ভুলে গিয়ে মুহূর্তের জন্য আমরা বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

—'অ[illegible], এখান[illegible] রক্ত নিয়েই সেই ম্যাপ আঁকা হয়েছিল', [illegible] লোকটির বাঁ হাতে একটি ছোট ক্ষতচিহ্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

আমার সমস্ত সন্দেহ দবীভূত হয়ে গেল। আমি দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেলাম। এই সেই সিলভেস্ত্রা। এইখানে মরে বসে আছে। অন্ততঃ দশ পুরুষ আগে লেখা তার নির্দেশে আজ আমরা এখানে এসে হাজির হয়েছি। এই আমার হাতে রয়েছে সেই অদ্ভুত লেখনী যা দিয়ে কত বছর আগে তার নির্দেশ লেখা হয়েছিল, তার গলায় ঝুলছে সেই ক্রুশ যা তার মৃত্যুবিবর্ণ ঠোঁট শেষবার চুম্বন করেছে। সামনে সিলভেস্ত্রার দিকে তাকিয়ে আমাদের চোখের সামনে তিনশো বছর আগেকার পারিপার্শ্বিক জেগে উঠল। কল্পনায় দেখলাম, একজন ভবঘুরে পথচারী শীতে এবং ক্ষুধায় মুমূর্ষু হয়েও তার আবিষ্কৃত বিরাট রহস্যকে সভ্যজগৎকে দিয়ে

যাওয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে আর তার চারপাশে মৃত্যুর ভয়াবহ নীরবতা ঘন হয়ে উঠছে। সেখানে তার অস্তিত্ব মৃত্যুর হাতে নিপীড়নের এক করুণ স্মারকচিহ্নের মতো। যুগ যুগ ধরে ভাবী-কালের পথের পাশে মৃত্যুর বীভৎস রাজসিকতার মুকুট পরে সে হয়তো বসে থাকবে শুধু আমাদের মতো আগন্তুকদের চমকে দেবার জন্য। চারদিকের ভয়াবহ পারিপার্শ্বিক যেন আমাদের টুঁটি চেপে ধরলে। এমন সময় নীরবতা ভঙ্গ করে স্যার হেনরী বলে উঠলেন, 'আসুন, আজ আমরা সিলভেস্ত্রাকে একজন সঙ্গী দিয়ে যাই।' তিনি ভেণ্টভোগেলের মৃতদেহটা তুলে সিলভেস্ত্রার পাশে বসিয়ে দিলেন। তারপরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সিলভেস্ত্রার গলার মরচে পড়া ক্রুশের তারটা ছিঁড়ে ক্রুশটা পকেটে পুরলেন। আজও হেনরীর কাছে সেই ক্রুশটা আছে। সিলভেস্ত্রা ও ভেণ্টভোগেল দুজনে পাশাপাশি বসে রইল সেই চিরতুষারের রাজ্যে চিরন্তন পাহারাদারির চাহনি নিয়ে। তারপরে আমরা গুহা ছেড়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করলাম।

প্রায় আধমাইল চলার পরে আমরা মালভূমিটার কিনারায় এসে হাজির হলাম। একটু পরেই ওপারকার কুয়াশার স্তবগুলো খানিকটা পাতলা হয়ে এল। আমাদের শ পাঁচেক গজ নীচে তুষার-ঢাকা পাহাড়ের ঢালুর ওপারে চোখে পড়ল সবুজ ঘাসে ঢাকা জমির ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ছোট নদী। তার ধারে আমরা দশ পনেরটা ইনকো জাতীয় বড় বড় হরিণ দেখলাম।

গুড একটা হরিণ মারলেন। অনেক দিন পরে হরিণের মাংস বেশ তোফা খাওয়া গেল। আমরা চুপ করে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছি, এমন সময়ে হঠাৎ হেনরী বলে উঠলেন, 'ম্যাপে সলোমনের তৈরী একটা বড় রাস্তার কথা আছে না?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। তিনি বললেন, 'দেখুন, এই যে এখানে।' তিনি আমাদের ডান দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

আমি আর গুড তাকিয়ে দেখলাম একটা চওড়া আঁকাবাঁকা রাস্তা সামনের সমতলভূমির ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। গুড বললেন, 'আচ্ছা, আমরা ডান দিক দিয়ে এগোলে শীঘ্রই ওই রাস্তায় গিয়ে পড়ব। আমাদের এখন যাত্রা শুরু করা উচিত নয় কি?'

গুডের কথামতো আমরা নদীর জলে হাতমুখ ধুয়ে যাত্রা আরম্ভ করলাম। জলে ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের ওপর দিয়ে মাইল খানেকের মতো এগিয়ে একটা চড়াইয়ের ওপরে উঠতেই দেখি আমাদের পায়ের নীচে রয়েছে সলোমনের তৈরী রাস্তা। রাস্তাটা খুব বড়, পাথর কেটে তৈরী, অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট চওড়া এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাস্তাটা খামোকা এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে। কিছুটা হেঁটে নীচে নেমে রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের মাত্র একশো পা পেছনে শেবার ব্রেস্টের দিকে রাস্তাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। হেনরী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাস্তাটা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

গুড বললে, 'আমার মনে হয় রাস্তাটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে মরুভূমিতে গিয়ে পড়েছে, কিন্তু মরুভূমির বালিতে এবং সম্ভবতঃ কোনো অগ্ন্যুৎপাতের সময় তরল লাভায় পাহাড়ের ওপরকার রাস্তা চাপা পড়ে গিয়েছে।'

গুডের কথা আমাদের সত্যি বলে মনে হল। আমরা রাস্তা ধরে পাহাড়ের নীচেকার দিকে নামতে লাগলাম।

রাস্তার গঠননৈপুণ্য যে এত অসাধারণ হতে পারে এ আমার কোনোদিন ধারণা ছিল না। এক জায়গায় আমরা তিনশো ফিট

চওড়া ও অন্ততঃ একশো ফিট গভীর একটা খাদের সামনে এসে পড়লাম। রাস্তাটা এখানে একটা অর্ধবৃত্তাকার পাথরের পুলের ওপর দিয়ে গিয়েছে। আর এক জায়গায় পথটা আঁকাবাঁকা-ভাবে পাঁচশো ফিট উঁচু একটা খাড়াইয়ের ধার কেটে তৈরী। আবার এক জায়গায় পথটা ত্রিশ গজ অথবা তারও বেশি চওড়া পাথরের ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গের মতো চলে গিয়েছে। তার ভেতরে দেয়ালের গায়ে প্রাচীন কালের নানা ভাস্কর্য খচিত রয়েছে। অধিকাংশই রথচালকের মূর্তি। একটা ছবিতে রয়েছে একটা সমগ্র যুদ্ধের দৃশ্য।

স্যার হেনরী ভাস্কর্যের কাজগুলি দেখে বললেন, 'এটাকে সলোমনের রাস্তা বললেও আমার নিজের ধারণা সলোমনের লোকেরা এখানে আসবার আগে মিশরবাসীরা এখানে পদার্পণ করেছিল। এবং তা যদি নাও হয় তাহলেও স্বীকার করতে হয় মিশরবাসীদের হাতের কাজের সঙ্গে এই সব ভাস্কর্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।'

চলতে চলতে আমরা এক জায়গায় এসে দেখি রাস্তাটা বড় এক সিলভারগাছের বনের মধ্যে দিয়ে ঘুরে চলে গেছে। গাছ-গুলো কেপটাউনের টেবল মাউন্টেনের ঢালু গায়ে যে রকম গাছ দেখেছিলাম অনেকটা তাদের মতো।

গুডের কথামতো রাস্তা ছেড়ে আমরা কাছেই একটা নদীর তীরে বিশ্রাম করতে বসলাম। শুকনো কাঠকুটো পুড়িয়ে ইনকো হরিণটার মাংস সেঁকে খাওয়া গেল। খাওয়ার পরে স্যার হেনরী ও আমবোপা ভাঙা ভাঙা ইংরেজী ও জুলু ভাষায় পরস্পর কথা বলতে লাগলেন আর আমি সুগন্ধি ফার্নের বিছানায় আধবোজা চোখে শুয়ে পাইপ টানতে লাগলাম। গুড উঠে গিয়ে সামনের

নদীতে জামা-জুতো সব পরিষ্কার করে স্নান করতে নামলেন। তারপরে লক্ষ্য করলাম, তিনি পকেট-চিরুনির গায়ে বসানো আয়নায় মুখ দেখলেন। শেষে ইনকো হরিণের এক টুকরো চর্বি নদীর জলে ধুয়ে নিয়ে মুখের ওপরে আচ্ছা করে ঘষে একটা ছোট পকেট ক্ষুর বার করে তিনি দাড়ি কামাতে বসলেন। অনেক চেষ্টা করে যখন গুড মুখের মাত্র একদিকের খোঁচা খোঁচা দাড়ি শেষ করে এনেছেন তখন দেখলাম হঠাৎ এক ঝলক আলো আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। গুড একটা চিৎকার করে সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠলেন।

তাকিয়ে দেখি আমাদের থেকে প্রায় কুড়ি পা দূরে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকেরই দীর্ঘ দেহ, গায়ের রঙ তামাটে। কেউ কেউ বড় বড় কালো পালক আর চিতাবাঘের চামড়ার ছোট আলখাল্লা পরে রয়েছে। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে একটি আন্দাজ সতেরো বছরের যুবক। সে হাত নামিয়ে গ্রীসের বর্শা নিক্ষেপকারী মূর্তির মতো বর্শাটা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। বোঝা গেল, যুবকটিই গুডকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়েছে। আলোর ঝলকটা আর কিছু নয়, ধারালো বর্শার আগায় প্রতিফলিত রোদ্দুর। আমি তাকাতেই একজন বৃদ্ধলোক দল থেকে বেরিয়ে এসে যুবকটির হাত ধরে কি যেন বললে। তারপরে তারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

স্যার হেনরী, গুড ও আমবোপা রাইফেল বাগিয়ে ধরলেন। লোকগুলো তবুও থামল না। দেখে মনে হল, লোকগুলো নিশ্চয়ই বন্দুক কাকে বলে জানে না, কেননা তা না হলে ওরা এ-ভাবে আমাদের থোড়াই কেয়ার করে এগোতে পারত না। আমি ওদের বন্দুক নামাতে পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেই বৃদ্ধ

লোকটিকে জুলুভাষায় বললাম, 'নমস্কার।' আশ্চর্যের বিষয় লোকটি জুলুভাষায় উত্তর না দিলেও এমন ভাষায় কথা বললে যেটা অনেকটা জুলুভাষার মতো। আমার বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না।

—'নমস্কার', লোকটি বললে, 'তোমরা কোথা থেকে আসছ? তোমরা কে? তোমাদের তিনজনের চেহারা শাদা লোকদের মতো আর এর চেহারা আমাদের মতো কেন?' বৃদ্ধটি আমবোপার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

আমবোপার দিকে তাকিয়ে মনে হল বৃদ্ধের কথাই ঠিক। আমবোপাব চেহারা ও আমাদের সামনের লোকগুলোর চেহারা প্রায় একরকম। আমি নীচুগলায় উত্তর দিলাম, 'আমরা তিন-জনেই এখানে আগন্তুক আর এ লোকটি আমাদের চাকর।'

লোকটি বললে, 'মিথ্যে কথা! কোনো আগন্তুকই এ সব পাহাড় ডিঙিয়ে আসতে পারে না। কারণ, এ সব পাহাড়ের ওপরে কোনো লোক বাঁচতে পারে না। যদি তোমরা আগন্তুকই হও তবে তোমাদের মরতে হবে, কেননা কুকুয়ানাদেশে কোনো আগন্তুকেরই বাঁচবার অধিকার নেই। এই আমাদের রাজ্যের নিয়ম। অতএব তোমরা মরবার জন্য প্রস্তুত হও।'

আমি এবার বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম, বিশেষ করে যখন দেখলাম দলের কতকগুলো লোক তাদের কোমরে ঝোলানো বড় ভারী ছোরার দিকে হাত বাড়াচ্ছে। গুড এত সব ব্যাপারের কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকটা বলে কি?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'ও বলছে যে আমাদের এখুনি মরতে হবে।'

কাতরস্বরে গুড বলে উঠলেন, 'হা ভগবান!' হঠাৎ ঘাবড়ে

গিয়ে তিনি তার নকল দাঁতটা একবার টেনে বার করে আবার একটা শব্দ করে সেটা মাড়িতে আটকে দিলেন। ভাগ্যক্রমে এর একটা চমৎকার ফল ফলল। পরক্ষণেই কুকুয়ানাদের দল একটা আর্ত চিৎকার করে উঠে কয়েক পা পেছিয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে?'

হেনরী উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে বললেন, 'গুডের নকল দাঁত দেখে ওরা ভয় পেয়েছে।' তিনি গুডকে আবার নকল দাঁত বার করতে বললেন। গুড হেনরীর কথামতো দাঁতের পাটিটা বার করে সার্টের হাতায় গুঁজে রাখলেন। এবং পরমুহূর্তে লোকগুলোর কৌতূহল তাদের ভয়কে ছাপিয়ে গেল [illegible] ফের তারা আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

বৃদ্ধলোকটি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওহে আগন্তুকবৃন্দ, এ কে? এই মোটা লোকটির গায়ে [illegible], পায়ে কোনো আবরণ নেই, মুখের একদিকে মাত্র চুল জন্মায়, এর দুটো চোখের একটা আর একটার চেয়ে ঢের বেশী [illegible] ও ঝলমলে আর এর দাঁতের পাটি ইচ্ছামতো বার করে আবার লাগানো যায় কি করে?' সে গুডের [illegible] তুলে দেখালে।

আমি গুডকে মুখ খুলে দেখাতে বললাম। গুড বৃদ্ধলোকটির কাছে মুখ খুলে দাঁতহীন দুই সারি সরু লাল মাড়ি দেখাতেই বৃদ্ধটি ভয় পেয়ে গেল। তারা সকলে চিৎকার করে উঠল, 'ওর দাঁত কোথায়?' আস্তে ঘাড় নেড়ে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার মুখভঙ্গি করে গুড মুখের ওপর দিয়ে তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে গেলেন। তারপরে তিনি আস্তে আস্তে মুখ খুললেন। একি! ওর মুখে সুন্দর দু'পাটি দাঁত! এই না দেখে যুবকটি ছুরি ফেলে দিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে একটা টানা আর্ত চিৎকার করে উঠল।

বৃদ্ধটির পা তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। স্খলিতস্বরে সে বললে, 'তোমরা সব প্রেতাত্মার দল; তা না হলে কোনো মানুষের কখনো মুখের একপাশে চুল অথবা একটা গোল স্বচ্ছ চোখ থাকে? কিংবা তার দাঁত নড়াচড়া করে, অদৃশ্য হয়ে যায় ও আবার জন্মায়? হে আমার প্রভুরা, আমাদের ক্ষমা কর।'

আমি একটা রাজোচিত হাসি হেসে বললাম, 'তোমাদের প্রার্থনা আমরা মঞ্জুর করছি। আর শোন, আমরা তোমাদের মতো মানুষ হলেও আমরা অন্য জগৎ থেকে এখানে এসেছি। রাত্রিতে আকাশের সবচেয়ে বড় নক্ষত্রে আমরা বাস করি।'

—'এঁ্যা! সে কি!' সকলে একসঙ্গে ককিয়ে উঠল।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সত্যিই আমরা ওখানে বাস করি। আমরা তোমাদের সঙ্গে কিছুদিন থেকে তোমাদের উদ্ধার করে দেবার জন্য এসেছি। বন্ধুগণ, দেখ, আমি তোমাদের ভাষা পর্যন্ত শিখে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।'

—'তাই তো। তাই তো।' সকলে সমস্বরে চৎকার করে উঠল।

বৃদ্ধটি বললে, 'একটা কথা। হে প্রভু! আপনি আমাদের ভাষা কিন্তু মোটেই ভালো করে শিখতে পারেন নি।' আমি বৃদ্ধটির দিকে একবার ক্রূর দৃষ্টি হানার পর সে চুপ করে গেল। তারপরে বললাম, 'বন্ধুগণ, তোমরা জেনে রাখ, আমরা তোমাদের এ রকম অভ্যর্থনার প্রতিশোধ নেব আর কখনো দৃশ্য, কখনো অদৃশ্য এমন দাঁতওয়ালা এই লোকটিকে যে ছুরি মারতে গিয়েছিল তাকেও যমালয়ে যেতে হবে।'

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বৃদ্ধ বললে, 'প্রভু, একে ছেড়ে দিন। এ এখানকার রাজপুত্র আর আমি এর কাকা।'

আমি বললাম, 'আমাদের প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতায় হয়তো তোমাদের সন্দেহ থাকতে পারে। দাঁড়াও, আমাদের কতটা শক্তি তা তোমাদের দেখাচ্ছি।' আমবোপার কাছ থেকে রাইফেল চেয়ে নিয়ে প্রায় সত্তর গজ দূরে পাথরের স্তূপের ওপরে দাঁড়ানো হরিণটাকে মারব বলে ঠিক করলাম। দলের লোকগুলোকে হরিণটা দেখিয়ে বললাম, 'তোমরা ঐ হরিণটা দেখতে পাচ্ছ ? বল, এতটা দূর থেকে ওটাকে মারা সম্ভবপব কিনা ?'

বৃদ্ধটি বললে, 'না, প্রভু, তা সম্ভব নয়।'

আমি বললাম, 'সম্ভব না হলেও ওটাকে আমি মারব।'

বৃদ্ধ হেসে বললে, 'প্রভু, আপনি কখনই তা পারবেন না।'

আমি রাইফেল উঁচু করে হরিণটাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলাম। হরিণটা লাফ দিয়ে উঠেই মরে পাথরের ওপরে আছড়ে পড়ল। সামনে লোকগুলোর ভেতর থেকে একটা কাতর আর্তনাদ উঠল। আমি বললাম, 'দেখ, আমি কখনো ফাঁকা কথা বলি না। যদি তোমরা আমাদের শক্তিতে সন্দেহ কর তা হলে তোমাদের একজন কেউ ওই পাথরের ওপরে গিয়ে দাঁড়াও আর আমি তার ঐ হরিণের দশা করি।'

আমার কথা শুনে রাজার ছেলে বলে উঠল, 'ঠিক হয়েছে, আমার কাকা এবার পাথরের ওপরে গিয়ে দাঁড়াবেন। ইন্দ্রজাল দিয়ে হয়তো হরিণ মারা যায়, কিন্তু মানুষ মারা যায় না।'

বৃদ্ধটি রাজপুত্রের কথাটা ভালোভাবে নিতে পারলে না। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না। আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। এরা সব মায়াবী। এস, আমরা এদের রাজার কাছে নিয়ে যাই।' তারপরে আমাদের দিকে ফিরে বললে, 'ওহে তারার দেশের লোকেরা, শুনুন। আমার নাম ইনফাডুস। আমি

কাফার ছেলে, যে কাফা এককালে কুকুয়ানা দেশের রাজা ছিলেন। এই যুবক হচ্ছে স্ক্যাগা। এ সেই রাজা টোয়ালার পুত্র, যে টোয়ালা হচ্ছে সহস্র রানীর স্বামী, কুকুয়ানাদেশের অধিরাজ, শত্রুর যম, জাদুবিদ্যার ছাত্র, আবার শত সহস্র যোদ্ধার অধিনায়ক। এক চক্ষুহীন টোয়ালা একটা মৃত্যু, একটা বিভীষিকা।'

আমি উদ্ধতকণ্ঠে বললাম, 'তা বেশ। এখন আমাদের রাজা টোয়ালার কাছে নিয়ে চল। আমরা এসব ছোটখাটো লোকদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

বৃদ্ধ বললে, 'বেশ, চলুন। কিন্তু বলে রাখছি পথ অনেক। আমরা শিকার করতে করতে রাজপ্রাসাদ থেকে তিন দিনের পথ চলে এসেছি। আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে।'

আমি উদাসীনভাবে বললাম, 'বেশ, তাই হবে। আমাদের সামনে অনন্ত সময়, কেননা আমরা অমর। কিন্তু ইনফাডুস এবং স্ক্যাগা সাবধান। তোমরা কোনো চালাকি কর না। কোনো ফন্দি এঁটো না, কেননা তোমাদের মনের কথা জানতে পেরে আমরা তার প্রতিশোধ নিতে জানি। ঐ অর্ধেক চুল ওঠা মুখের স্বচ্ছ চোখ থেকে আলো বেরিয়ে তোমাদের ধ্বংস করবে, ঐ অদৃশ্য দাঁত তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীপুত্রদের খেয়ে ফেলবে, ঐ মায়াবী দল তোমাদের সঙ্গে জোরে কথা বলে তোমাদের ধাঁধা করে ফেলবে। সাবধান।'

আমার এই জমকালো বক্তৃতার চমৎকার ফল ফলল। বৃদ্ধটি আমাদের আস্তে আস্তে অভিবাদন করে বললে, 'কুম! কুম!'

পরে জানতে পারলাম, এই হচ্ছে তাদের রাজপ্রণামের পদ্ধতি। বৃদ্ধ তার লোকদের কি বলতেই সকলে বন্দুক বাদে

আমাদের জিনিসপত্র হাতে তুলে নিলে। এমন কি গুডের পরনের পোশাকও বাদ গেল না। এই না দেখে গুড রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। বৃদ্ধটি তখন বিনীতভাবে বললে, 'প্রভু, আপনি রাগ করবেন না। আপনার ভৃত্যেরাই সব কিছু বয়ে নিয়ে যাবে।'

গুড ইংরেজীতে গর্জে উঠলেন, 'কিন্তু আমি ওগুলো পরে থাকতে চাই।' আমবোপা তাঁর কথার তর্জমা করে দিলে।

ইনফাডুস বললে, 'প্রভু, তা কি করে হয়? আপনি আপনার ভৃত্যদের কাছে আপনার এমন সুন্দর শাদা পা ঢেকে রাখবেন? আমরা এমন কি অপরাধ করেছি যে আপনি এরকম করছেন?'

ওর কথা শুনে আমি হেসে ফেটে পড়ছিলাম আর কি! ইতোমধ্যে একজন লোক পোশাকগুলো নিয়ে চলতে আরম্ভ করলে।

গুড গর্জন করে উঠলেন, 'মর বেটা। অসভ্যটা আমার পাজামাগুলো পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে।'

হেনরী বললেন, 'দেখ গুড, এদেশের লোকের কাছে তোমার একটা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। তোমাকে সেই ভাবেই চলতে হবে। তোমার আর পাজামা পরা চলবে না। তুমি শুধু সার্ট, বুটজুতো আর চশমা পরে থাকবে।'

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছেন। ওঁর মুখের একপাশে মাত্র দাড়ি রাখতে হবে। এর কোনো একটা পরিবর্তন হলে ওরা আমাদের ধাপ্পাবাজ বলে মনে করবে। একবার আমাদের সন্দেহ করতে আরম্ভ করলে এদের কাছে আমাদের জীবনের মূল্য এক কপর্দকও থাকবে না।'

হাড়িপানা মুখে গুড বললেন, 'সত্যিই আপনারা তাই মনে করেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আপনার শাদা পা আর চশমা আমাদের দলের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়েছে। আপনাকে সেটা বাঁচিয়ে চলতে হবে।'

গুড একথা শুনে শুধু একটা লম্বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন আর কিছু বললেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমরা কুকুয়ানাদেশে প্রবেশ করলাম

সমস্ত বিকেলটা ধরে আমরা সেই প্রশস্ত রাস্তা বেয়ে চললাম। ইনফাডুস ও স্ক্র্যাগা আমাদের পথপ্রদর্শক। এক সময়ে ইনফাডুসকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ রাস্তা কে তৈরী করেছিল?'

ও বললে, 'অনেক দিন আগে আমাদের রাজা এই রাস্তা তৈরী করেছিলেন। কেউ জানে না কখন কেমন করে এই রাস্তা তৈরী হয়েছিল। এখন কেউই এ রকম রাস্তা তৈরী করতে পারে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, সুড়ঙ্গের গায়ে ওই সব ভাস্কর্য কার?'

সে বললে, 'যে রাস্তা গড়েছিল তারই। আমরা সেই শিল্পীকে জানি না।'

—'কখন কুকুয়ানারা এ দেশে বসবাস করতে আসে?'

—'হুজুর, হাজার হাজার বছর আগে ঐ দূর দেশ থেকে ঝড়ের মতো একদিন কুকুয়ানারা এখানে এসে হাজির হয়।' ইনফাডুস আঙুল তুলে উত্তরদিকে একটা জায়গা দেখালে। তারপর আবার বললে 'এ জায়গাটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা বলে তারা আর কোনোদিকে যেতে পারে নি। জায়গাটা ভালো বলে তারা এখানেই বসবাস করতে আরম্ভ করে। ক্রমে তারা শক্তিমান হয়ে ওঠে।'

—'বেশ। কিন্তু এ জায়গাটা যখন পাহাড়ে ঘেরা তখন তোমাদের সঙ্গে কাদের যুদ্ধ বাধে?

—'না, হুজুর। এই জায়গাটার একদিক ফাঁকা। মাঝে মাঝে ঐ ফাঁকা জায়গা দিয়ে ওদিককার অজানা দেশ থেকে বড় বড় সৈন্যদল নীচে নেমে আসে। তাব আমাদের ওদের পরাজিত করে মেরে ফেলতে হয়। একবার ওদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার পব আমাদের গৃহযুদ্ধ বাধে। তখনকার রাজাও ছিল আমার বৈমাত্রেয় ভাই। রাজাব এক সহোদর যমজ ভাই ছিল। আমাদের দেশের প্রথা হচ্ছে যমজ ভাইদেব মধ্যে যে দুর্বল তাকে মেরে ফেলা। কিন্তু বাজাব মা তাকে লুকিয়ে রেখে মারতে দেন নি। সেই ছেলেই বর্তমানে রাজা টোয়ালা।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ, হুজুর। আমরা সাবালক হলে আমাদের বাবা কাকা মারা যান আর তার জায়গায় রাজা হন আমার ভাই ইমোটু। তাব একটি ছেলে হয়। ছেলে যখন মাত্র তিন বছরেব সেই সময়ে যুদ্ধের পর দেশে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে। ক্ষুধার্ত সিংহেব মতো মানুষ চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই সময়ে এই দেশের বিজ্ঞ, মায়াবিনী ও চিরজীবিনী রমণী গাগুল সব লোকেব কাছে প্রচাব করে বেড়াতে লাগল যে ইমোটু আর আমাদের রাজা নয়। তখন ইমোটু আহত হয়ে নিজের কুটিরে শয্যাশায়ী ছিল। গাগুল জন্মাবধি টোয়ালাকে গুহাপর্বতের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। এখন সুযোগ বুঝে সে টোয়ালাকে বার করে এনে তার কোমরে আঁকা পবিত্র সাপের রাজচিহ্ন কুকুয়ানাদের দেখালে। জন্মের সময়ে রাজ্যের রীতি অনুসারে রাজার বড় ছেলেকে এই দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হত।

গাগুল বললে, ‘এই দেখ, তোমাদের রাজা। তোমাদের জন্য আজ পর্যন্ত আমি এই রাজাকে রক্ষা করে এসেছি।’ দেশের লোকেরা ক্ষিধের জ্বালায় কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘এই আমাদের রাজা। আমাদের রাজা!’ আমি জানতাম ইমোটু দুই ভাইয়ের মধ্যে বড় এবং ন্যায়তঃ সেই-ই রাজা। গণ্ডগোল যখন চরমে উঠল তখন রাজা অসুস্থ শরীরে এক হাতে স্ত্রীকে ধরে ঘর থেকে অতিকষ্টে বেরিয়ে এল। রাজার ছোট ছেলে ইগনোসি আসছিল তার পেছনে। হঠাৎ টোয়ালা সেই সময়ে দৌড়ে রাজার কাছে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে তার বুকে ছুরি মারলে। অধীর জনতা চিৎকার করে উঠল, ‘টোয়ালাই আমাদের রাজা।’ তারপর থেকে টোয়ালাই রাজ্যশাসন করছে।’

—‘আর ইমোটুর স্ত্রী-পুত্রের কী হল? টোয়ালা তাদেরও মেরে ফেললে নাকি?’

—‘না হুজুর। রানী যখন দেখলে রাজা মারা গিয়েছে, তখন সে তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেল। দু’দিন পরে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে সে একটা কুটিরে গিয়ে হাজির হল। কেউ তাকে কিছু খেতে দিলে না। সন্ধ্যা হতেই একটি ছোট ছেলে এবং একটি ছোট মেয়ে বেরিয়ে এসে তাকে কিছু খেতে দিলে। রানী সহোদরের সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ের দিকে চলে গেল। তার পর থেকে তাকে কিংবা তার ছেলে ইগনোসিকে আর কেউ দেখতে পায় নি। এই ছেলে যদি বেঁচে থাকে তবে সেই হবে কুকুয়ানাদের রাজা।’ বেড়া ও পরিখা ঘেরা কতকগুলো কুটিরের দিকে আঙুল তুলে ইনফাডুস বললে, ‘ঐ কুটিরে শেষবারের মতো রানীকে তার ছেলের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। আজকের রাত্রিটা আমাদের ওখানেই কাটাতে হবে।’

এতক্ষণ ধরে আমরা বেশ তাড়াতাড়ি নীচেকার ঢেউ-খেলানো সমতল ভূমির দিকে নামছিলাম। যতই দেশটার অভ্যন্তরে যাচ্ছি ততই তাকে আরো সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। চারিদিকে প্রচুর অচেনা গাছপালা। ঝলমলে উষ্ণ সূর্যালোকে কোনো ঝাঁঝ নেই। পাহাড়ের ঢালুর ওপর দিয়ে ঝিরঝির করে মনোরম বাতাস খেলে যাচ্ছে। মনে হল, ভূস্বর্গের সঙ্গে এদেশের অতি অল্পই তফাত। সৌন্দর্যে, প্রাকৃতিক ধনসম্পদে ও আবহাওয়ায় এর মতো দেশ আর আমি দেখি নি। ট্রান্সভাল রাজ্যও অতি সুন্দর। কিন্তু কুকুয়ানাদেশের সঙ্গে ট্রান্সভালের তুলনাই হয় না।

আমাদের যাত্রা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইনফাড়ুস ঐ সব কুটিরে অবস্থিত তার অধীন সৈন্যদের আমাদের আসার খবর জানাবার জন্য দ্রুত দৌড়তে সক্ষম এমন একজন লোক পাঠিয়েছিল। আমরা সামনের কুটিরগুলোর দু'মাইলের মধ্যে আসতেই দেখতে পেলাম যে দলে দলে লোক ফটক পার হয়ে মার্চ করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ফটক পার হয়ে প্রায় আধমাইলটাক পথের পর থেকে আমরা একটা চওড়া ক্রমোচ্চ রাস্তা পেলাম। ঢালুর গায়ে অনেকগুলি দল বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক দলের লোকসংখ্যা প্রায় তিনশো হবে। প্রথম দলের কাছে আসতে মনে হল এদের মতো জমকালো ধরনের লোক আমি আর দেখি নি। প্রত্যেকেরই বয়স প্রায় চল্লিশ এবং কেউই ছয় ফিটের কম লম্বা নয়। আমাদের পথপ্রদর্শকের মতোই তাদেরও মাথায় ভারী কালো রংয়ের পালক। তাদের কোমরে আর ডান হাঁটুর নীচে শাদা ষাঁড়ের ল্যাজ বৃত্তাকারে জড়ানো। বাঁ হাতে বিশ ইঞ্চি চওড়া

গোলাকার ঢাল। ঢালগুলো ভারি অদ্ভুত ধরনের। এগুলোর কাঠামোটা পেটা পাতলা লোহা দিয়ে তৈরী, তার ওপরে দুধের মতো শাদা ষাঁড়ের চামড়া টান করে আটকানো। প্রত্যেকের কাছে ছোট দু'মুখো কাঠের বাঁটওয়ালা বর্শা। তার ফলকের মধ্যে সবচেয়ে চওড়া জায়গাটা আন্দাজ দু'ইঞ্চি। এ বর্শাগুলো দূর থেকে ছোড়বার জন্য নয়, মুখোমুখি যুদ্ধেই এদের ব্যবহার। এ ছাড়া প্রত্যেকের কাছে তিনটে করে বড় ছুরি। একটা কোমরবন্ধ থেকে দোলানো আর দুটো ঢালের উলটো দিকে আটকানো।

প্রত্যেক দল ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো দাড়িয়ে ছিল। আমরা প্রতিদলের মুখোমুখি হতেই নেকড়ে বাঘের চামড়ার আলখাল্লা-পরা সবার পুরোভাগে দাঁড়ানো তার দলপতি দলের সকলের সঙ্গে নমস্কারের ধ্বনি তুলছিল। আমরা একটি দল পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই দলটি সবে গিয়ে আমাদের পেছনে পেছনে কুটিরের দিকে আসছিল।

খানিকক্ষণ চলার পরে আমরা চওড়া পরিখার কাছে এসে পড়লাম। পরিখাটা লম্বায় অন্ততঃ এক মাইল হবে এবং তার চারিদিকে ছুঁচলো গাছের শক্ত গুঁড়ি দিয়ে বেড়া দেওয়া। ফটকের কাছে এলে পথ প্রদর্শকেরা তোলা সাঁকো পরিখার ওপরে ফেলে দেবার পর আমরা তার ওপর দিয়ে পরিখা পার হলাম। কুটিরগুলো সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো। জায়গাটার মাঝখানে দুটো চওড়া রাস্তা সমকোণ করে ছেদ করে কুটিরগুলোকে চারভাগে ভাগ করেছে। কুটিরগুলো গম্বুজাকৃতি এবং জুলুদেশের মতো ডালপাতার ওপরে ভালো করে ঘাস দিয়ে ছাওয়া। কিন্তু জুলুদের কুটিরগুলোর দরজার চেয়ে এদের দরজাগুলো অনেক ছোট, মাত্র একজন লোক ঢুকতে বা বেরুতে

পারে। তা ছাড়া ঘরগুলো বেশ বড় আর ছ' ফুট চওড়া বারান্দা দিয়ে ঘেরা। সেগুলো গুঁড়ো চুন দিয়ে বাঁধানো। রাস্তার দু'ধারে আমাদের দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে মেয়েরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। এদেশের অধিবাসীদের তুলনায় এরা সত্যিই সুন্দরী। এরা বেশ লম্বা এবং সুদর্শনা, এদের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনও চমৎকার। মাথার চুল ছোট হলেও কোঁকড়া, ঠোঁটগুলি আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির মতো অসম্ভব পুরু নয়। সবচেয়ে ভালো লাগল এদের চেহারার শান্ত গাম্ভীর্যকে। সুসজ্জিত ড্রইংরুমের অধিবাসিনীদের মতোই এরা নিজেদের কাজকর্মে রীতিমতো পটু। এই জায়গায় জুলুরমণীদের সঙ্গে এদের তফাত।

আমরা যখন ছোট গ্রামটার মধ্যভাগে এসে পড়লাম তখন ইনফাডুস একটা বড় কুটিরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বড় কুটিরটা আবার অনেকগুলো ছোট কুটির দিয়ে বৃত্তাকারে ঘেরা। ইনফাডুসের কথায় আমরা বড় কুটিরের ভেতরে প্রবেশ করলাম। ঘরের মধ্যে রয়েছে আমাদের বসবার জন্য পেতা চারপাই। মুখ-হাত ধোওয়ার জন্য জলও রাখা রয়েছে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে বাইরে একটা কোলাহল শুনে আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম এক সারি মেয়ে এক একটা পাত্রে দুধ, পোড়া ভুট্টা আর মধু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এদের পেছনে কয়েকটি যুবক একটা বাচ্চা ষাঁড় তাড়িয়ে আনছে। আমরা মেয়েদের হাত থেকে খাদ্যদ্রব্যগুলি গ্রহণ করলাম। একজন যুবক কোমর থেকে ছুরি নিয়ে অতি কৌশলে ষাঁড়ের গলা কেটে ফেললে। দশ মিনিটের মধ্যে ষাঁড়টা মরে যেতেই সে তার ছাল ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কাটলে। মাংসের ভালো অংশটা কেটে আমাদের দেবার পর বাকিটা উপহার-স্বরূপ আমাদের আশপাশের যোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করলে।

আমবোপা একজন তরুণীর সাহায্যে আমাদের দেওয়া মাংসের অংশ কুটিরের বাইরে তৈরী আগুনের ওপরে মাটির পাত্রে চাপিয়ে দিলে। যখন রান্না শেষ হয়ে এলো তখন সে ইনফাডুস ও স্ক্র্যাগাকে ডাকতে পাঠালে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ওরা এসে গেলে ওদের সাহায্যে আমাদের খাওয়ার পর্ব শেষ হল। ইনফাডুস বেশ নম্র এবং ভদ্র। কিন্তু মনে হল, স্ক্র্যাগা আমাদের সন্দেহের চোখে দেখছে। প্রথমে সে আর তার দলের লোকেরা আমাদের চেহারা ও আমাদের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু যখন সে দেখলে আমরা মানুষের মতো খাইদাই ঘুমোই, তখন তার ভয় একটা গভীর সন্দেহে রূপান্তরিত হল।

খাওয়া শেষ করে আমরা পাইপ ধরালাম। ইনফাডুস আর স্ক্র্যাগা আমাদের পাইপ ধরাতে দেখে অতিমাত্রায় বিস্মিত হল, কেননা কুকুয়ানারা তামাকের ধূমপান করতে জানে না। এরা জুলুদের মতো শুধু নস্যির জন্য তামাক ব্যবহার করে।

ইনফাডুসের কাছে জানতে পারলাম যে, সে আমাদের আসার খবর রাজা টোয়ালাকে জানাবার জন্য লোক পাঠিয়েছে। আমাদের কাল সকালে যাত্রা আরম্ভ করবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। আরও শুনলাম, রাজা টোয়ালা লু শহরের রাজকুটিরে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বাৎসরিক ভোজের আয়োজন করছে। দেশ-রক্ষার জন্য কিছু সংখ্যক সৈন্য বাদে আর সকল সৈন্যদলকেই এই সভায় সমবেত হতে হবে।

সকলে চলে যাওয়ার পর আমরা তিনজনে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম, আর চতুর্থজন আমাদের পাহারায় জেগে রইল।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজা টোয়ালা

রাজা সলোমনের তৈরী রাস্তা বরাবর কুকুয়ানা দেশের মধ্যে চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে লু শহরের রাজকুটিরে পৌঁছতে আমাদের পুরো দু'দিন লাগল। ডুগা আর মাসাইদের মতো এদেশের প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান লোকই সৈন্য। দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের সময় একটা উঁচু চূড়ার ওপরে উঠে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলাম। সলোমনের রাস্তা এই চূড়ার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। সামনে চমৎকার সমভূমির ওপরে লু শহর অবস্থিত। অন্যান্য শহরের তুলনায় এই শহরটা বেশ বড়। শহরের বাইরে এখানে ওখানে অনেক কুটির। সেগুলো উৎসবের সময় সৈন্যদলের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রায় দু'মাইল উত্তরে একটা ঘোড়ার খুরের চেহারার মতো পাহাড়। জায়গাটাকে দু'ভাগে ভাগ করে একটা নদী বয়ে গেছে। নদীর ওপরে অনেকগুলো সেতু। প্রায় ষাট সত্তর মাইল দূরে ত্রিভুজের তিনটে শীর্ষবিন্দুর মতো তিনটে তুষারমণ্ডিত পাহাড়। পাহাড়গুলোর গা খাড়া ও এবড়ো-খেবড়ো। ঐ পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ইনফাডুস বলে উঠল, 'হুজুর, সলোমনের রাস্তা ওখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। কুকুয়ানায় ঐ পাহাড় তিনটেকে 'তিন ডাইনী' বলে।'

—'ওখানে শেষ হয়েছে কেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—'শুনেছি, হুজুর', ইনফাডুস বলতে লাগল, 'ঐ পাহাড়গুলোর

মধ্যে নাকি এক মস্ত বড় গর্ত আছে। আগে যারা এদেশে আসত তারা কি যেন সব পাবার জন্য ওই গর্তের ভেতরে নামত। এখন আমাদের রাজাদের ওখানে কবর দেওয়া হয়।'

—'তারা কি খুঁজতে আসত, ইনফাডুস ?' আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

—'না, হুজুর, তা তো জানি না। আপনারা তারার দেশ থেকে এসেছেন, এসব তো আপনাদেরই জানা উচিত।'

—'হ্যা হে, হ্যা, আমরা তা জানি। তারার দেশে কাজ করি বলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। আমরা শুনেছি তারা জঙ্গলে পাথর, হলদে লোহা ও নানারকম নেহাত ছেলে-খেলার জিনিসের জন্য ওখানে যেত।'

ইনফাডুস বললে, 'ঠিক বলেছেন, হুজুর, আমরা নেহাতই নাবালক, আপনাদের মতো জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে কি এসব ব্যাপারে আমরা কথা বলার যোগ্য ? আপনারা রাজকুটিরে ঐ বিষয়ে জ্ঞানবতী গাগুলের সঙ্গে কথা বলবেন।' আর কোন কথা না বলে ইনফাডুস এগিয়ে গেল।

আমি গুড আর হেনরীকে ওই পর্বতগুলো দেখিয়ে বললাম, 'ওই জায়গায় রাজা সলোমনের হীরার খনি রয়েছে।'

সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জমাট অন্ধকার সমস্ত দেশটাকে ঢেকে ফেললে। এ সব অঞ্চলে মোটেই গোধূলি থাকে না। দিন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রি নেমে আসে। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখছিলাম। এমন সময় ইনফাডুস এসে বললে, 'হুজুর, আপনারা যদি রাজী থাকেন তবে আমরা যাত্রা আরম্ভ করতে পারি। লু শহরে আপনাদের জন্য একটা কুটির ঠিক করা আছে। আজকের মতো সেখানে থাকতে

পারবেন। আকাশে চাঁদ উঠছে, হাঁটতে কোন কষ্ট হবে না।'

আমরা রাজী হলাম। যাত্রা আরম্ভ করা হল। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা শহরের উপকণ্ঠে এসে হাজির হলাম। কিছুক্ষণ পরে পরিখার ওপরে ফেলা একটা তোলা সাঁকে আমাদের সামনে পড়ল। এখানে একজন শান্ত্রী আমাদের পথরোধ করলে। ইনফাডুস কি একটা বলতেই সে অভিবাদন করে আমাদের পথ ছেড়ে দিলে। অসংখ্য কুটির পেরিয়ে অবশেষে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। গুঁড়ো চুন মাখিয়ে বাঁধানো একটা প্রাঙ্গণের চারিধারে অনেকগুলো কুটির সাজানো। ভেতরে ঢুকে দেখলাম প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রত্যেক ঘরে সুগন্ধি ঘাসের তৈরী মাদুরের ওপরে পেটা চামড়া বিছিয়ে বেশ আরামদায়ক বিছানার ব্যবস্থা হয়েছে। মাটির ভাঁড়ে যে জল ছিল তাতে আমরা হাত-মুখ ধুয়ে ফেললাম। কয়েকটি সুন্দরী তরুণী আমাদের জন্য ঝলসানো মাংস আর ভুট্টার শিষ নিয়ে এসে কাঠের পাত্রে আমাদের বেশ শ্রদ্ধাসহকারে খেতে দিলে। আমরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমাদের বিছানাগুলো ঘরের ভিতরে নিয়ে আসতে বললাম। বিছানা আনা হলে আমরা শুয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভেঙে উঠলাম তখন সূর্য আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। আমাদের তরুণী পরিচারিকারা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা তাদের বাইরে যেতে বলে সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব প্রসাধন করলাম। গুড ডান গাল কামিয়ে বাঁ গালে দাড়ি রাখলেন। প্রসাধন পর্বের পর যখন প্রাতরাশ শেষ করে পাইপ ধরিয়েছি, তখন ইনফাডুস এসে খবর দিলে যে

রাজা টোয়ালা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হয়েছে। আমরা রাজী থাকলে দেখা করতে পারি।

আমরা জানালাম যে আর একটু বেলা বাড়লেই আমরা যাত্রা শুরু করব। আমরা ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে কিছু উপহারের সামগ্রী গুছিয়ে নিলাম। ভেণ্টভোগেল যে রাইফেলটা ব্যবহার করত সেটাকে কিছু গুলিবারুদ সমেত রাজাকে উপহার দেওয়া হবে ঠিক হল। আর রাজার স্ত্রী ও পারিষদবর্গের জন্য কিছু মালা সঙ্গে নেওয়া হল। খানিকবাদে আমবোপার হাতে রাইফেল ও মালাগুলো দিয়ে আমরা ইনফাডুসের সঙ্গে রাজ-কুটিরে যাবার জন্য রওনা হলাম।

কয়েক শ' গজ হাঁটবার পর আমরা এক প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলাম। প্রাঙ্গণটা প্রায় সাত একর জমি নিয়ে তৈরী; চতুর্দিকে বেড়ার বাইরে রাজার পত্নীদের থাকবার কুটির। ঠিক বহির্দ্বারের উল্টো দিকে খোলা জায়গাটার মুখোমুখি একটা বিরাট কুটিরে রাজা টোয়ালা নিজে থাকেন। খোলা জায়গাটায় দেখলাম প্রায় সাত আট হাজার লোক নানাভাবে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এদের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তারা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বড় কুটিরটার সামনে কয়েকটা বসবার টুল পাতা ছিল। ইনফাডুসের ইঙ্গিতে আমরা তিনজনে তিনটা টুল অধিকার করে বসলাম ও আমবোপা আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রইল। ইনফাডুস কুটিরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আমরা দশ মিনিট বা তারও বেশিক্ষণ নিদারুণ গুরুতার মধ্যে চুপ করে বসে রইলাম। খানিকক্ষণ পরে কুটিরের দরজা খুলে গেলে একটা অতিকায় মূর্তি কাঁধের ওপরে একটা চং কাব

বাঘের ছাল ফেলে স্ক্যাগার আগে আগে বেরিয়ে এল। লোকটা একটা টুলের ওপর বসলে স্ক্যাগা ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ যখন সে তার মুখের আবরণ ও আলখাল্লা খুলে আমাদের সামনে দাঁড়াল তখন আমরা দস্তুরমতো ঘাবড়ে গেলাম। এমন কদর্য মুখের চেহারা আমরা জন্মে দেখি নি। নিগ্রোদের মতো মুখের ঠোঁটগুলো পুরু, নাকটা থ্যাবড়া। একটা কালো চোখ জ্বলজ্বল করছে। আর একটা চোখ নেই। তার জায়গায় একটা বীভৎস কোটর। সমস্ত মুখের ভাব পৈশাচিক। প্রকাণ্ড মাথায় শাদা উটপাখির জমকালো পালক আঁটা। কোমরে আর ডান হাটুতে শাদা ষাঁড়ের ল্যাজ জড়ানো। ডান হাতে একটা মস্ত বড় বর্শা। গলায় মোটা সোনার আংটির মালা। কপালের ওপরে একটা মস্ত পালিশহীন হীরকখণ্ড জ্বলছে। প্রথম দর্শনেই তাকে আমাদের রাজা টোয়ালা বলে মনে হল। পরে দেখলাম, আমাদের ধারণাই ঠিক। আট হাজার লোক বর্শা উচু করে রাজপ্রণামের 'কুম' ধ্বনি পর পর তিনবার উচ্চারণ করলে।

চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা। এমন সময় হঠাৎ আমাদের বাঁ দিকের একজন সৈন্যের হাত থেকে একটা ঢাল চুনা পাথরের মেঝের ওপরে ঝনাৎ করে পড়ে গেল। টোয়ালা তার একমাত্র চোখ সেদিকে নিবদ্ধ করে বজ্রকণ্ঠে বলে উঠল, 'কে তুই? আমার সামনে এগিয়ে আয়।'

একটি সুদর্শন যুবক দল ছেড়ে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—'এই খেঁকি কুকুর, ঢালটা কি তুই ফেলেছিস? তারার দেশের এই সব আগন্তুকদের সামনে তুই আমাকে অপদস্থ করলি? কি, তোর কিছু বলবার আছে?'

লোকটার মুখ ভয়ে কাগজের মতো শাদা দেখাল। চোখ দুটো টেনে টেনে সে বললে, 'দৈবাৎ পড়ে গেছে, হুজুর।'

—'তা হলেও তোকে এর জন্য শাস্তি পেতে হবে। তুই লোকচক্ষে আমাকে বোকা বানিয়েছিস। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ।' তাবপবে রাজা স্ক্র্যাগাকে ডেকে বললে, 'স্ক্র্যাগা, একে বর্শা দিয়ে হত্যা কব।'

স্ক্র্যাগা বর্শা উচিয়ে এগিয়ে আসতেই লোকটা দুই হাতে মুখ ঢেকে স্থিব হয়ে দাড়িয়ে বইল। তাবপরে স্ক্র্যাগা বর্শা দিয়ে লোকটার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেললে। লোকটা দু'হাত শূন্যে তুলে চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ে গেল। জনতাব ভিতর থেকে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। টোয়ালা বললে, 'একে নিয়ে যাও এখান থেকে।'

তারপবে দলেব ভেতব থেকে চারজন লোক বেরিয়ে এসে মৃতদেহটাকে তুলে নিয়ে গেল।

টোয়ালা খানিকক্ষণ চুপ কবে বসে থেকে আমাদের সম্বোধন কবে বললে, 'আমি জানি না আপনাবা কি জন্য এখানে এসেছেন এবং কি চান। যাই হোক আমাব শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।'

আমি বললাম, 'হে কুকুয়ানাধিপতি টোয়ালা! আমাদেবও শুভেচ্ছা আপনাকে জানাচ্ছি।'

—'হে আগন্তুকবৃন্দ। আপনাবা কি চান এবং কি জন্য এখানে এসেছেন জানতে পারি কি?'

—'শুনে রাখুন, আমবা নক্ষত্রের দেশ থেকে এখানে এসেছি। কিন্তু কেমন কবে এসেছি সেটা জানতে চাইবেন না।'

—'আচ্ছা, আপনারা না হয় তাবার দেশ থেকে এখানে

এসেছেন। কিন্তু এও কি সেখান থেকে এসেছে?' টোয়ালা আমবোপাকে দেখালে।

—'হ্যাঁ। আপনাদের এখানকার মতো লোকেরাও স্বর্গে বাস করে। এসব আপনার ধারণার বাইরে। মিথ্যে জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করবেন না।'

টোয়ালা একটা বিকট চিৎকার করে বলে উঠল, 'হে নক্ষত্রবাসিগণ, আপনারা তো বড্ড জোর গলায় কথা বলছেন। মনে রাখবেন, ওসব নক্ষত্র-টক্ষত্র এখন অনেক দূরের জিনিস। যদি আপনাদের ওই মৃত সৈন্যের দশা করি তবে কেমন হয়?'

আমি উত্তরে অবজ্ঞামিশ্রিত একটা হাসি হাসলাম। বললাম, 'ওহে রাজা, সাবধান! আমাদের যে কোন একজনেরও চুলের ডগা স্পর্শ করবার চেষ্টা করলেও আপনার সর্বনাশ হবে।' ইনফাডুস আর স্ক্যাগাকে দেখিয়ে বললাম, 'কি, এরা কি আপনাকে আমাদের কথা কিছুই বলে নি? আপনি কি এর মতো লোক আর কোথাও দেখেছেন?' আমি গুডকে হাত তুলে দেখালাম।

রাজা টোয়ালা বললে, 'হ্যাঁ, সত্যিই আমি এর মতো লোক আর কখনো দেখি নি।'

—'কেমন করে আমরা দূর থেকে মৃত্যু ঘটাতে পারি সে বিষয়ে এরা আপনাকে কিছু বলে নি?'

—'ওরা আমাকে সে কথা বলেছে বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে কাউকে মেরে দেখিয়ে দিতে পারেন তো বুঝি। তাহলে আমি বিশ্বাস করতে পারি।'

আমি বললাম, 'না, তা হয় না। ন্যায়সঙ্গত শাস্তি ছাড়া আমরা

কখনও অযথা মানুষের রক্তপাত করি না। যদি আপনি আমাদের ক্ষমতা দেখতে চান তবে আপনার চাকরকে বলুন তারা একটা ষাঁড়কে তাড়া দিয়ে এই গেট দিয়ে নিয়ে যাক। চাকরটা কুড়ি পা এগোবার আগেই আমি ষাঁড়টাকে মেরে ফেলব।'

রাজা হেসে বললে, 'না। আমাকে দেখিয়ে একটা মানুষ মারতে পারলে তবেই আমি বিশ্বাস করব।'

আমি শান্তস্বরে বললাম, 'বেশ, তাই হোক। আপনিই এই খোলা জায়গায় হাঁটুন। গেটের কাছে হাজির হওয়ার আগেই আপনি মারা যাবেন। আর যদি তাতে রাজী না থাকেন তবে স্ক্যাগাকে বলুন।'

একথা শুনেই একটা আর্ত চিৎকার করে বিদ্যুদ্বেগে স্ক্যাগা কুটিরের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। তখন রাজা টোয়ালা বললে, 'বেশ, তাহলে একটা ষাঁড় তাড়িয়েই আনা হোক।' দুজন লোক রাজার কথামতো ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

আমি হেনরীকে গুলি করবার জন্য প্রস্তুত হতে বললাম, কেননা এই দুর্বৃত্তটাকে দেখানো দরকার যে আমিই দলের মধ্যে একমাত্র ঐন্দ্রজালিক নই। হেনরী আমার কথায় রাইফেল হাতে প্রস্তুত হলেন। একটু পরেই দেখা গেল একটা ষাঁড় দৌড়ে গেটের দিকে যাচ্ছে। হেনরী লক্ষ্য স্থির করে গুলি করলেন। গুলি ষাঁড়টার পাঁজরে গিয়ে লাগল। ষাঁড়টা পড়ে গিয়ে ধড়ফড় করতে করতে মরে গেল। আমি তখন ঘাড় ঘুরিয়ে রাজাকে ডেকে বললাম, 'কি, রাজা, আমরা কি মিথ্যে কথা বলি? দেখুন, আমরা এখানে শান্তিতে এসেছি, আমাদের যুদ্ধ করতে হয় নি।' আমি উইনচেস্টার রিপিটারটা তুলে ধরে বললাম, 'এই দেখুন, এই ফাঁপা নল দিয়ে আপনিও আমাদের

মতোই মৃত্যু ঘটাতে পারবেন, শুধু যদি আমি এর ওপরে একটা মন্ত্র পড়ে দিই। কিন্তু যদি আপনি কোন মানুষ অকারণে মারতে যান তবে এ উলটে আপনাকেই মেরে ফেলবে। দাঁড়ান, আমি দেখাচ্ছি। আপনি আদেশ করুন কেউ চল্লিশ পা দূরে বর্শার ফলাটার চওড়া দিকটা আমাদের দিকে রেখে বাঁটটা মাটিতে পুঁতে রেখে যাক।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তা করা হলে আমি সেটাকে তাক করে গুলি করলাম। ফলাটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ময়ের চাপাগুঞ্জন উঠল।

আমি রাইফেলটা টোয়ালার হাতে দিয়ে বললাম 'দেখুন, আপনাকে এই ঐন্দ্রজালিক নল দিচ্ছি। আস্তে আস্তে আপনাকে শিখিয়ে দেব কেমন করে এটা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু পৃথিবীর কোন মানুষের বিরুদ্ধে এটা ব্যবহার করার বিষয়ে সাবধান।' সন্তর্পণে রাইফেলটা দেখে শুনে রাজা এটাকে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলে। এমন সময় দেখি জন্তুর বাঁদরের মতো একটা মূর্তি কুটিরের ছায়ার দিকে এগিয়ে আসছে হামাগুড়ি দিয়ে। রাজার কাছে এসে সেটা দু'পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে মুখের লোমশ আবরণটা খুলে ফেললে। মনে হল, সেটা একটা থুরথুরে বুড়ীর চেহারা। চেহারাটা দুমড়ে মুচড়ে এক বছরের খোকাটির আকৃতি পেয়েছে। সমস্ত দেহটা কতকগুলো গভীর হলদে খাঁজের সমষ্টি বলে মনে হয়। এ সব খাঁজের মধ্যেকার একটা সুগভীর গর্তকে মুখ বলে মনে হল। মুখের নীচেকার চিবুকটা সামনের দিকে ভোজালির ফলার মতো ছুঁচলো হয়ে গেছে। মুখে নাক বলতে কিছু নেই, দুটো গভীর জ্বলজ্বলে কালো চোখ বাদে সমস্ত মুখখানা রোদে পুড়ে কাঠ হওয়া

একটা মড়ার মুখের মতো মনে হওয়া স্বাভাবিক। সামনে ঠেলে বেরিয়ে আসা ধূসর রঙের মাথার খুলির নীচে বরফের মতো শাদা ভ্রূর তলায় হীরের দানার মতো কালো চোখ জোড়া বুদ্ধির দীপ্তিতে চকচক করছে। মাথাটা নেড়া, হলদে রঙের। খুলিটা দুমড়ে ও কুঁকড়ে সাপের ফণার মতো আকার ধারণ করেছে।

এই অদ্ভুত মূর্তি দেখে আমাদের শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল। মূর্তিটা একটু থমকে দাঁড়িয়ে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা নখওয়ালা হাতের থাবাটা টোয়ালার কাঁধে রেখে তীক্ষ্নস্বরে বলতে লাগল, 'হে রাজা, শুনুন। আমার মধ্যে বিশেষ শক্তি রয়েছে, তাই আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি! আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি! আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি!' কথাগুলো একটা ভয়ার্ত করুণ গোঙানির মতো আমাদের হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ি মারতে লাগল। সেই বিভীষিকাময়ী রমণী আবার বলতে লাগল, 'রক্ত। রক্ত! রক্ত! চারিদিকে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। আমি রক্ত দেখতে পাচ্ছি, তার গন্ধ শুঁকছি, তার আস্বাদ পাচ্ছি, তার লবণাক্ত আস্বাদ পাচ্ছি। রক্তে মাটি রাঙা হয়ে উঠেছে, আকাশ থেকে রক্তবৃষ্টি হচ্ছে। সমস্ত তাজা রক্ত! টাটকা রক্তের কি জলুস,. তাজা রক্তের কি অপূর্ব আস্বাদ! সিংহ তাজা রক্ত চাটতে চাটতে হুঙ্কার করে, শকুন তাজা রক্তে ডানা ধুয়ে আনন্দে তীক্ষ্নস্বরে ডেকে ওঠে। পদধ্বনি। পদধ্বনি! পদধ্বনি! দূর থেকে শাদামানুষের পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। পৃথিবী তার শব্দে কাঁপছে! জগৎ তার মনিবের সামনে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে! আমি বৃদ্ধা! আমি একেবারে বৃদ্ধা! ভাবুন, আমি কত বৃদ্ধা! আপনার বাবা আমাকে জানতেন, আপনার বাবার বাবা আমাকে জানতেন, আবার তাদেরও বাবা আমাকে চিনতেন!

আমি শাদামানুষ দেখেছি। আমি তাদের কামনা-বাসনার কথাও জানি।'

কালকে দেখা তিনটে পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে গাগুল বলতে লাগল, 'আপনি কি জানেন, কারা এই রাস্তা তৈরি করেছিল, কারা পাথরের গায়ে ছবি এঁকেছিল? কারা তৈরি করেছিল ঐ তিনটে পাহাড়? আমি জানি তাদের, কিন্তু আপনি জানেন না। তারা হচ্ছে এক দল শাদা লোক। আপনারা যখন এখানে ছিলেন না তখন তারা এখানে ছিল। তারা আপনাদের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। তারা অনায়াসে আপনাদের ধ্বংস করতে পারত। হ্যা, হ্যা, হ্যা! রাজা কি জানেন এই সব ঐন্দ্রজালিক, [illegible], শক্তিশালী, সবজান্তা শাদামানুষেরা এখানে কি জন্য এসেছিল [illegible] এই রাস্তা, আপনার কপালের উপর চকচকে শাদা পাথরটা কি, তা জানেন? জানেন, তারা আপনার এই [illegible] তৈরি করেছিল? আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। আমি বৃদ্ধা! আমি জ্ঞানবতী! আমি মায়াবিনী '[illegible]!' তার নেড়া শকুনের মতো মাথাটা আমাদের দিকে ফিরিয়ে বললে, 'হে তারার দেশের শাদা লোকেরা, তোমরা কি চাও? তোমরা কি হারিয়ে যাওয়া কারো খোঁজে এসেছ? তোমরা তাকে এখানে দেখতে পাবে না। অনেক যুগ হল কোন শাদামানুষ এখানে আসে নি। তোমরা উজ্জ্বল পাথরের জন্য এসেছ, আমি জানি, তা আমি জানি। মৃত্যুর আগে তোমরা তা পাবে না। হা! হা! হা!' অট্টহাস্যে মূর্তিটা চারিদিক কাঁপিয়ে তুললে।

—'আর তুমি, তুমি।' আমবোপার দিকে তার লিকলিকে আঙুল তুলে সে বললে, 'তুমি কে? কি চাও বল দেখি? নিশ্চয়ই

তুমি জ্বলজ্বলে পাথর চাও না। নিশ্চয়ই হলদে ধাতুর জন্য তুমি এখানে আস নি। আমার মনে হচ্ছে, আমি তোমাকে চিনি! আমার মনে হচ্ছে, আমি তোমার রক্তের মধ্যে এদের রক্তের ঘ্রাণ পাচ্ছি! দেখি, তোমার কোমরের বন্ধনী খুলে ফেল।' হঠাৎ এই অদ্ভুত জীবটার ভাবভঙ্গি আশ্চর্য রকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে পাগলের মতো গোঙাতে আরম্ভ করলে। তখন তাকে কুটিরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল।

রাজা কাঁপতে কাঁপতে টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়লে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাজার কয়েকজন অনুচর আর আমরা বাদে সকলেই চলে গেল। রাজা বললে, 'শাদা লোকেরা, আমি জানি, আমি আপনাদের মেরে ফেলব। গাগুল সব আশ্চর্য কথা বলে। আপনারা কি বলেন?'

আমি রেগে বললাম, 'রাজা, আমাদের মারা সহজ নয়। আপনি বারুদের ক্ষমতা দেখেছেন। সাবধান করে দিচ্ছি, আপনারও এ দশা হবে।'

রাজা ভ্রূকুটি করে বললে, 'রাজাকে শাসিয়ে ভালো করছেন না।'

—'আমরা শাসাচ্ছি না। যা সত্যি তাই বলছি মাত্র। আপনি আমাদের মারতে চেষ্টা করলেই আমাদের কথার মর্ম বুঝতে পারবেন।'

রাজা কপালে হাত দিয়ে বললে, 'বেশ, আপনারা নির্বিবাদে চলে যান। আজ রাতে এখানে একটা বড় নাচের মজলিস বসবে। আপনারা দেখতে আসবেন। ভয় নেই, আমি কোন ষড়যন্ত্র করব না। কাল আমি সব তলিয়ে দেখব।'

আমি বললাম, 'বেশ, রাজা, তাই হবে।'

আমরা ইনফাডুসকে সঙ্গে করে কুটিরে ফিরে এলাম।

—না, হুজুর, তা হয় না। তিনি এখন রাজা। তিনি মারা গেলে স্ক্র্যাগা তার জায়গায় রাজসিংহাসনে বসবে। স্ক্র্যাগা আরও নির্দয়হীন। স্ক্র্যাগা রাজা হলে আমাদের গলার ফাঁস আরও জোরে এঁটে বসবে। আমাদের কষ্টের বোঝা আরও ভারী হবে। যদি ইমোটুকে হত্যা করা না হ'ত অথবা যদি তার ছেলে ইগনোসি আজ বেঁচে থাকত, তবে সব ব্যাপারটাই অন্য রকম হয়ে যেত। দুঃখের বিষয় তারা দুজনেই মারা গেছে।'

হঠাৎ কে পেছন থেকে বলে উঠল, 'আপনি কি করে জানলেন যে ইগনোসি মারা গেছে?' পেছনে তাকিয়ে দেখি আমবোপা দাঁড়িয়ে আছে।

—কি, ছোকরা, তুমি কি বলতে চাও? তুমি একথা বলছ কেন?'

—'ইনফাডুস, শুনুন।' আমবোপা বলতে লাগল, 'আমি আপনাকে একটা ঘটনা বলতে চাই। রাজা ইমোটু যখন মারা যায় তখন তার মা তার ছেলে ইগনোসিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। প্রচার করা হয় যে তারা পাহাড়ের ওপর মারা যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইগনোসি [illegible] মারা যায়নি। তারা পাহাড় ডিঙিয়ে মরুভূমির এক যাযাবর জাতির সহায়তায় মরুভূমি পাড়ি দিয়ে উর্বর জমিতে গিয়ে পড়ে।'

—তা তুমি জানলে কি করে?'

—আগে সবটা শুনুন না। তারা অনেক মাস চলার পর জুলু দেশের [illegible] এবং শাদা [illegible] দেশে গিয়ে হাজির হয়। কিছুদিন ওখানে থাকার পর তার মা মারা গেলে ইগনোসি ভবঘুরে হয়ে পড়ে। শেষকালে সে একটা শাদা লোকের

বাসভূমিতে এসে পৌঁছয়। কিছুদিন ধরে সে সাদা লোকদের শিক্ষাদীক্ষা দুরস্ত করে। অনেক বছর সেখানে সে কখনও পরিচারকের, কখনও সৈন্যের কাজ করে কাটায়। শেষকালে তার একদল শাদা লোকের সঙ্গে দেখা হয় যাঁরা এদেশে আসবার পথ খুঁজছিলেন। সে তাদের দলে ভেড়ে। শাদা লোকেরা এদেশে আসছিলেন তাদের একজন হারিয়ে যাওয়া লোকের অনুসন্ধানের জন্যে। তাঁরা ধু ধু করা মরুভূমি পেরিয়ে তুষার মণ্ডিত পাহাড় ডিঙিয়ে কুকুয়ানাদেশে এসে হাজির হলেন। ইনফাডুস, এইখানেই তাঁদের আপনার সঙ্গে দেখা হয়।'

ইনফাডুস বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বললে, 'তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়ে প্রলাপ বকছ।'

—'আপনি তাই ভাবেন নাকি। তবে দেখুন, কাকা, আমিই ইগনোসি, আমিই কুকুয়ানা রাজ্যের আইনত রাজা।' এক মুহূর্তের মধ্যে আমবোপা একটা হ্যাচকা টানে কোমরের কাপড় খুলে আমাদের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। 'এই দেখুন, এটা কি!' সে কোমরের কাপড়ের ওপর নীল কালি দিয়ে আঁকা মস্ত বড় সাপের একটা উল্কির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

বিস্ময়ে ইনফাডুসের চোখ ঠিকরে বেরবার উপক্রম হল। হাঁটু গেড়ে বসে সে রাজপ্রণামের 'কুম' ধ্বনি করলে। আনন্দে বলে উঠল, 'এই-ই আমার ভাইপো। এই আমাদের রাজা।'

আমবোপা বলে উঠল, 'উঠুন, কাকা, আমি এখনও রাজা নই। আমি আপনার সাহায্যে আর আমার বন্ধুস্থানীয় এই সব শাদা লোকের সহায়তায় রাজা হব। গাগুলের কথা ঠিক হবে। এই দেশে যে রক্তের নদী বইবে তার মধ্যে গাগুলের

রক্তও থাকবে। কেননা সেই আমার বাবাকে হত্যা করিয়েছে. মাকে তাড়িয়েছে। কি, কাকা, আপনি ঠিক করুন আমার দলের লোক হবেন কিনা। আপনি ঠিক করুন যে অত্যাচারী রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে হত্যা করবার ব্যাপারে আমার সহায় হবেন কিনা।'

বৃদ্ধ উঠে আম্বোপার পায়ের কাছে হাটু গেড়ে বসে তার হাত ধরে বললে, 'ইগনোসি, তুমিই রাজ্যের সত্যিকার রাজা। আমি তোমার হাতে হাত মিলাচ্ছি। আমৃত্যু আমি তোমার সহচর থাকব। শিশু অবস্থায় তোমায় কোলে বসিয়ে খেলা করেছি. আজ তোমার কাজে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হবে।'

—'বেশ, কাকা। যদি আমি জয়লাভ করতে পারি তবে রাজার পরেই আমার রাজ্যে আপনার পদ হবে। যদি ব্যর্থ হই তবে আপনারও মৃত্যু সন্নিকটে। আপনি উঠুন।'

ইনফাডুস উঠে দাঁড়ালে ইগনোসি আমাদের বললে, 'আর দেখুন, আপনারা কি আমাকে সাহায্য করবেন? আমি বলছি, আমি যদি জিতি আর আপনারা যদি শাদা পাথর খুঁজে বার করতে পারেন তবে সেই পাথর যতগুলো ইচ্ছে নিয়ে যাবেন। কি বলেন?'

আমি আম্বোপার কথার তর্জমা করে হেনরীকে বললাম।

হেনরী বললেন, 'কোয়াটারমেন, আপনি ওকে বলুন যে ও ইংরেজদের ভুল বুঝেছে। নেহাত যদি হাতের কাছে এসে পড়ে তবেই আমরা ধনসম্পদের জন্য হাত বাড়াই। কিন্তু অর্থের জন্য আমরা নিজেদের বিকিয়ে দিই না। নৃশংস শয়তান টোয়ালার বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদের ভালোই লাগবে। আপনারা কি বলেন?'

গুড সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আমি দুজনের কথার তর্জমা করে ইগনোসি ওরফে আমবোপাকে বললাম।

ইগনোসি বললে, 'বন্ধুগণ, তা বেশ।' আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি কি বলেন? আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন ত?'

আমি বললাম, 'আমবোপা, দেখ আমি বিদ্রোহ-টিদ্রোহ ভালোবাসি না। আমি নেহাত শান্তিপ্রিয় লোক, একটু ভীতুও বলতে পার।' আমার কথায় ইগনোসি হেসে ফেললে। আমি বলতে লাগলাম, 'তুমি যখন আমাদের সঙ্গে রয়েছ, তখন আমিও তোমার সঙ্গে থাকব। কিন্তু মনে রেখ, আমি ব্যবসাজীবী, সুতরাং হীরে সম্বন্ধে তোমার প্রস্তাবটা আমি গ্রহণ করছি, অবশ্য যদি আমরা হীরের সন্ধান পাই। আর একটা কথা, তুমি জানো, আমরা হেনরীর নিরুদ্দিষ্ট ভাইয়ের সন্ধানে এসেছি। আশা করি তুমি সে বিষয়ে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবে।'

ইগনোসি বললে, 'বেশ, আমি তাই করব।' ইনফাডুসের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ইনফাডুস, আপনি আমার কোমরের সাপের উল্কির নামে শপথ করে বলুন যে আপনার জ্ঞাতসারে কোন শাদা লোক এখানে আসে নি।'

ইনফাডুস মাথা নেড়ে বললে, 'না।'

আমি সমস্ত প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে আমবোপাকে বললাম, 'আচ্ছা, কাজের কথায় আসা যাক। ন্যায়ভাবে রাজা হওয়া ভালো কথা, কিন্তু তুমি কি ভাবে রাজা হবে, ইগনোসি?'

—না, আমি তা জানি না। ইনফাডুস, আপনার কোন মতলব আছে?'

ইনফাডুস বললে, 'ইগনোসি, আজ রাত্রে বিরাট নাচের মজলিস আর মায়া-শিকার হবে। অনেককে বেছে বেছে বার করে

মেরে ফেলা হবে। অনেকেরই মনে আজ রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগবে। নাচের মজলিস শেষ হলে আমি কয়েকজন সেনাপতিকে সমস্ত কথা বলব। যদি তাদের দলে টানা সম্ভব হয় তবে তাদের দিয়ে তাদের সৈন্যদলকে সব কথা বলাব। আমি সেনাপতিদের বলে তাদের নিয়ে এসে দেখাব যে সত্যিই তুমি রাজা। আমার মনে হচ্ছে কালকের মধ্যেই কুড়ি হাজার সৈন্য তোমার অধীনে এসে যাবে। আমি সমস্ত দেখে-শুনে সেই মতো ব্যবস্থা করব। নাচ শেষ হলে যদি আমি বাঁচি আর তোমরা বাঁচো, তবে এখানেই দেখা হবে। শেষ কথা হচ্ছে, আমাদের রাজার বিরুদ্ধে লড়তে হবে।'

এমন সময় কতকগুলি রাজদূতের আসার খবর পেয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনা বন্ধ করতে হল।

কুটিরের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাদের ভেতরে আসবার অনুমতি দিলাম। তিনজন লোক ভেতরে ঢুকে প্রত্যেকের জন্য একটা করে তিনটে ইস্পাতের জালের তৈরী বর্ম আর তিনটে যুদ্ধকুঠার দিয়ে গেল। লোকগুলো চলে গেলে আমি ইনফাডুসকে বললাম, 'ইনফাডুস, এগুলো সত্যিই চমৎকার জিনিস। তোমাদের দেশে এগুলো তৈরী হয় নাকি ?'

—'না, হুজুর। এগুলো আমরা পূর্বপুরুষের সম্পত্তির মতো লাভ করেছি। মাত্র রাজবংশের লোকেরা এগুলো পরে থাকে। এ সব মায়া-বর্ম, বর্শা এ বর্ম ভেদ করতে পারে না।'

বাকী দিনটুকু আমরা বিশ্রাম ও নানা আলোচনা করে কাটিয়ে দিলাম। দশটার সময় আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠলে ইনফাডুস সম্পূর্ণ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হয়ে কুড়িজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য হাজির হল। আমরা রাজার

পাঠানো বর্মগুলো পরে কোমরে রিভলবার গুঁজে নিলাম। হাতে যুদ্ধকুঠার নেওয়া হল।

রাজার কুটিরের সামনে গিয়ে দেখি কুড়ি হাজার সৈন্য দলে দলে বিভক্ত হয়ে চারিদিক ঘিরে আছে। প্রত্যেক দলের মধ্যে মায়া-শিকারিনীদের যাবার জন্য পথ রয়েছে। ইনফাড়ুসের কাছে জানলাম সমস্ত সৈন্যের এক-তৃতীয়াংশ এই নাচের মজলিসে হাজির হয় আর এক-তৃতীয়াংশ বাইরে থাকে। দশ হাজার সৈন্য লুর বহির্ভাগ ঘিরে থাকে আর বাকী সৈন্য অন্যান্য জায়গা পাহারা দেয়।

আমরা ভেতরকার একটা খোলা জায়গার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। খোলা জায়গাটার মধ্যে গোটা কতক চেয়ার পাতা রয়েছে। আমরা যখন এগোচ্ছিলাম তখন বুঝতে পারলাম, রাজকুটির থেকে একটা ছোট দল ঐ খোলা জায়গাটার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইনফাডুস বললে. 'ঐ দেখুন, রাজা টোয়ালা. স্ক্যাগা, গাগুল আর তাদের সঙ্গে ঘাতকেরা আসছে।'

সকলে খোলা জায়গায় হাজির হলে রাজা টোয়ালা একটা চেয়ারে বসল সকলের মাঝখানে। গাগুল তার পায়ের কাছে বসল। আর সকলে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল।

আমাদের দেখে রাজা টোয়ালা বললে, 'নমস্কার, বসুন। আপনারা ঠিক সময়ে এসেছেন। এখনি আমাদের কার্যাবলী আরম্ভ হবে।'

হঠাৎ গাগুল তীক্ষ্ণ তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'আরম্ভ কর! আরম্ভ কর! হায়নার দল ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্যের জন্য চিৎকার করছে, আরম্ভ কর! আরম্ভ কর!'

একটা ভীষণ স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। একটা নিদারুণ বিভী-

ষিকাময় সম্ভাবনায় চারিধার থমথম করছে। রাজা তার বর্শা উঁচু করে ধরতেই কুড়ি হাজার পা একসঙ্গে উঁচু হয়ে আবার দুম্ করে মাটিতে পড়ল। পরপর তিনবার এ রকম করা হল। এবার শুনলাম দূর থেকে কে একজন বিনিয়ে বিনিয়ে একটা করুণ বিলাপ করছে। তার বিলাপের ধুয়ো হচ্ছে, 'মায়ের পেটের ছেলের ভাগ্যে কি থাকে?'

সেই বিরাট সম্মেলনের প্রত্যেকের গলা থেকে বেরুল, 'মৃত্যু!'

একদল থেকে আর একদলে এইভাবে সেই বিলাপধ্বনি সমস্ত সম্মিলিত যোদ্ধাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই সেই বিলাপধ্বনি করতে লাগল। মনে হল, সেই ধ্বনির কণাগুলো ছাপিয়ে মানুষের আবেগ, ভয় ও আনন্দের অনুভূতি উথলে উঠছে। কখনো মনে হচ্ছে, এটা একটা বাসরঘরের গান; কখনও মনে হচ্ছে, এটা একটা যুদ্ধসঙ্গীত; শেষকালে মনে হল, কে যেন কার মৃত্যুতে বিলাপ করছে। সেই মৃত্যু-বিলাপধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে হতে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। একটু পরেই সেইখানে আবার নীরবতা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। নীরবতা ভঙ্গ করে রাজা আবার হাত তুললে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুম করে শব্দ হল।

একটু পরেই দেখি সমবেত যোদ্ধাদের মধ্য থেকে অনেক-গুলো ভয়ঙ্কর আশ্চর্য রকমের মূর্তি আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কাছে আসতে দেখতে পেলাম তারা সকলেই নারী-মূর্তি। অধিকাংশ রমণীর বেশ বয়স হয়েছে। মাছের পটকা দিয়ে সজ্জিত শণের মতো শাদা ধবধবে চুল পেছন দিকে বাতাসে উড়ছে। মুখে হলদে আর শাদা শাদা দাগ আঁকা। কাঁধ থেকে পেছনে সাপের ছাল ঝুলছে। কোমরে আটকান বৃত্তাকার

মানুষের হাড় থেকে খট্‌খট্‌ শব্দ হচ্ছে। চিমসে যাওয়া প্রত্যেকের হাতে একটা করে বাঁকা দণ্ড। সংখ্যায় দেখলাম সব-সুদ্ধ তারা দশজন। আমাদের সামনে এসে ওরা দাঁড়াল।

একজন গুড়ি মেরে বসে থাকা গাগুলের দিকে তাব ছোট দণ্ড তুলে বললে, 'মা, বুড়ী মা, আমরা এসেছি।'

—'বেশ! বেশ। বেশ।' আবাব গাগুল আদিম অসভ্য-ভাবে বলে উঠল, 'তোদেব চোখ তীক্ষ্ণ আছে তো? অন্ধকাবে তোদের দিব্যদৃষ্টি খুলবে তো?'

—'হ্যা, মা, আমাদের চোখ তীক্ষ্ণ আছে।'

—'বেশ! বেশ। বেশ। তোদের কান ঠিক আছে তো? তোবা কি শব্দহীন কথা শুনতে পারবি?'

—'হ্যা, মা, পাবব।'

—'বেশ। বেশ। বেশ। তোদের সব ইন্দ্রিয সজাগ আছে তো? তোবা রক্তেব গন্ধ পাবি তো? যাবা বাজা আর তাব পার্শ্বচবদেব অমঙ্গল কামনা কবে তাদের কি তোদেব দেশ থেকে উচ্ছেদ কবাব শক্তি আছে? যে তোদেব আমি শিক্ষা দিয়েছি, যে তোদেব আমি জ্ঞানেব খাদ্য খাইয়েছি, আমার বুহকের জল পান কবতে দিযেছি, সেই তোবা ভগবানের মতো ন্যায়-বিচাব করতে পারবি তো?'

—'হাঁ, মা, পারব।'

—'তবে যা। দেবি করিস না। ওরে শকুনেব দল, এই সব ঘাতকের বর্শাগুলোকে তীক্ষ্ণ কবে দে। শাদালোকেবা তোদেব কাজ দেখতে ব্যগ্র হয়েছেন। যা, রে যা।'

বন্যপশুর মতো চিৎকাব কবে সেই কুহকিনীরা ফেটে যাওয়া বোমার মতো চাবিদিকে ছুটে গেল। ছোটবাব সময় কোমরের

হাড় থেকে খট্‌খট্‌ শব্দ হতে লাগল। সকলের ওপর দৃষ্টি রাখা অসম্ভব বলে আমরা কাছের কুহকিনীটার ওপর চোখ রাখলাম। সে সৈন্যবাহিনী থেকে কয়েক পা দূরত্বের মধ্যে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপরে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে বলতে লাগল, 'আমি কুকর্মকারীর গন্ধ পাচ্ছি! সে আমার কাছেই বসেছে! এই তার মাকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল! আমি শুনতে পাচ্ছি, কে রাজার অমঙ্গলের কথা চিন্তা করছে।'

আরও, আরও জোরে সে নাচতে লাগল। শেষকালে সে এমন ভয়ানক ক্ষিপ্তা হয়ে উঠল যে তার মুখ থেকে ফেনা গড়াতে লাগল, চোখ কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে বলে মনে হল এবং সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপরেই হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে গেল। শিকারের গন্ধ শুঁকতে পাওয়া সন্ধানী কুকুরের মতো দেহটা শক্ত করে সে হাতের দণ্ডটা সামনে বাড়িয়ে আস্তে আস্তে সামনের একটা সৈন্যের দিকে অগ্রসর হল। সেই কুহকিনীটা সৈন্যদের কাছে যেতেই তারা হঠাৎ ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। মুহূর্তে সেই কুহকিনীটা আবার তাদের দিকে এগোল। চকিত তীক্ষ্ণ চিৎকার করে লাফ দিয়ে সে তার যাদুদণ্ড দিয়ে একটা দীর্ঘাকৃতি যোদ্ধাকে স্পর্শ করলে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির দু'পাশে দাঁড়ানো দুটি যোদ্ধা লোকটির হাত ধরে রাজার কাছে এগিয়ে এল। ওদিক থেকে দুজন ঘাতক ওদের দিকে এগিয়ে গেল। তারপরে রাজার দিকে তাকিয়ে তারা তার আদেশের অপেক্ষা করতে লাগল।

—'হত্যা কর।' রাজা আদেশ দিলেন।

—'হত্যা কর।' গাগুল বললে।

—'হত্যা কর।' স্ক্যাগা প্রতিধ্বনি করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ঘাতক যোদ্ধার বুকে তার বর্শা চালিয়ে দিলে। আর একজন তার মাথায় প্রচণ্ড গদার বাড়ি মারলে। রাজা গুনলেন, 'এক।'

মৃতদেহটাকে কয়েক পা দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে টান টান করে শুইয়ে দেওয়া হল। এবার আর একজনকে খুন করবার জন্য টেনে আনা হলে তাকেও আগেকার মতো হত্যা করা হল।

রাজা গুনলেন, 'দুই।'

এইভাবে বীভৎস হত্যাকাণ্ড চলতে লাগল। একশ জনকে হত্যা করে তাদের মৃতদেহ আমাদের পেছনে টান টান করে শুইয়ে দেওয়া হল।

মাঝরাত নাগাদ খানিকক্ষণের জন্য একটা ছেদ নামল। মায়া-শিকারিনীরা সকলে এক জায়গায় জড়ো হল। আমরা ভাবলাম, এবার বোধহয় সমস্ত ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু তা হল না। হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, গাগুল তার গুড়ি মেরে বসে থাকা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে খেলা জায়গাটার দিকে কাপতে কাঁপতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমস্ত শরীরের রক্ত উত্তেজনায় ফুটতে লাগল যখন দেখলাম, সেই বিভীষিকাময়ী, শকুনের মাথার মতো মাথাওয়ালা, বয়সের ভারে কুঁকড়ে পড়া গাগুল ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে অন্যান্য কুহকিনীদের মতো সৈন্যদের দিকে পূর্ণশক্তিতে ছুটে যাচ্ছে। নিজে নিজে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে সে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে লাগল। শেষকালে সৈন্যদলের মধ্যে দাঁড়ানো একটা লম্বা সৈনিকের দিকে ছুটে গিয়ে তাকে ছুঁয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটা কাতর গোঙানি উঠল। যাহোক আগেকার মতো

দুজন যোদ্ধা সেই সৈনিককে টেনে নিয়ে এলে তাকে হত্যা করা হল। রাজা গুনলেন, 'একশ তিন।'

গাগুল আবার লাফ দিয়ে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়িয়ে হঠাৎ আমাদের দিকে দৌড়ে এল। আমরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। গাগুল ঝড়ের মতো আমবোপার দিকে ছুটে গিয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করলে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'আমি একে চিনতে পেরেছি। একে মেরে ফেল! একে মেরে ফেল! এ শয়তান! একে মেরে ফেল! রাজা একে মেরে ফেলুন।'

চারদিকে একটা ভয়াবহ স্তব্ধতা গাঢ় হয়ে উঠল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'রাজা, এ আমাদের পরিচারক। যে এর রক্তপাত করবে সে আমাদেরই রক্তপাত করবে। আতিথ্যের পূত ধর্মের নামে বলছি, একে ছেড়ে দিন।'

রাজা গম্ভীরভাবে বললে, 'যাদুকরী গাগুল একে বেছে বার করেছে। একে মরতেই হবে। একে মারা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, 'না, এ মরতে পারে না। যে একে স্পর্শ করবার চেষ্টা করবে তাকে মরতে হবে।'

টোয়ালা ঘাতকদের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল, 'মার একে!'

ঘাতকেরা আমাদের দিকে একটু এগিয়ে এসে ইতস্ততঃ করতে লাগল। এদিকে ইগনোসি বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। অত সস্তায় সে নিজের জীবন বিকোবে না।

আমি গর্জে উঠলাম, 'এই কুকুরগুলো, সরে দাঁড়া। যদি বাঁচতে চাস তবে সরে দাঁড়া। যদি এর চুলের ডগা স্পর্শ করিস তবে তোদের রাজাকে মরতে হবে।'

আমি টোয়ালার সামনে রিভলবার তুলে ধরলাম। হেনরী

ঘাতকদের দিকে আর গুড গাগুলের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলেন।

আমার রিভলবারের নল টৌয়ালার বুকের কাছে আসতেই টৌয়ালা খানিকটা পিছিয়ে গেল।

আমি বললাম, 'কি, রাজা, ভয় পাচ্ছেন কেন?'

টৌয়ালা বললে, 'আপনি ও যাদুনল সরিয়ে নিন। আপনি আমাকে আতিথ্যের নামে অনুরোধ করছেন, তাই আমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছি, ভয়ে ওকে ছেড়ে দিচ্ছি না। আপনারা শান্তভাবে চলে যান।'

আমি উদাসীনভাবে বললাম, 'এই তো বেশ কথা। হত্যায় আমাদের ঘেন্না ধরে গেছে। আমরা ঘুমোতে চাই। যাক, নাচ কি শেষ হয়েছে?'

টৌয়ালা জানালে যে নাচ শেষ হয়েছে। রাজার আদেশে এবার সৈন্যদল চলে গেল। শুধু মৃতদেহগুলো টেনে নিয়ে যাবার জন্য একদল লোক থাকল।

আমরাও উঠে রাজাকে সেলাম ঠুকে আমাদের কুটিরে গিয়ে পাইপ টানতে টানতে ইনফাডুসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমরা সংকেত করলাম

ঘণ্টা দুই পরে জন ছয়েক বেশ হোমরা-চোমরা চেহারার সেনাপতিদের নিয়ে ইনফাড়ুস এসে হাজির হল।

ইনফাডুস বললে, 'এই প্রত্যেকটি সেনাপতির অধীনে তিন হাজার করে সৈন্য আছে। আমি যা দেখেছি ও শুনেছি তা সবই এদের বলেছি। ইগনোসি, তুমি এখন এদের তোমার কোমরের উল্কি দেখাও এবং যা বক্তব্য তা এদের বল, যাতে এরা তোমার সঙ্গে রাজার বিরুদ্ধে লড়তে পারে।'

ইগনোসি কোমর খুলে কোমরের উল্কি সকলকে দেখালে। প্রত্যেকের দেখা শেষ হলে ইগনোসি তার সমস্ত পুরোনো ইতি-বৃত্ত তাদের বললে। শেষকালে ইনফাডুস বললে, 'আমি এর সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনাই তোমাদের বলেচি। তোমরা কি আজ এর পাশে এসে দাঁড়াবে না

ছয়জনের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক, বেঁটে, মোটা, শাদা মাথা যোদ্ধাটি এক পা এগিয়ে এসে বললে, 'তোমার কথা সত্যি, ইনফাডুস। কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্বাস করা কঠিন। তা ছাড়া ব্যাপারটা সোজা নয়। অনেকেই রাজার দিকে যাবে, কেননা যে সূর্য ওঠে নি তার চাইতে লোকে উদিত সূর্যেরই পুজো করে। এই সব শাদা লোকেরা তারার দেশ থেকে এসেছেন। এঁরা আশ্চর্য যাদুবিদ্যার অধিকারী। ইগনোসি এঁদের আশ্রয়ে

রয়েছে। যদি ইগনোসি সত্যিকার রাজা হয় তবে এঁরা এমন একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিন যাতে সেটা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়। তখন শাদা লোকেদের যাদুবিদ্যার কথা জেনে সাধারণ লোক আমাদের দিকে আসবে।'

অন্যান্য সকলেও লোকটির কথা সমর্থন করলে। আমি ভড়কে গিয়ে গুড আর হেনরীর কাছে ব্যাপারটা খুলে বললাম।

গুড আনন্দের সঙ্গে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে আমি এর প্রমাণ দিতে পারব। ওদের আমাদের খানিকক্ষণ চিন্তা করবার সময় দিতে বলুন।'

আমি ওদের সময় দিতে বললে ওরা চলে গেল। ওরা চলে যেতেই গুড তাঁর ওষুধের বাক্সটার কাছে গিয়ে সেটাকে খুলে ফেললেন। তিনি একটা নোট বইয়ের সামনের পঞ্জিকার পৃষ্ঠা খুলে বললেন, 'এই দেখুন, কাল ৪ঠা জুন। কাল দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি এই সব দেশে ১১·১৫ গ্রীনউইচ সময়ে চন্দ্রের পূর্ণগ্রহণ দেখা যাবে। এইটাকে আমরা প্রমাণস্বরূপ ওদের সামনে দাঁড় করাতে পারি। ওদের বলুন, কাল আমরা চন্দ্রকে ঢেকে ফেলব।'

সত্যিই ভারী চমৎকার কল্পনা! ভয় শুধু পাছে পঞ্জিকার গণনায় ভুল হয়! যদি আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত হয় তবে আমাদের মান তো যাবেই, তার সঙ্গে ইগনোসির কুকুয়ানা রাজ্যের সিংহাসনে বসবার আশাও চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। হেনরী পঞ্জিকার নির্ভুলতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে গুড বললেন, 'আমি এসব ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ দেখি নে। আমি আমাদের সঠিক অবস্থিতি না জেনেও যথাসাধ্য গণনা করে দেখলাম। আমার মনে হচ্ছে গ্রহণ কালকে রাত্রি

দশটা নাগাদ আরম্ভ হয়ে সাড়ে বারটা পর্যন্ত থাকবে। তার মধ্যে প্রায় দেড় ঘণ্টাখানেক সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাবে।'

অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্তে আমি গুডের কথায় রাজী হয়ে আমবোপাকে পাঠালাম সমস্ত সেনাপতিদের ডেকে আনবার জন্য। ওরা এলে আমি বললাম, 'আমরা আমাদের ক্ষমতা সাধারণতঃ দেখাতে ভালোবাসি না। আমাদের ক্ষমতা দেখানোর মানে হচ্ছে স্বাভাবিক বাঁধাধরা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো। কিন্তু আমরা কালকের হত্যাকাণ্ড দেখে রাজার ওপর অতি মাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়েছি। তাই সকলকে দেখানোর মতো একটা প্রমাণ দিতে মনস্থ করেছি।' তারপরে সকলকে কুটিরের দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে অস্তোন্মুখ চাঁদকে দেখিয়ে বললাম, 'দেখ, কাল রাত্রি দশটার পর ঘণ্টা দেড়েকের জন্য আমরা চাঁদের বাতিকে নিবিয়ে দেব, সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে। এই প্রমাণ থেকে বোঝা যাবে যে সত্যিই আমরা উঁচু দরের লোক, আর ইগনোসি এদেশের ন্যায়সঙ্গত রাজা। কি, এতে তোমরা সন্তুষ্ট হবে তো?'

সকলেই আমার এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালে। ইনফাডুস বললে, 'তা বেশ হবে, কর্তা। কাল সূর্যাস্তের দু'ঘণ্টা পরে রাজা টোয়ালা মেয়েদের নাচ দেখতে আপনাদের ডাকবেন। নাচ আরম্ভ হওয়ার এক ঘণ্টা পরে রাজা টোয়ালার যাকে সবচেয়ে সুন্দরী বলে মনে হবে তাকে স্কাগাকে দিয়ে হত্যা করিয়ে ওখানকার নির্বাক দেবতাত্রয়ের কাছে উৎসর্গ করা হবে।' সে সলোমনের রাস্তার শেষে সেই তিনটে পাহাড়ের চূড়ো দেখালে। ইনফাডুস বলতে লাগল, 'কর্তা, আপনারা যদি তখন দেশ অন্ধকার করে মেয়েটির জীবন বাঁচান তবেই রাজ্যের লোকেরা আপনাদের কথায় বিশ্বাস করবে। লু থেকে দু'মাইল দূরে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদের

মতো বাঁকা একটা পাহাড় আছে। সেটা একটা দুর্গ। সেখানে আমার সৈন্যবাহিনী আর এদের অধীন আরও তিনটে পল্টন ঘাঁটি গাড়বে। যদি আপনারা চাঁদকে ঢাকতে পারেন তবে অন্ধকারের মধ্যে আমি তাদের লু শহরের বাইরে নিয়ে যাব। ওখানে থেকে আমরা টোয়ালার সঙ্গে লড়ব।'

আমি বললাম, 'বেশ, বেশ। এখন আমাদের একটু ঘুমোতে দাও।'

ওরা চলে গেলে অত্যন্ত অবসন্নদেহে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। বেলা এগারটার সময়ে ইগনোসি আমাদের ডেকে ওঠালে। উঠে হাত-মুখ ধুয়ে প্রাণভরে প্রাতরাশ করলাম। তারপরে খানিকক্ষণ বাইরে বেড়িয়ে এসে কুটিরেই বাকী দিনটা কাটালাম। রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ একজন দূত এসে জানালে যে রাজা আমাদের বাৎসরিক মেয়েদের নাচ দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন।

আমরা তাড়াতাড়ি রাজার দেওয়া বর্ম তিনটে পরে রাইফেল ও হালকা যুদ্ধোপকরণ নিয়ে ভয়কম্পিত চিত্তে যাত্রা করলাম। রাজার কুটিরের সামনের বড় জায়গাটা কালকের রাত্রির রূপ থেকে এক সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। সৈন্যবাহিনীর জায়গায় আজ দলে দলে কুকুয়ানা মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। এদের সাজসজ্জা অতি সাধারণ। প্রত্যেকেরই মাথায় ফুলের মালা জড়ানো, এক হাতে ভূর্জপত্র আর অপর হাতে একটা বড় শাদা পদ্মফুল। বড় জায়গাটায় টোয়ালা আর তার পায়ের কাছে গাগুল বসে আছে। সঙ্গে রয়েছে ইনফাডুস, স্ক্র্যাগা আর জন বার রক্ষী। তা ছাড়া রয়েছে আরও জনকুড়ি সেনাপতি, যাদের কয়েকজন কাল রাত্রে আমাদের ওখানে গিয়েছিল।

টোয়ালা লোক-দেখানো আন্তরিকতায় আমাদের অভ্যর্থনা করলে।

টোয়ালা বললে, 'আসুন, আসুন, শাদালোকেরা! সুস্বাগতম! কাল রাত্রে চাঁদের আলোয় যা দেখেছেন আজ তা থেকে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃশ্য অভিনীত হবে।' এবার রাজা সামনের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'নাচ আরম্ভ হোক।'

পরমুহূর্তেই ফুলের মালা মাথায় জড়ানো মেয়েরা মিষ্টি গান গাইতে গাইতে ভূর্জপত্র আর শাদা পদ্মফুল দোলাতে দোলাতে সামনে লাফ দিয়ে এগিয়ে এল। কখনও তারা পাক খেতে লাগল, কখনও মজা করবার জন্য যুদ্ধের অনুকরণ করতে লাগল। কখনও সামনে এগিয়ে আসতে লাগল, কখনও দলবদ্ধ ভাবে পেছনে সরে যেতে লাগল। শেষকালে তারা থেমে পড়ল। একটি যুবতী মেয়ে দল থেকে লাফ দিয়ে সামনে এসে অতি চমৎকার ভাবে নাচতে নাচতে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে পাক খেতে লাগল। শেষকালে মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে দলের মধ্যে ফিরে গেল। আর একজন মেয়ে এসে আবার আগেকার মেয়েটির মতো নাচতে লাগল। কিন্তু কোনো মেয়েই সৌন্দর্যে, নৈপুণ্যে ও আচরণে প্রথম মেয়েটির সমকক্ষ বলে মনে হল না।

রাজা সবশেষে হাত তুলে বললে, 'আপনারা কাকে সবচেয়ে সুন্দরী বলে মনে করেন?'

আমি ভাবনা-চিন্তা না করেই বললাম, 'প্রথম মেয়েটি।'

—'তা হলে আপনাদের ধারণাই আমার ধারণা, আপনাদের দেখাই আমার দেখা। প্রথম মেয়েটিই সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ওকে এখুনি মরতে হবে।'

আমি বললাম, 'ওহে রাজা, মেয়েটি নেচে আমাদের সন্তোষ-বিধান করেছে। তা, ছাড়া মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। ওকে মেরে ফেলা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার কাজ হবে।'

টোয়ালা হেসে বললে, 'এই আমাদের নিয়ম। রাজা যদি আজ এই নাচের দিনে রাজ্যের সেরা সুন্দরীকে ঐ নির্বাক দেবতাত্রয়ের কাছে বলি না দেয়, তবে তার এবং তার বংশের অধঃপতন হবে। আমার ভাই যে আগে রাজা ছিল, সে মেয়েদের কান্নায় গলে গিয়ে একটি মেয়েকে দেবতাত্রয়ের কাছে বলি দেয় নি। তাই তার পতন ঘটেছে এবং আমি তার জায়গায় আজ রাজত্ব করছি। ওকে মরতেই হবে। ওকে এদিকে নিয়ে এস। স্ক্যাগা, বর্শা শান দিয়ে ঠিক কর।'

দুজন লোক সামনে এগিয়ে যেতেই মেয়েটি নিজের আসন্ন ভাগ্যের কথা বুঝতে পেরে চিৎকার করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

দুজনে মেয়েটিকে শক্তহাতে ধরে এনে আমাদের সামনে দাঁড় করালে। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল।

—'ও মেয়ে, তোমার নাম কি?' গাগুল জিজ্ঞেস করলে। কথা বলবে, না স্ক্যাগা তার কাজ শেষ করে ফেলবে?'

গাগুলের ইঙ্গিতে স্ক্যাগা শয়তানের মতো বর্শা উঁচিয়ে এগিয়ে এল। ঝাপসা চোখে মেয়েটি বর্শাটার ঝলকানি দেখলে। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোড়হাত করে আপাদমস্তক কাঁপতে লাগল।

গাগুল পরিহাসচ্ছলে বললে, 'কি এখনো চুপ করে আছ যে? ভয় পেও না, কথা বল।'

স্খলিত কণ্ঠে মেয়েটি বললে, 'মা, আমার নাম ফুলাটা। আমি সুকো পরিবারের মেয়ে। আমি মরব কেন? আমি ত কোনো অন্যায় করি নি! কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর!'

হঠাৎ মেয়েটি ছুটে এসে গুডের পায়ের কাছে পড়ে দু'হাতে গুডের পা জড়িয়ে ধরলে। চিৎকার করে বললে, 'ও তারার দেশের শাদা পিতা, আমায় রক্ষা করুন! আমাকে এই গাগুল আর এই সব নিষ্ঠুর লোকদের হাত থেকে বাঁচান!'

গুড গোলমেলে স্যাক্সন ভাষায় বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে। আমি তোমায় দেখব। উঠে দাঁড়াও।'

গুড ঝুঁকে পড়ে মেয়েটির হাত ধরলেন।

স্ক্র্যাগা বর্শা হাতে ফুলাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। টোয়ালা পেছন ফিরে ছেলেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করলে।

আমি হেনরীর কথায় সমস্ত গাম্ভীর্য নিয়ে ভূমিতে পতিতা মেয়েটি আর স্ক্র্যাগার বর্শার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, 'রাজা, এ হতে পারে না। আমরা কখনই এ ব্যাপার সহ্য করব না। এ মেয়েটিকে ছেড়ে দিন।'

টোয়ালা রাগে ও বিস্ময়ে তার আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। সারিবদ্ধ মেয়েদের আর সেনাপতিদের মধ্যে থেকে বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল।

—'তবে রে শাদা কুত্তা! এ হবে না! তোরা কি পাগল? সাবধান, তোর আর তোর সঙ্গে সকলেরই এই দশা হবে। তোরা এ ঠেকাতে পারবি না। তোরা কে যে আমার এবং আমার ইচ্ছের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে সাহস করিস! সরে যা বলছি! স্ক্র্যাগা, একে মেরে ফেল আর এই রক্ষিগণ, এদের সব বন্দী কর।'

তার চিৎকার শুনে কুটিরের পেছন থেকে একদল সশস্ত্র লোক ছুটে বেরিয়ে এল। হেনরী, গুড আর আমবোপা আমার সঙ্গে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রাইফেল উঁচিয়ে ধরলে। মনে মনে ভয়ানক ভয় পেলেও আমি সাহসে ভর দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'থামাও! থামাও! আমরা তারার দেশের লোক বলছি যে এ হতে পারে না, কখনই না! এক পা এগোলেই আমরা চাঁদকে নিবিয়ে দেব। সমস্ত দেশকে অন্ধকারে ডুবিয়ে ছাড়ব! আমাদের যাদুবিদ্যার তখন সম্যক পরিচয় পাবে।'

আমার ধমকানির ফল হল। লোকগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। স্ক্যাগা শুধু আমাদের সামনে বর্শা তুলে দাঁড়িয়ে রইল।

গাগুল বলে উঠল, 'ওরে শোন, শোন। মিথ্যাবাদীটা বলছে যে পিদ্দিমের মতো ওরা চাঁদকে নিবিয়ে দেবে। ও যদি তা করতে পারে তবেই ওই মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ও এ করুক, না হয় মেয়েটার সঙ্গে ওর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মরুক।'

আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমরা ভুল করি নি। চাঁদের উজ্জ্বল বুকের ওপর একটা আবছায়ার বেড় দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে চাঁদের সমস্ত বুকের ওপর ছায়াটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত জনতার মধ্যে থেকে একটা ভয়ের আর্তনাদ উঠল।

—'দেখুন, রাজা, দেখুন! গাগুল, দেখ! হে সেনাপতি, জনসাধারণ ও মহিলাবৃন্দ তোমরা সকলে চেয়ে দেখ, তারার দেশের লোকেরা তাদের কথা রাখতে জানে কিনা, তারা ধাপ্পাবাজ মিথ্যাবাদী কিনা। তোমাদের চোখের সামনে চাঁদ নিবে যাচ্ছে। পূর্ণিমার সময় অন্ধকার নেমে আসছে। তোমরা আমাদের যাদুবিদ্যার প্রমাণ চেয়েছ, এই দেখ আমরা তোমাদের

প্রমাণ দিচ্ছি। হে চন্দ্র, তুমি নিবে যাও। তোমার আলো দেওয়া বন্ধ কর। উদ্ধত মনকে ধুলোয় লুটিয়ে দাও, জগৎকে অন্ধকারে ছেয়ে ফেল।'

দর্শকদের মধ্য থেকে ভয়ানক ভয়ের এক গোঙানি উঠল। কেউ ভয়ে পাথরেব মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে গেল, কেউ হাটু গেড়ে বসে পড়ে চিৎকার করে উঠল। রাজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার সর্বাঙ্গ ফ্যাকাশে। কিন্তু গাগুল ঘাবড়ায় নি। সে বলে উঠল, 'এ অন্ধকাব এখনি চলে যাবে। আমি এ বকম ব্যাপার আগে দেখেছি। কেউ চাঁদকে ঢাকতে পাবে না। তোমরা ভব পেও না। চুপ কবে দাঁড়াও। এ ছায়া এখনি সরে যাবে।'

আমি উত্তেজিত স্বরে বললাম, 'ওহে তোমরা দাড়াও, এখনি সমস্ত দেখতে পাবে।'

আমার কথামতো গুড দশ মিনিট ধরে একটানা কখনও কোন কথা দু'বার না বলে যা তা মন্ত্রের মতো আওড়ে যেতে লাগলেন।

ইতোমধ্যে গ্রহণ আরম্ভ হয়ে গেছে। ছায়া এবার চাঁদকে গ্রাস করেছে। পাখিরা ভয়ে চিৎকার করে উঠে থেমে গেল। মোরগেরা শুধু ডাকতে লাগল। বাতাস ভারী ও ধূসর হয়ে আসছে। চাঁদের উজ্জ্বল চাকতির প্রায় আধখানা ছায়ায় ঢাকা পড়েছে। গুড তখন থেমে পড়লেন। স্ক্র্যাগা আর্তনাদ করে উঠল, 'চাঁদ নিবে যাবে, মায়াবারা চাঁদকে মেরে ফেলেছে। আমরা অন্ধকারে মবে যাব! আমবা এবার সকলে মরে যাব।' রাগে ও উন্মত্ততায় উত্তেজিত হয়ে স্ক্র্যাগা বর্শা উঁচু করে স্যার হেনরীর চওড়া বুকের ওপর সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটা মারলে।

আমাদের জামার নীচে পরা রাজার দেওয়া বর্মের কথা বোধহয় তার মনে ছিল না। প্রতিহত হয়ে তার বর্শা ফিরে এল। হেনরী তৎক্ষণাৎ স্ক্র্যাগার হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে সেটা তার দেহের মধ্যে আমূল বসিয়ে দিলেন। স্ক্র্যাগা তখনি মরে পড়ে গেল। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মেয়েরা পাগলের মতো ছুটতে লাগল । তখন রাজা নিজে, কয়েকজন রক্ষী সেনাপতি এবং গাগুল জোরে কুটিরের দিকে ছুট দিলে। ফুলাটা, ইনফাডুস আর কাল রাত্রে দেখা করতে আসা কয়েকজন সেনাপতি পড়ে রইল।

আমি বললাম, 'কি হে সেনাপতিরা। এই তো আমরা আমাদের যাদুবিদ্যার প্রমাণ দিলাম। তোমরা যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাক তবে তোমাদের উল্লিখিত জায়গায় শীগগির চল। যাদুর এখনো শেষ হয় নি। অন্ধকার এখনও এক ঘণ্টা থাকবে। এস আমরা সকলে এই অন্ধকারের সুযোগ গ্রহণ করি।'

ইনফাডুস যাওয়ার জন্য উদ্যত হল। আমরা তিনজন, ফুলাটা আর অন্যান্য সেনাপতিরা ইনফাডুসের পেছন নিলাম। গেটের কাছে যাওয়ার আগেই পূর্ণ গ্রহণ আরম্ভ হল।

আমরা সকলে হাত ধরাধরি করে হোচট খেতে খেতে অন্ধকারে ছুটে চললাম।

যুদ্ধের আগে

এক ঘণ্টা বা তারও বেশীক্ষণ চলার পরে চন্দ্রের গ্রহণ অনেকটা ছেড়ে গিয়ে মোটামটি বেশ ভালো ফুটে উঠল। আমরা তখন লু শহর ছাড়িয়ে একটা বড় রাস্তা চন্দ্রপটা ও প্রায় মাইল দুয়েক বেড়ওয়ালা একটা পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছি। পাহাড়টা মোট দুশো গজের বেশি উঁচু নয়। দেখতে অনেকটা ঘোড়ার খুরের আকারের। আমরা তার ওপরে ঘাসে-ছাওয়া একটা সমতলভূমিতে উঠে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা জনতা গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে। কোন কথা না বলে আমরা মালভূমিটার মাঝখানে একটা কুঁড়ে-ঘরে হাজির হয়ে দেখি দুজন লোক আমাদের আগেকার রাত্রে ছোটার সময়ে পেছনে ফেলে-আসা জিনিসপত্র নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ইনফাডুস আমাদের জানালে যে আগামী বিদ্রোহের সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবার জন্য আর প্রকৃত রাজা ইগনোসিকে দেখবার জন্য সে সমস্ত বড় সৈন্যবাহিনীকে আসতে বলেছে। আধঘণ্টার মধ্যেই কুকুয়ানা রাজ্যের বাছাই-করা কুড়ি হাজার সৈন্য এসে একটা খোলা জায়গায় জড়ো হল। আমরা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রধান সেনাপতিরা আমাদের ঘিরে ধরলে। তখন ইনফাডুস সকলকে চুপ করতে বলে জ্বালাময়ী ভাষায় তার

বক্তৃতা আরম্ভ করলে। প্রথমে সে বিবৃত করলেই গনোসির অতীত ইতিহাস ও পরে রাজা টোয়ালার নৃশংসতা এবং বিভীষিকাময় গতরাত্রের ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত রূপসী ফুলাটার কাহিনী। সে আরও জানালে যে তাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা নিজেদের শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাদের রাজ্য থেকে সবপ্রকার অন্যায় ও অবিচার মুছে ফেলবার জন্য সেখানে এসেছেন। তাঁরা প্রকৃত রাজা ইগনোসিকে তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ফুলাটাকে বাঁচাবার জন্য যাদুবলে গ্যাগাকে হত্যা করেছেন ও চাঁদের আলো নিবিয়ে দিয়েছেন। তাবা তাদের সাহায্য করবেন টোয়ালাকে সিংহাসনচ্যুত করে ন্যায়সঙ্গত রাজা ইগনোসিকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

চারিদিকে একটা সম্মতিসূচক গুঞ্জনের মধ্যে ইনফাডুস তার বক্তৃতা শেষ করার পর ইগনোসি সামনে এগিয়ে এল। ইনফাডুসের সমস্ত কথার পুনরুক্তি করে ইগনোসি শেষকালে বললে, 'সেনাপতি, সৈন্যবাহিনী ও সমবেত জনতা, আমার কথা শোন। ভ্রাতৃহন্তা নৃশংস রাজা টোয়ালা আর আমার মধ্যে তোমরা কাকে এ রাজ্যের রাজা বলে পছন্দ কর?' সে উচ্চ পদস্থ সেনাপতিদের দেখিয়ে বললে, 'এঁরা জানেন আমি সত্যিই ন্যায়সঙ্গত রাজা। রাজচিহ্নস্বরূপ আমার কোমরে এঁরা সাপের উল্কি দেখেছেন। এই সব শাদা মনিবেরা এঁদের সমস্ত যাদুবিদ্যা নিয়ে আমাদের দিকে থাকবেন। আর একটা কথা। যদি আমি রাজা হই এবং তোমরা আমার দিকে দাঁড়াও, তবে আমি তোমাদের সুখে, শান্তিতে ও সম্মানের সঙ্গে সংসার করবার ব্যবস্থা করে দেব। আমি রাজা হলে এ রাজ্যে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে। নরহত্যা দেখে তোমাদের আর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে

হবে না। বিনা কারণে মায়াশিকারিনীরা তোমাদের বেছে বার-করে তোমাদের মৃত্যু ঘটাতে পারবে না। আইনভঙ্গকারী ছাড়া আর কাউকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে না। এখন বল, তোমরা কাকে রাজা করতে চাও?'

—'আপনাকে, আপনাকে আমরা রাজা করতে চাই!' চারদিক থেকে চিৎকার উঠল।

—'বেশ। দেখ, সেনাপতিরা ও টোয়ালার দূতেরা লু শহর থেকে চারিদিকে যাচ্ছে সৈন্য সংঘবদ্ধ করবার জন্য। কাল-পরশু রাজা তার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সঙ্গে আমাদের আক্রমণ করবার জন্য আসবেন। তখন আমি দেখতে চাই, যারা আমাকে ভালোবাসে ও যারা মৃত্যুকে থোড়াই কেয়ার করে, তারা এসে আমাব পাশে দাঁড়াবে। আমি তাদেব আশ্বাস দিচ্ছি যে যুদ্ধের পর তাদের আমি ভুলব না। এখন সকলকে কুটিবে গিয়ে প্রস্তুত হতে হবে।'

সেনাপতিদের মধ্যে একজন হাত তুলে রাজপ্রণামের 'কুম' ধ্বনি করলে। তারপর সেনাবাহিনী দলে দলে বিভক্ত হয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে চলে গেল।

আধঘণ্টা পরে প্রত্যেক দলের সেনাপতিদের নিয়ে আমরা মন্ত্রণা-সভা বসালাম। এটা পরিষ্কার যে শীগগির আমরা বহু সংখ্যক সৈন্যেব দ্বারা আক্রান্ত হব। আমাদেব সুবিধে হচ্ছে যে আমরা পাহাড়ের ওপরে যেখানে আছি সেখান থেকে রাজা টোয়ালার সৈন্যসম্মিলন দেখতে পারি। আমাদের দলে আছে প্রায় বিশ হাজার লোক। তাদেব নিয়ে গঠিত সাতটা দল রাজ্যের সেরা সৈন্যদলগুলোর মধ্যে পড়ে। ইনফাডুস আর সেনাপতিদের অনুমান অনুসারে রাজা টোয়ালা ত্রিশ হাজার

সৈন্য তার দলে পেতে পারে। রাজা যে আমাদের দমন করবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইনফাডুস আর সেনাপতিরা বললে যে আক্রমণ হয়তো পরের দিন হবে এবং সেইজন্য আমাদের অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

আমরা এবার জায়গাটা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করলাম। পাহাড়ের ওপরে আসার পথগুলো বড় বড় পাথর দিয়ে আটকিয়ে দেওয়া হল। বিভিন্ন জায়গায় পাথর খণ্ড জড়ো করা হল নীচে গড়িয়ে ফেলবার জন্য। বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি পাততে বলা হল।

অবশেষে সূর্যাস্তের ঠিক আগে দেখলাম লু শহর থেকে একটা ছোট দল আমাদের পাহাড়ের দিকে আসছে। তার মধ্যে এক-জনের হাতে একটা তালপাতা দেখে বুঝতে পারলাম যে সে দূত। দলটা পাহাড়ের কাছে এলে আমরা তিনজন, ইগনোসি, ইনফাডুস আর দু'একজন সেনাপতি পাহাড়ের নীচে নেমে গেলাম। লোকটা আমাদের কাছে এসে বললে, 'ধন্যবাদ। যাঁরা রাজার বিরুদ্ধে অধর্মের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন তাদের রাজা ধন্যবাদ জানিয়েছেন।'

আমি রুক্ষকণ্ঠে বললাম, 'কি বলবে বল।'

—'আমি বলছি, অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার আগে আপনারা রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করুন। রাজা টোয়ালা মাত্র একটি শর্তে সন্ধি করতে প্রস্তুত আছেন। শর্তটি হচ্ছে, আপনাদের প্রতি দশজনের মধ্যে একজনকে মরতে হবে। কিন্তু শাদালোকদের মধ্যে যিনি স্ক্র্যাগাকে হত্যা করেছেন তাঁকে এবং ইনফাডুসকে নির্বাক দেবতাত্রয়ের কাছে বলি হিসেবে যন্ত্রণা দিয়ে মারা হবে।'

আমি অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে যাতে সমস্ত সৈন্যেরা শুনতে পায় এমন ভাবে চিৎকার করে বললাম, 'এই কুত্তা, যে রাজা তোকে পাঠিয়েছে তার কাছে ভালোয় ভালোয় তুই ফিরে যা। গিয়ে বল, কুকুয়ানাদেব দুর্ধর্ষ রাজা ইগনোসি, রাজবংশের ইনফাডুস, শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা এবং সমবেত সৈন্যদল বলেছে যে তারা আত্মসমর্পণ করবে না। এখন থেকে তুই সূর্যোদয়ের মধ্যে রাজা টোয়ালার মৃতদেহ গেটের কাছে শুকিয়ে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে। আব তার জায়গায় ইগনোসি সিংহাসনে বসবে। চাবুক মেরে তাড়ানোর আগে পালিয়ে যা।'

দূত হেসে বললে, 'অত গরম গবম কথা বলে আপনি আমাদের ভয় ধরাতে পারবেন না। বিদায়। আমাদের হয়তো আবার যুদ্ধে সাক্ষাৎ হবে।' এই বলে দূত চলে গেল।

সেদিন রাত্রে চাঁদের আলোতে কালকের যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলল। আমাদের মন্ত্রণা-সভায় দূতেরা সংবাদ নিয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগল। সমস্ত শিবির শুধু মাঝে মাঝে পাহারাদারদের হুঁশিয়ারির হুমকি ছাড়া একেবারে ঘুমিয়ে পড়ল। স্যার হেনরী ও আমি ইগনোসি ও আর একজন সেনানায়কের সঙ্গে পাহাড় থেকে নেমে সৈন্যদলের মধ্যে চক্কর দিয়ে এসে ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিলাম। ঠিক ভোর হওয়ার আগে ইনফাডুসের ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙল। ইনফাডুস জানালে যে লু শহরে খুব উদ্যোগ আয়োজন চলছে। তখন আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে লাগলাম। প্রত্যেকে ইস্পাতের বর্ম পরলাম। হেনরী নিজেকে স্থানীয় যোদ্ধাদের বেশে সজ্জিত করলেন। শেষকালে অবশ্য কোমরে রিভলবার ঝুলিয়ে নিতে ভুললেন না। আমি দরকারমতো পালাবার সুবিধার জন্য

খালি পায়ে থাকলাম। রিভলবার কোমরে ঝুলিয়ে শিকারী টুপিটা পরে তার ওপরে একটা মস্ত পালক আটকে বেঁধে নিলাম। এ সমস্ত ছাড়া সঙ্গে নিলাম রাইফেল আর যথেষ্ট পরিমাণে গুলি ও বারুদ। সেগুলো আমাদের পেছনে পেছনে লোক দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল।

আমাদের সাজসরঞ্জাম শেষ হলে তাড়াতাড়ি কিছু খাবার গিলে কাজের ভাবগতিক দেখবার জন্য বের হয়ে পড়লাম। মাল-ভূমির মাঝখানে ধূসর রঙের পাথরের মাথা-চ্যাপ্টা পাহাড়টাকে হেডকোয়ার্টার্স আর কনিংটাওয়ার এই দুই কাজেই ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হল। এখানে দেখলাম ইনফাড়ুস তার গ্রে সৈন্যদের নিয়ে বসে আছে। এই গ্রে সৈন্যের সংখ্যা হবে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো। কুকুয়ানাদেশের সেরা সৈন্য হচ্ছে এই সব গ্রে সৈন্য। এখনকার অতিরিক্ত সৈন্যের তালিকায় এদেব রাখা হল। এবার আমরা দেখলাম লু শহর থেকে লম্বা পিঁপড়ের সারের মতো রাজা টোয়ালার সৈন্যেরা এগিয়ে আসছে। সংখ্যায় তারা এগার থেকে বার হাজারের কম হবে না বলে মনে হল। শহর ছাড়িয়ে এসে সৈন্যেরা ব্যূহ রচনা করতে আরম্ভ করলে। একদল ডান দিকে গেল, একদল বাঁ দিকে আর একদল সরাসরি আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ইনফাড়ুস বললে, 'এ্যাঁ। এরা দেখছি আমাদের এক সঙ্গে তিনদিক থেকে আক্রমণ করতে চায়!'

খবরটা সাংঘাতিক হলেও এটা তখন সকলের মধ্যে প্রচার করার সময় ছিল না। আমরা বিভিন্ন দলকে ছাড়া ছাড়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে আদেশ পাঠালাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আক্রমণ

ধীরে ধীরে তিনটে সৈন্যশ্রেণী এগিয়ে আসতে লাগল। আমাদের থেকে শ পাঁচেক গজ দূরে এসে মাঝের শ্রেণীটা অশ্বক্ষুরাকৃতি পাহাড়ের সমতলভূমির খোলা জায়গায় এসে থামল; আর দুপাশের দুটো শ্রেণী পাহাড়ের দু'দিকে চলে গেল আমাদের ঘেরাও করবার জন্য। বুঝতে পারলাম ওরা তিনদিক থেকে আমাদের একযোগে আক্রমণ করতে চায়।

আমি গুডের কথামতো রাইফেলে টোটাভর্তি করে প্রস্তুত হয়ে থাকলাম। সামনের সৈন্যশ্রেণীর দলপতি যখন একটু এগিয়ে আমাদের অবস্থান দেখতে লাগল, তখন আমি তার বুক তাক করে গুলি করলাম। বারুদের ধোঁয়া ফিকে হলে দেখলাম, দলপতি ঠিক দাঁড়িয়ে আছে আর তার তিন পা বাঁ দিকে দাঁড়ানো সৈন্যটা মাটির ওপর মড়ার মতো পড়ে আছে। লক্ষ্যভ্রষ্টের জন্য খাপ্পা হয়ে আমি আবার পলায়মান দলপতিকে তাক করে গুলি করলাম। হাত ওপরে তুলে দলপতি ধড়াস করে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। এবার সামনের সৈন্যশ্রেণী ভয়ে এদিক-ওদিক পালাতে আরম্ভ করলে। হেনরী আর গুড রাইফেল তুলে এলোপাতাড়ি ভাবে সৈন্যদের গুলি করতে আরম্ভ করলেন। আমিও দু'চারটে গুলি করলাম। যতদূর আন্দাজ হল, সৈন্যেরা পাল্লার বাইরে যাওয়ার আগে তাদের আট দশজন মারা গেল।

গুলি করা থামানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডান ও বাঁ দিক থেকে ভয়ানক হল্লা শুনতে পেলাম। দু'দিক থেকে আর দুটো শ্রেণী আমাদের উপর আক্রমণ করলে। হৈচৈ করতে করতে সৈন্যেরা পাহাড়ের নীচেকার ঝাঁড়ি থেকে আমাদের সৈন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে এল। খানিকদূর তাড়িয়ে আনার পর ওদের গতি একটু মন্থর হল। এ পর্যন্ত আমরা কোনও বাধা দিই নি। আমাদের রক্ষী সৈন্যদের প্রথম শ্রেণী রয়েছে পাহাড়ের মাঝখানে ও দ্বিতীয় শ্রেণী তাদের থেকে পঞ্চাশ গজ পেছনে আর তৃতীয় শ্রেণী রয়েছে একেবারে পাহাড়ের ওপরকার মালভূমিটার কিনারায়।

সৈন্যরা যুদ্ধনিনাদ করতে করতে আসছে. 'টোয়ালা! টোয়ালা। খুন! খুন! হত্যা! হত্যা।'

আমাদের সৈন্যেরা হুংকার দিয়ে উঠল, 'ইগনোসি। ইগনোসি। হত্যা। হত্যা!'

যুদ্ধ আরম্ভ হতেই প্রথম শ্রেণী পিছু হটে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু কুড়িমিনিটের মধ্যেই আমাদের সৈন্যদল পিছু হটে তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দিলে। ইতোমধ্যে বিরুদ্ধ পক্ষের সৈন্যেরা যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া হতাহতও হয়েছে ওদের যথেষ্ট লোক। এ অবস্থায় তৃতীয় বার আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধ করে ওরা আর পেছনে হটিয়ে দিতে পারলে না। শত্রুপক্ষ এবার পেছনে সরে গেল। হেনরী তখন গুডকে নিয়ে যুদ্ধের সবচেয়ে সাংঘাতিক অংশে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শত্রুপক্ষ চিৎকার করে উঠল, 'মেরে ফেললে! মেরে ফেললে!' বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা এবার পেছনে সরে সরে একেবারে পাহাড়ের নীচে নেমে গেল। ঠিক সেই সময় দূত এসে খবর দিলে যে বিরুদ্ধ পক্ষকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দূতের সুসংবাদের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাতেই দেখি বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা ডান দিকে সমভূমির সৈন্যদের হারিয়ে দিয়ে আমাদের সৈন্যদের হুড়হুড় করে ঠেলে নিয়ে আসছে।

ইগনোসি চক্ষের পলকেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গ্রে সৈন্যদের সার দিয়ে দাঁড়াতে বললে। সে আদেশ করতেই বিভিন্ন দলপতিরা তার কথার পুনরুক্তি করলে। পরমুহূর্তেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। আমিও সেই সাংঘাতিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লাম। আমি যতটা সম্ভব ইগনোসির বিরাট দেহের পেছনে থাকলাম। মিনিট দুয়েকের মধ্যে আমরা আমাদের পলায়মান সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সৈন্যেরা সরে এসে আমাদের পেছনে ব্যূহরচনা করলে। সামনে তাকিয়ে দেখি একজন সৈন্য বর্শা উঁচিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে আমি ঠিক ওর সামনে শুয়ে পড়লাম। দুর্বৃত্তটা টাল সামলাতে না পেরে ঠিক আমার ওপর দিয়ে ওপাশে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। ও ওঠার আগেই আমি উঠে পড়ে রিভলবার দিয়ে গুলি করে ওকে শেষ করলাম। এমন সময় কে যেন আমার মাথায় বাড়ি মারলে। ব্যাস, তার পরে আমার আর কিছু মনে ছিল না।

জ্ঞান হলে দেখি আমি মালভূমিটার মধ্যবর্তী পাহাড়টার কাছ শুয়ে আছি আর গুড একটা জলপাত্র হাতে আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছেন।

উদ্বিগ্নভাবে গুড জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে, কোয়া-টারমেন ?'

আমি উঠে নিজেকে ঝাড়া দিয়ে বললাম, 'মন্দ লাগছে না, গুড।'

—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনাকে বয়ে নিয়ে আসতে দেখে ভেবেছিলাম আপনি মারা গেছেন।'

—'এখনও মরার সময় হয় নি। যতদূর মনে পড়ে কে আমার মাথায় বাড়ি মারে আর তাতেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। যা হোক, শেষ পর্যন্ত কি হল ?'

—'হবে আর কি ! সব জায়গা থেকে ওদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ সাংঘাতিক। আমাদের দু' হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছে। হাজার তিনেক মারা গেছে।'

এমন সময় গুডের কথায় তাকিয়ে দেখি চারটে লম্বা সারি দিয়ে লোক এগিয়ে আসছে। চারজনের প্রতিটি দল একটা করে চামড়ার ট্রের চারকোণায় আটকানো আংটা ধরে সেটাকে বয়ে নিয়ে আসছে। জানতে পারলাম প্রত্যেক পল্টনে দশজন করে চিকিৎসক থাকে। আহত লোকদের কাছে এসে যদি চিকিৎসকেরা বোঝে যে আঘাত সাংঘাতিক নয়, তবে তখনি তাকে এই সব ট্রেতে করে নিয়ে গিয়ে অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আর যদি চিকিৎসকেরা আহতদেব অবস্থা দেখে হতাশ হয়, তবে একজন চিকিৎসক পরীক্ষা করবার অছিলায় ধারাল ছুরি দিয়ে একটা ধমনী কেটে দেয় আর আহত লোকটি দু'এক মিনিটেব মধ্যেই সকল জ্বালা থেকে মুক্তি পায়। চিকিৎসার এই সব ভয়াবহ দৃশ্য না দেখে আমি পাহাড়টার অপর দিকে গিয়ে দেখি স্যার হেনরীর সঙ্গে ইগনোসি, ইনফাডুস ও আরও দু'একজন সেনাপতি বসে আলাপ-আলোচনা করছে।

—'আরে কোয়াটারমেন যে ! ভগবানকে ধন্যবাদ। এখন শুনুন ইগনোসি কি করতে চায়। মনে হচ্ছে যদিও আজ আমরা ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি তবুও রাজা আবার নতুন সৈন্য সংগ্রহ

করছে। উপোস করিয়ে মারবার জন্য নাকি ওরা আমাদের অবরোধ করতে চায়।'

—'তা হতে পারে না।'

—'হ্যাঁ, হে হ্যাঁ। ইনফাডুস বলছে যে, আমাদের জলের অবস্থা সঙ্গীন।'

ইনফাডুস বললে, 'হাঁ, হুজুর, ঠিক বলেছেন। সামান্য ঝরনার জলে এতগুলো লোকের চলে না। তাছাড়া ঝরনার জলও তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসছে। রাত কাবার হওয়ার আগেই জল ফুরিয়ে যাবে। ম্যাকুমাঝন, আপনি তার আগেই একটা উপায় ভেবে ঠিক করুন।'

আমি তাড়াতাড়ি গুড আর হেনরীর সঙ্গে পরামর্শ করে বললাম যে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা অন্য রকমে করা অসম্ভব বিবেচনা করে এখন আমাদের সৈন্যদের রাজা টোয়ালার দলকে আক্রমণ করতে বলা উচিত। ক্ষতস্থানগুলো আড়ষ্ট হওয়ার আগে এবং রাজা টোয়ালার সৈন্য সংখ্যা দেখে এরা দমে যাওয়ার আগেই আমাদের সৈন্যদের আক্রমণ করতে বলতে হবে।

সকলেই আমার কথার সমর্থন করলে। হেনরীও মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। ইগনোসি বললে যে এখন সৈন্যরা খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করছে। অন্ধকার ঘন হলে ইনফাডুস তার পল্টনের সঙ্গে আর একটা পল্টন নিয়ে নীচেকার সবুজ জমির ফাঁকা মুখের কাছে নেমে যাবে। টোয়ালা তাকে দেখতে পেয়েই সৈন্যদল নিয়ে তাকে আক্রমণ করতে আসবে। কিন্তু তারা সরু মুখ দিয়ে একজনের বেশি একবারে আসতে পারবে না। তখন এক একজন করে সকলকে কচুকাটা করে ফেলা সহজ হবে। হেনরী এই পল্টনের সঙ্গে যাবেন।

ইগনোসি আর আমি যাব দ্বিতীয় একটা পল্টন নিয়ে ইনফাডুসের পল্টনের পেছনে। টোয়ালার সেনাবাহিনী যখন ইনফাডুসের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকবে, তখন আমরা ছ' হাজার সৈন্য নিয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্ত ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে টোয়ালার সৈন্যদলকে বাঁ দিক থেকে আক্রমণ করব। আর এক তৃতীয়াংশ সৈন্য বামপ্রান্ত ধরে নেমে টোয়ালার সৈন্য-দলের ডানদিক আক্রমণ করবে। ইগনোসি তখন টোয়ালার সৈন্য-বাহিনীকে মুখোমুখি আক্রমণ করবে।

ইনফাডুস ইগনোসির প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বললে যে গুড দক্ষিণপ্রান্তগামী সৈন্যদের সঙ্গে যাবেন।

ইগনোসির কথামতো কাজ করা হল। গুড এসে হেনরী আর আমার সঙ্গে করমর্দন করে গেলেন। ইনফাডুস এসে হেনরীকে গ্রে পল্টনের সামনে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলে এবং আমি নানা সংশয় মনে নিয়ে ইগনোসির সঙ্গে চললাম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গ্রে সৈন্যদের শেষ অবস্থান

অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই টোয়ালার গুপ্তচরদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াবার জন্য পাশ থেকে আক্রমণ করবার সৈন্যদল নীরবে এগিয়ে চলল। গ্রে এবং বাফেলো সৈন্যদল পল্টনের সারির মাঝখানে ছিল, যুদ্ধের তীব্রতম আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য। সকালের যুদ্ধে গ্রে এবং বাফেলো সৈন্যদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক সৈন্য মারা গিয়েছিল। বৃদ্ধ ইনফাডুস সৈন্যদের সাহস ও মনোবল ঠিকমতো বজায় রাখবার জন্য বক্তৃতা দিয়ে সৈন্যদলকে উত্তেজিত করতে লাগল। তারপর গ্রে সৈন্যরা তিনটে সারি করে ব্যূহ রচনা করলে। প্রত্যেক সারিতে সেনাপতি বাদে সৈন্য ছিল অন্তত এক হাজার। তারপর তাদের শেষ সারি যখন আগেকার জায়গা ছেড়ে প্রায় পাঁচ শত গজ এগিয়েছে তখন ইগনোসি বাফেলো ও গ্রে সৈন্যদের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাফেলো সৈন্যদেরও গ্রে সৈন্যদের মতো তিন সারিতে ভাগ করে দাঁড় করানো হয়েছিল।

ইগনোসির কাছ থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ পেয়ে আমরা চলতে শুরু করলাম। আমরা যখন মালভূমিটার কিনারায় এসে পৌঁছলাম তখন গ্রে সৈন্যেরা পাহাড়ের ঢালুর প্রায় মাঝামাঝি নেমে গিয়েছে, যেখানে ঘাসে ঢাকা জমিটা পাহাড়ের বাঁকের মধ্যে ঢুকে গিয়ে এই ঢালুর শেষ হয়েছে ঠিক

'সেই ভূখণ্ডের খোলা মুখে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য। সমতল ভূমির ওপারে টোয়ালার শিবিরে ভয়ানক উত্তেজনা দেখা যাচ্ছিল এবং দলে দলে সৈন্য ঐ ভূমিখণ্ডের মুখে পৌঁছবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল। আমাদের গ্রে সৈন্যদের তিনটে সারি তার আগেই ভূমিখণ্ডেব মুখে গিয়ে দাঁড়াবার পরে আমরা বাফেলো সৈন্যদের সঙ্গে গ্রে সৈন্যদেব তৃতীয় সারির প্রায় একশ গজ দূরে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে দাড়ালাম। তাকিয়ে দেখলাম, টোয়ালার সৈন্যেরা খুব জোবে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের সংখ্যা মোট চল্লিশ হাজারের কম হবে না।

ভূমিখণ্ডের মুখে পৌঁছে টোয়ালার সৈন্যেরা ইতস্ততঃ করতে লাগল। ওরা দেখলে গিরিসঙ্কটের মধ্যে একবারে মাত্র একটা সেনাবাহিনী এগোতে পারে এবং মুখ থেকে মাত্র সত্তর গজ দূরে কুকুয়ানাদেশের সেরা গ্রে সৈন্যদেব বিরাট বাহিনী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সামনে ছাড়া অন্যদিকে আক্রমণ করবার উপায় নেই। এই অবস্থায় কি করবে ঠিক করতে না পেরে টোয়ালার সৈন্যেরা ইতস্ততঃ করে দাঁড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে উটপাখির পালকের শিরস্ত্রাণ পরা একজন দীর্ঘাকৃতি সেনাপতি একদল সেনাপতির সঙ্গে দৌড়ে এগিয়ে এল। মনে হল, এই দীর্ঘাকৃতি সেনাপতি হচ্ছে রাজা টোয়ালা স্বয়ং। টোয়ালার আদেশে প্রথম পল্টন চিৎকার করে গিরিসঙ্কটের মধ্যে গ্রে সৈন্যদের দিকে এগিয়ে গেল। গ্রে সৈন্যেরা তার জবাবে বর্শা উঁচু করে সামনে ছুটে আসতেই দুই বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আক্রমণকারী সৈন্যেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। গ্রে সৈন্যের মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মারা গেল। তারপরে গ্রে সৈন্যেরা আবার পাশাপাশি আগেকার

মতো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ওদিকে হেনরী সৈন্যদল সাজাবার জন্য এদিকে ওদিকে ঘোরা-ফেরা করছেন দেখে আমরা এবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেলাম। ইগনোসি আদেশ করলে আহত সৈন্যদের মধ্যে কাউকে যেন মেরে ফেলা না হয়। শীঘ্র ইগনোসির আদেশ পালিত হল। এবার ওদের সাদা পোশাকের সঙ্গে পালক ও ঢালধারী দ্বিতীয় পল্টন আমাদের অবশিষ্ট দু'হাজার গ্রে সৈন্যদের আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। যখন দেখা গেল শত্রুপক্ষের সৈন্যদল ত্রিশ গজের কাছাকাছির মধ্যে এসে পড়েছে, তখন অদম্য শক্তিতে আমাদের সৈন্যেরা ওদেব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে মনে হল, এবার গ্রে সৈন্যদের পেরে ওঠা অসম্ভব। কিন্তু শীগগীর আমাদের সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হল। খানিকক্ষণ সাংঘাতিক যুদ্ধের পরে প্রতিপক্ষ সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পেছনে ছুটতে আরম্ভ করলে। আমাদের তিন হাজার সৈন্যদের মধ্যে অবশিষ্ট রইল মাত্র ছয় শত সৈন্য। তারা পিছু না হটে জয়ের উল্লাসে মাথার ওপরে বর্শা ঘুরিয়ে পলায়মান সৈন্যদলের পিছনে তাড়া করে সামনে একশ গজ এগিয়ে গেল ও একটা ছোট মাটির পাহাড়ের ওপর তিনটে সারি দিয়ে আংটির মতো একটা ব্যূহ রচনা করলে। সামনে তাকিয়ে দেখি ইনফাডুসের সঙ্গে অক্ষত অবস্থায় হেনরী পাহাড়টার ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন।

টোয়ালার সৈন্যেরা তৃতীয়বার আক্রমণ করাতে আবার যুদ্ধের সূচনা হল। আমার কথামতো ইগনোসি যুদ্ধকুঠার তুলে সংকেত করলে একদল সৈন্য ছোট পাহাড়টার কাছে ছুটে গিয়ে টোয়ালার সৈন্যদলকে পিছন থেকে প্রচণ্ড যুদ্ধনিনাদ তুলে আক্রমণ

করলে। তারপরে যে কি হল তা আমার পক্ষে ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। মাথার মধ্যে কি রকম যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। মস্তিষ্ক সুস্থ হলে দেখলাম আমি ছোট পাহাড়টার ওপর অবশিষ্ট গ্রে সৈন্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন হেনরী স্বয়ং।

হঠাৎ 'টোয়ালা, টোয়ালা' বলে একটা চীৎকার উঠল। জনতার মধ্য থেকে বর্ম, ঢাল ও যুদ্ধকুঠাবে সজ্জিত হয়ে একচোখ কানা রাজা টোয়ালা আমাদের দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এল। 'কোথায় আমার পুত্রহন্তা ইনকুবু?' বলে চিৎকার করে রাজা টোয়ালা হেনরীব দিকে একটা বর্শা ছুঁড়ে মাবলে হেনরী সেটাকে ঢাল দিয়ে আটকালেন। তখন সে চিৎকার করে হেনবীর দিকে লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে এমন প্রচণ্ড জোবে তাব যুদ্ধকুঠার হেনরীর ঢালের ওপর মারলে যে হেনরীর মতো শক্তিমান লোককেও হাটুর ওপর বসে পড়ে ধাক্কা সামলাতে হল। সেই মুহূর্তে আমাদের চারিপাশের পল্টনের মধ্যে থেকে একটা আর্তনাদ উঠল। চেয়ে দেখি সমতল ভূমির বাঁ ও ডান দিক আক্রমণকারী যোদ্ধাদের ভিড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তখন পাশ থেকে সৈন্যদলেবা আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। এদিকে ইগনোসির পরামর্শ অনুযায়ী সৈন্যসমাবেশ করাতে কিছু দূরে আমাদের পল্টনের মাঝখানে দাঁড়ানো অবশিষ্ট গ্রে ও বাফেলো সৈন্যদের চারপাশের রক্তাক্ত যুদ্ধের ওপরেই কেবল টোয়ালার সমস্ত সৈন্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকল। দু'পাশের পাহাড়ের ওপর দিয়ে আমাদের অন্যান্য সৈন্যের অগ্রগতির কথা টোয়ালার সৈন্যেরা ভাবতেও পারে নি। ফলে টোয়ালার সৈন্যেরা আত্মরক্ষার জন্য ব্যূহ রচনা করবার আগেই আমাদের সৈন্যেরা দু'পাশ থেকে ওদের

আক্রমণ করলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। টোয়ালার সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে লু এবং আমাদের মধ্যে অবস্থিত প্রান্তরের ওপর দিয়ে পালাতে আরম্ভ করলে। এই সুযোগ বুঝে আমাদের বাফেলো সৈন্যেরা লুর দিকে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যেতে লাগল। ইগনোসি সংবাদ পাঠালে ইনফাডুস, হেনরী ও আমাকে তার সঙ্গে যোগ দিতে। অবশিষ্ট গ্রে সৈন্যদের নব্বইজনকে আহতদের একজায়গায় জড়ো করবার আদেশ দিয়ে আমরা ইগনোসির সঙ্গে মিলিত হলাম। ইগনোসি জানালে যে সে লুর দিকে এগিয়ে গিয়ে যদি সম্ভব হয় তবে রাজা টোয়ালাকে বন্দী করে তার বিজয়কে সম্পূর্ণ করবে। বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই চোখে পড়ল একটা পিঁপড়ের ঢিপির ওপর আমাদের থেকে একশ পা দূরে গুড বসে আছেন। তাঁর কাছে একটা সৈনিক মৃতের মতো পড়ে আছে। হঠাৎ একটা সাংঘাতিক অঘটন ঘটল। মৃতের মতো পড়ে থাকা সৈন্যটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গুডকে ধাক্কা মেরে উলটে ফেলে দিয়ে বর্শা মারতে লাগল। আমরা ভয়ে পাগলের মতো হয়ে সামনের দিকে ছুটে গেলাম। কাছে এসে দেখি শক্তিমান যোদ্ধাটা গুডের শায়িত দেহের ওপর বারবার বর্শা দিয়ে আঘাত করছে। আমাদের আসতে দেখে সৈন্যটা শেষবারের মতো বর্শা দিয়ে একটা ভীষণ আঘাত হেনে চিৎকার করে একদিকে ছুট দিলে। গুড আর নড়লেন না দেখে মনে করলাম, আমাদের হতভাগ্য বন্ধুটির দফা রফা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমরা এগিয়ে এসে যখন দেখলাম গুড যদিও বিবর্ণ ও অচেতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন, তবুও তাঁর ঠোঁটে লেগে রয়েছে এক প্রশান্ত হাসি এবং চোখে তাঁর চশমা যথাস্থানে রয়েছে, তখন আমরা সত্যিই বিস্মিত হলাম।

পরীক্ষা করে দেখা গেল গুডের পায়ে একটা বর্শার বিষম আঘাত লেগেছে। যেশ আঘাতটা বর্ম পরে থাকার জন্যে তাঁকে থেঁতলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নি। সেই সময় তাঁর কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলে আহতদের জন্য ব্যবহৃত গাছের শাখা নির্মিত ঢালের মতো একটা জিনিসের ওপর তাঁকে তুলে আমাদের সঙ্গে বহন করে নিয়ে চললাম।

এইভাবে অনেকক্ষণ চলার পরে দেখলাম লুর সবচেয়ে নিকটতম গেটের কাছে ইগনোসির আদেশমতো একদল সৈন্য আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অবশিষ্ট সৈন্যেবা রয়েছে শহবের অন্যান্য বহির্দ্বাবেব দিকে মুখ করে।

আমাদের দেখে নিকটতম গেটেব কাছে দণ্ডায়মান সৈন্যদের সেনাপতি ইগনোসির কাছে এসে সংবাদ দিলে যে টোয়ালাব সৈন্য-দল এই শহরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। ইগনোসি আমাদের পরামর্শ মতো দ্বাররক্ষাকারী শত্রু সৈন্যদের কাছে দূত পাঠিয়ে জানালে যে সৈন্যেরা অস্ত্র ত্যাগ করলে সে তাদের জীবন-রক্ষার জন্য রাজোচিত দায়িত্ব গ্রহণ কববে। তার উত্তরে শীঘ্রই শত্রু-পক্ষের সৈন্যেরা পরিখার ওপবে তোলা-সাঁকো ফেলে দিযে সমস্ত দ্বার খুলে দিলে। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সমস্ত রকম সতর্কতা নিয়ে আমরা শহরের মধ্যে ঢুকলাম। দেখলাম রাস্তার দু'ধারে ভগ্নহৃদয় যোদ্ধারা পায়ের কাছে তাদের বর্শা ও ঢাল রেখে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। ইগনোসির যাওয়ার সময় সকলে তাকে রাজ-অভিবাদন করলে।

তারপরে আমরা সোজা টোয়ালার কুটিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। চোখে পড়ল কুটিরের সামনে বিরাট প্রাঙ্গণের অন্য-দিকে রাজা টোয়ালা বসে এবং সঙ্গে রয়েছে অনুচরদের মধ্যে

শুধু গাগুল। আমরা সোজা ফাঁকা প্রাঙ্গণটা পেরিয়ে রাজা টৌয়ালার দিকে এগিয়ে গেলাম। অবশেষে রাজা টৌয়ালা থেকে যখন আমরা মাত্র পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়লাম তখন সঙ্গের সেনাবাহিনীকে সেখানে দাঁড় করিয়ে অল্প কিছু সংখ্যক দেহরক্ষী নিয়ে গাগুল ও টৌয়ালার দিকে অগ্রসর হলাম। রাজা টৌয়ালা তখন পালকের শিরস্ত্রাণ পরা মাথাটা উঁচু করে তার এক চোখের তীব্র দৃষ্টি ইগনোসির ওপর নিবদ্ধ করে তিক্ত বিদ্রূপে বলে উঠল, 'ওহে, রাজা, ওখানেই থেমে পড়। তুমি আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ এবং সাদা মানুষের ইন্দ্রজালের সাহায্যে আমার সৈন্যদলকে বিভ্রান্ত করে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছ। এখন তুমি কি করতে চাও?'

ইগনোসি কঠিন ভাবে জবাব দিলে, 'আমার পিতার সিংহাসনে বসার জন্য তুমি যা করেছ আমিও শুধু তাই করতে চাই।'

—'বেশ।' টৌয়ালা বললে, 'আমি কুকুয়ানাদেশের সনাতন নিয়মে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে মরতে চাই। আশা করি তুমি তাতে অমত করবে না।'

—'বেশ। তোমার প্রার্থনা পূরণ করা গেল। তুমি বেছে নাও কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি না, কেননা রাজা কখনও দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামে না।'

টৌয়ালা তার সেই সাংঘাতিক চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সৈন্যদলের সকলকে একবার দেখলে। তারপর সে হেনরীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাইলে। আমি ও ইগনোসি তার প্রস্তাবে কর্ণপাত না করে বারবার হেনরীকে নিবৃত্ত করতে চাইলাম, কিন্তু তিনি শুনলেন না। হেনরী যুদ্ধকুঠার হাতে এগিয়ে গেলেন।

টোয়ালা হিংস্র হাসি হেসে হেনরীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। খানিকক্ষণ ভয়ানক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের পর হেনরীর কুঠারের ঘায়ে টোয়ালার কাটা মুণ্ডু ঘাড় থেকে ছিটকে পড়ল। টোয়ালার কাটা মুণ্ডুটা মাটির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে থামল এসে একেবারে ইগনোসির পায়ের কাছে। মুহূর্তের জন্য টোয়ালার মুণ্ডুহীন ধড়টা মাটির ওপর একবার উঠে দাঁড়িয়ে ভারী একটা শব্দের সঙ্গে তার ওপর পড়ে গেল। হেনরীও যুদ্ধ-শ্রমে অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলেন। তাকে তুলে এনে চোখে ও মুখে কিছুক্ষণ জলের ঝাপটা দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর জ্ঞান আনা হল। তখন ভূলুণ্ঠিত টোয়ালার মাথার কাছে গিয়ে আমি তার কপাল থেকে বড় হীরেটা তুলে নিয়ে ইগনোসির হাতে দিলাম। ইগনোসি হীরেটা কপালের ওপব বেধে টোয়ালার দেহটার কাছে গিয়ে তার বুকের ওপব পা বেখে কি একটা জয়গাথা আওড়াতে লাগল। এইভাবে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সত্যি হল। বাজা টোয়ালার মৃতদেহ টোয়ালাব গেটের কাছে বৃদ্ধ বাধার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পড়ে শুকিয়ে কাঠ হতে লাগল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গুড অসুস্থ হয়ে পড়লেন

যুদ্ধের পর স্যার হেনরী আর গুডকে রাজা টোয়ালার কুটিরে নিয়ে যাওয়া হল। আমি ওখানে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে দেখা করলাম। রক্তপাতে ও ক্লান্তিতে ওঁরা দুজনেই খুব অবসন্ন, কেবল আমার অবস্থাই খানিকটা ভালো। ফুলাটার জীবন বাঁচানোর পর থেকে ও আমাদের পরিচারিকা নিযুক্ত হয়েছিল। এখন ফুলাটা হেনরী ও গুডের পরিচর্যা করতে লাগল। হেনরী আর গুডের ক্ষত-বিক্ষত দেহকে শুধুমাত্র রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড বলে মনে হচ্ছে। ফুলাটা খানিকটা সুগন্ধি পাতা থেঁতো করে ক্ষতস্থানে লাগাতে ওঁরা খানিকটা আরাম বোধ করলেন। গুড ছিলেন ভালো অস্ত্রচিকিৎসক। তিনি হেনরী ও নিজের ক্ষতগুলো ভালো করে ধুয়ে সেলাই করে দিলেন। এর ওপর পচন-নিবারক মলম খুব ভালো করে লাগিয়ে রুমাল দিয়ে ক্ষতগুলো বেঁধে দেওয়া হল। ইতোমধ্যে ফুলাটা আমাদের জন্য কড়া শুরুয়া রাঁধলে আমরা খাওয়া-দাওয়া করে টোয়ালার ঘরে লোমের কম্বলের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল হলে দেখি গুডের ভয়ানক জ্বর হয়েছে এবং জ্বরের ঘোরে ক্রমেই তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ছেন। তাছাড়া তাঁর থুতুর সঙ্গে রক্ত বেরতে লাগল। বুঝতে বাকী রইল না যে তাঁর দেহের মধ্যে কোনো গভীর ক্ষত হয়েছে। মুখের ক্ষতগুলো ছাড়া

হেনরীকেই যা একটু চাঙ্গা বলে মনে হল। বেলা আটটার সময় ইনফাডুস এসে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলে এবং গুডের অবস্থা দেখে ভারী দুঃখিত হল। ইনফাডুস জানালে যে টোয়া-লার সমস্ত সেনাবাহিনী ইগনোসির বশ্যতা স্বীকার করেছে। রাজার সেনাপতিরাও তাকে বশ্যতা জানাচ্ছে। হেনরীর হাতে টোয়ালার মৃত্যু রাজ্য থেকে সমস্ত অশান্তির সম্ভাবনা মুছে দিয়েছে।

সকালের মধ্যেই ইগনোসির সঙ্গে আমাদের একবার দেখা হল। ইগনোসি জানালে যে দু'সপ্তাহের মধ্যে নিজেকে রাজ্যের লোকেদের সঙ্গে পরিচিত করবার জন্য সে একটা মস্ত ভোজের আযোজন কববে। গাগুল সম্পর্কে কি করা হবে জানতে চাইলে সে বললে যে সে গাগুল ও তার সমস্ত মায়া-শিকাবিনীদেব মেরে ফেলতে চায়। আমি বললাম, 'গাগুল অভিজ্ঞা বমনী। ও অনেক কিছু জানে। জ্ঞানকে নষ্ট কবে ফেলা সোজা কিন্তু সংগ্রহ করা সোজা নয়।'

তখন ইগনোসি বললে, 'ঠিক বলেছেন। একমাত্র গাগুলই তিন কুহকিনী পাহাড়ের ভেতরকাব গুপ্ততত্ত্ব জানে।'

আমি বললাম, 'ঐ তিন কুহকিনী পাহাড়েই হীরে আছে, ইগনোসি। তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলো না। তুমি আমাদের ঐ খনিব মধ্যে নিয়ে যাবে। আর তাব জন্য গাগুলকে যদি এ যাত্রা ছেড়ে দিতে হয় তবে তাও দিতে হবে।'

—'না, মাকুমাঝন, আমি আমাব প্রতিজ্ঞা কখনও ভুলব না। আপনার কথা আমি ভেবে দেখব।'

ওখান থেকে ফিরে এসে আমাদের ঘরে ঢুকে দেখি গুডের অবস্থা ভয়ানক। ক্ষতের তাড়সে তাঁব খুব বেশী জ্বর হয়েছে এবং তিনি ভুল বকতে আরম্ভ কবেছেন। চাব-পাঁচদিন গুডের

টোয়ালা···হেনরীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। (পৃষ্ঠা ১২৬)

অবস্থা ভয়ানক সঙ্গীন রইল। একমাত্র ফুলাটার অক্লান্ত সেবায় তিনি সে-যাত্রা বেঁচে গেলেন। আমরা তাঁর আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কেবল ফুলাটা মুখে কোনো হতাশার কথা না এনে দিবারাত্র অক্লান্তভাবে তাঁকে আন্তরিক পরিচর্যা করে গেল।

গুড সেরে ওঠার কয়েকদিন পরেই ইগনোসি তার মন্ত্রণা-সভা বসালে এবং কুকুয়ানাদেশের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা রাজা বলে স্বীকৃত হল। ঐদিন আগেকার অবশিষ্ট গ্রে সৈন্যদের ইগনোসি নবগঠিত গ্রে সৈন্যদের মধ্যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করলে এবং প্রত্যেককে অনেকগুলো করে গৃহপালিত পশু উপহার দিলে। কুকুয়ানা রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করা হল যে যতদিন আমরা সেখানে থাকব ততদিন সকলে আমাদের রাজসম্মান দেখাবে এবং আমাদের রাজার মতো অভিবাদন করবে। উৎসবের শেষে আমরা ইগনোসিকে বললাম যে আমরা তিন কুহকিনী পাহাড়ের খনির রহস্যোদ্ধার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমরা জানতে চাইলাম যে সে এ বিষয়ে কিছু জানতে পারলে কিনা।

ইগনোসি বললে, 'আমি খানিকটা জানতে পেরেছি। ঐ পাহাড়ে যে তিনটি স্তম্ভিকায় মূর্তি বসে আছে তাদের এখানে নির্বাক দেবতাত্রয় বলে। ঐ মূর্তিত্রয়ের কাছে রাজা টোয়ালা ফুলাটাকে উৎসর্গ করতে গিয়েছিল। ঐ পাহাড়ের নীচে একটা গভীর গুহার মধ্যে এদেশের রাজাদের কবর দেওয়া হয়। রাজা টোয়ালাকেও ঐখানে কবর দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটা খুব বড় গর্ত আছে। কোনো সময় আপনারা যে পাথরের কথা বলছেন তার জন্যই কোনো রাজা হয়তো ঐ গর্ত খুঁড়িয়েছিলেন। ঐখানে মৃত্যুভূমিতে একটা গুপ্তকক্ষ আছে। রাজা ও গাগুল ছাড়া ঐ ভাণ্ডারের খবর কেউ জানে না। টোয়ালা জানতেন,

কিন্তু তিনি তো মরে গেছেন। আমি এ গুপ্তকক্ষের খবর জানি না, আর মনে হয় জানতেও পারব না।

এদেশে একটা প্রবাদ আছে যে কয়েক পুরুষ আগে একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি পর্বত ডিঙিয়ে ঐ রাজ্যে আসে। একজন স্ত্রীলোক তাকে গুপ্তকক্ষে নিয়ে গিয়ে ধনরত্ন দেখায়, কিন্তু ঐ ধনরত্ন নিয়ে শ্বেতাঙ্গ লোকটির ফিরে যাওয়ার আগে তার সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকটি বিশ্বাসঘাতকতা করে। রাজা তখন লোকটিকে তাড়িয়ে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যান। সেই থেকে আর কেউ ঐ কক্ষের মধ্যে ঢোকে নি।'

আমি বললাম, 'তোমার গল্প সত্যি, ইগনোসি। আমরা পাহাড়ের ওপর ঐ সাদা লোকের কঙ্কাল দেখতে পেয়েছি। তোমার কপালের জ্বলজ্বলে হীরে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ঐ গুপ্ত-কক্ষে হীরে আছে। প্রথমে আমাদের ঐ গুপ্তকক্ষ খুঁজে বার করতে হবে।'

ইগনোসি বললে, 'গাগুল ছাড়া তো কেউ আপনাদের সে গুপ্তভাণ্ডার দেখাতে পারবে না।'

—'তাব যদি সে না দেখায় তবে?'

—'তবে তাকে মরতে হবে। একমাত্র এর জন্য ওকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি।'

এবার ইগনোসি একজন দূতকে আদেশ করলে গাগুলকে ধরে আনতে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে দুজন রক্ষী গাগুলকে ধরে নিয়ে এল। ইগনোসির আদেশে রক্ষীরা গাগুলকে ছেড়ে সরে দাঁড়াতেই সে মেঝের ওপর জবুথবু হয়ে বসে পড়ল।

ইগনোসি বললে, 'শোন, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে

চাই! জ্বলজ্বলে পাথরে ভর্তি গুপ্তকক্ষ তোমায় দেখিয়ে দিতে হবে।'

—'হা! হা! হা!' গাগুল অট্টহাস্য করে উঠল। বাঁশীর মতো তীক্ষ্নস্বরে বললে, 'আমি ছাড়া আর কেউ সে ভাণ্ডারের খবর জানে না। আমি কখনই সে কক্ষের খবর বলব না। এই সব সাদা শয়তানদের খালি হাতে ফিরে যেতে হবে।'

ইগনোসি বললে, 'বেশ, তাহলে তোমায় তিলে তিলে মরতে হবে।'

—'মরতে হবে!' ভয়ে ও রাগে গাগুল তীক্ষ্নকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে তোমরা স্পর্শ করতেও সাহসী হও না। তোমরা জান না আমি কে ও কত বছব এই দেশে জীবিত আছি!'

ইগনোসি গর্জে উঠল, 'চোপরাও। যা বলছি তার উত্তর দাও। তুমি আমাদের সেই গুপ্তকক্ষ দেখাতে পারবে কিনা বল। যদি না পাব তবে তোমায এখুনি মরতে হবে।' ইগনোসি একটা বর্শা তুলে গাগুলেব মাথাব ওপর ধরলে।

—'আমি তা দেখাব না, না, না। আমাকে মারবার স্পর্ধা রেখো না। যে আমাকে মারবে চিরদিনের জন্য সে অভিশপ্ত হবে।'

আস্তে আস্তে ইগনোসি বর্শাটা নামিয়ে গাগুলেব গায়ে ছোঁয়াতেই গাগুল চিৎকার করে লাফ দিযে উঠে দাঁড়িয়ে আবার পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

—'দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমি দেখিয়ে দেব। আমায় মের না।'

—'এই তো চাই। কাল ইনফাডুস আর আমার সাদা

ভাইদের সঙ্গে তুমি ঐ জায়গায় যাবে। যদি তুমি গুপ্তকক্ষ না দেখাও তবে তোমায় তিলে তিলে মরতে হবে।'

—'হাঁ, আমি তোমাদের তা দেখিয়ে দেব। আমার কথার খেলাপ হয় না। হা! হা! হা! একবার একজন সাদা-লোককে একজন মেয়েলোক ঐ রত্নভাণ্ডার দেখিয়ে দেয়। তার নামও গাগুল! ঘটনাক্রমে আমিই সেই মেয়েলোক!'

আমি বললাম, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ। সে তো দশপুরুষ আগেকার কথা।'

—'হ্যাঁ, তা হতে পারে। অনেক দিন বাঁচলে অনেক পুরনো স্মৃতি মনে থাকে না। আমার মায়ের মা আমাকে একথা বলে-ছিলেন। তার নামও গাগুল ছিল নিশ্চয়। তোমরা দেখতে পাবে সেই গুপ্তকক্ষের মধ্যে এক চামড়ার থলি ভর্তি সাদা পাথর আছে। লোকটা থলি ভরেছিল, কিন্তু তা নিয়ে পালাতে পারে নি। তার ওপরে অভিশাপ নামল। আমি বলব, তার ওপর অভিশাপ নামল! হা! হা! হা!'

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুভূমি

কয়েকদিন পর সন্ধ্যার সময় তিন কুহকিনী পাহাড়ের পাদদেশে কতকগুলো কুটিরে আমরা আস্তানা গাড়লাম। আমাদের দলে আমরা তিনজন ছাড়া রয়েছে ফুলাটা, গাগুল, কয়েকজন সৈন্য ও জন কতক পরিচারক। গাগুলকে দোলনা করে আনা হয়েছে। পাহাড়টার তিনটে শৃঙ্গ একটা ত্রিভুজের তিনটে শীর্ষবিন্দুর স্থান গ্রহণ করেছে। একটা চুড়ো আমাদের বাঁ দিকে, একটা আমাদের ডান দিকে আর একটা ঠিক আমাদের সামনে। সলোমনের মস্ত রাস্তাটা সোজা পাহাড়ের ওপর উঠে গিয়ে মাঝের চুড়োটার তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। চলতে চলতে টের পাচ্ছিলাম একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে।

এই খনিব জন্য তিন শতাব্দী আগে সেই পোর্তুগীজ ভদ্র-লোকের শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে এবং এর জন্য তার দুর্ভাগা বংশ-ধরও মরেছে। এর জন্যই হয়তো হেনরীর ভাই তার জীবন বলি দিয়েছে। আমরা কি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কিছু করতে পারব ?

যা হোক আমরা সলোমনের রাস্তার শেষপ্রান্তে এসে হাজির হলাম। খানিকদূর চলার পর আমরা আমাদের আর পাহাড়ের চুড়োর মাঝখানে একটা মস্ত গোলাকার গর্ত দেখতে পেলাম।

গর্তটা ঢালু, তিনশো ফুট অথবা তারও বেশী গভীর এবং পরিধিতে আধমাইল। গর্তের মধ্যে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে আমি গুড আর হেনরীকে বললাম, 'ধারণা করতে পারেন এটা কিসের গর্ত?'

দুজনে মাথা নাড়লেন।

—'এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আপনারা কখনও কিম্বার্লির হীরের খনি দেখেন নি। আপনারা নিশ্চিতভাবে জানবেন যে এটাই সলোমনের হীরের খনি।' আমি দুজনকে কূপটার কাছে নিয়ে গিয়ে পাশে গজানো ঘাসের ও ঝোপেব ভিতবকার শক্ত নীল মাটি দেখালাম। আমি বললাম, 'এর গঠন অবিকল হীরের খনির ভিতরকার মাটিব মতো।'

সিল্‌ভেস্ত্রার কথামতো রাজা সলোমনের রাস্তা এখানে দু'ভাগে ভাগ হয়ে কূপটাকে বেস্টন করে আছে। আমবা বিবাট কূপটার ওপারে তিনটে অত্যুচ্চ মূর্তি দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে বুঝতে পাবলাম যে এই তিনটে মূর্তিই সেই নিবাক দেবতাত্রয়। এই ত্রিমূর্তিকেই কুকুয়ানারা বিস্ময়ে ও ভয়ে যুগ যুগ ধরে পুজো করে আসছে।

একটা অদ্ভুত গাম্ভীয তিনটে মূর্তি থেকে ফুটে বেরচ্ছে। মূর্তিগুলিব মুকুটের আগা থেকে পাদপীঠ পর্যন্ত মাপলে অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট দৈর্ঘ্য হবে। তিনটি মূর্তির মধ্যে দুটি পুরুষের এবং একটি নারীর। পাদপীঠটা কাল পাথরের তৈরী এবং মূর্তিগুলো সলোমনের তৈরী রাস্তার দিকে মুখ করে আছে। নারী মূর্তিটা উলঙ্গ এবং সমস্ত মূর্তিব মধ্যে একটা কঠোর সৌন্দর্য রয়েছে। যুগ যুগ ধরে ঝড়-জলের মধ্যে থাকার জন্য মূর্তির কোনো কোনো জায়গায় ক্ষতি হয়েছে। তার মাথায় আটকানো একটা

অর্ধচন্দ্রের দুটো ফলার মুখ মাথার দু'দিকে ঠেলে ওপরে উঠেছে। পুরুষমূর্তি দুটি বস্ত্রপরিহিত এবং দুজনের চেহারাই ভয়ংকর। তবে আমাদের ডানদিকের মূর্তিটার চেহারা আরও ভীষণ এবং এর মুখখানা ঠিক শয়তানের মতো। বাঁদিকের মূর্তিটার মুখের গাম্ভীর্যও অতি মারাত্মক। এই তিনটে মূর্তি যেন ভগবানের ভীতি-উদ্দীপক ত্রিমূর্তির প্রতিরূপ। এরা যুগ যুগ ধরে এই বিরাট নীরবতার মধ্যে এই রাস্তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আমরা সেই অত্যাশ্চর্য প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাংশ দেখা শেষ করার আগেই ইনফাডুস এসে এই নির্বাক দেবতাত্রয়কে বর্শা তুলে নমস্কার করে জানতে চাইলে যে আমরা তখুনি মৃত্যুভূমিতে প্রবেশ করব না দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমরা তখুনি যেতে চাইলে গাগুল আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে স্বীকার করলে। আমার কথামতো ফুলাটা একটা ঝুড়িতে কিছু খাদ্য-দ্রব্য ও দুটি কুমড়োর পাত্র-ভরা জল সঙ্গে নিলে। আমাদের ঠিক সামনের মূর্তিগুলো থেকে মাত্র পঞ্চাশ পা দূরে একটা আশি ফুট বা তারও চেয়ে উঁচু পাথরের দেওয়াল ক্রমে উঁচু হতে হতে উঠে গিয়ে তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের চুড়োর পাদদেশ রচনা করেছে। চুড়োটা আমাদের ওপরে তিন হাজার ফুট উঁচু। গাগুল দোলনা থেকে নেমে লাঠির ওপর ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঐ পাথরের দেওয়ালের কাছে এগিয়ে গেল। ক্রমে আমরা গাগুলের পেছনে পেছনে সরু অর্ধগোলাকৃতি একটা প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়ালাম। প্রবেশদ্বারটা অনেকটা খনির সুড়ঙ্গপথের মুখের মতো। গাগুল বলে উঠল, 'কি বিশ্বাসঘাতক, ইনফাডুস, তুমিও আসবে না?'

—'না, আমি আসব না। আমার এখানে প্রবেশের অধিকার নেই। সাবধান হয়ে তুমি আমাদের হুজুরদের সঙ্গে ব্যবহার করবে। তোমার হাতেই আমি ওঁদের ফিরে পেতে চাই। যদি ওঁদের কোনো ক্ষতি হয় তবে তোমাকেও মরতে হবে। কি, শুনতে পাচ্ছ ?'

—'হ্যাঁ, ইনফাডুস, শুনতে পাচ্ছি। আমি জানি তুমি লম্বা লম্বা কথা বলতে ভালবাস। ভয় কর না, তুমি ভয় কর না। হা! হা! হা! চলে এস। এই যে আলো ধবছি।' গাগুল তার লোমের জামার ভেতর থেকে নলখাগড়ার পলতেওয়ালা তেলভর্তি একটা কুমড়োর খোলের বাতি বার করলে। ফুলাটাও আমাদের সঙ্গে চলল। আর কোনো গোলমাল না করে আমরা গাগুলের পেছনে পেছনে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ভেতরে ভয়ানক অন্ধকাব। একসঙ্গে পাশাপাশি দুজনের কোনো রকমে যাওয়া চলতে পারে।

আন্দাজ করলাম পঞ্চাশ পা এগোতেই সুড়ঙ্গের মাঝখানটা আবছাভাবে আলোকিত হয়ে উঠেছে। আর এক মিনিটের মধ্যে আমরা যে জায়গায় এসে দাঁড়ালাম তেমন জায়গা আর কোনো মানুষের চোখ আজও দেখে নি। জায়গাটা রোমের গীর্জার একটা প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠের মতো। প্রকোষ্ঠের কোনো জানলা নেই, কেবল ছাদের ফুটো থেকে আলো এসে পড়ায় জায়গাটা অতি সামান্য আলোকিত হয়ে উঠেছে। ঘরের দৈর্ঘ্য ধরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের মতো সাদা স্তম্ভ সারি সারি ক্রম-নিম্নভাবে বসানো রয়েছে। সাদা খনিজ পাথরের তৈরী এই সব স্তম্ভের অভিভূত করা সৌন্দর্য এবং জমকালো ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কতকগুলো স্তম্ভের পাদদেশের ব্যাস কুড়ি ফুটের

কম হবে না। স্তম্ভগুলো খাড়াভাবে উঁচু ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। কতকগুলো স্তম্ভের নির্মাণকার্য এখনো শেষ হয় নি। বৃহৎপ্রকোষ্ঠটা থেকে এদিকে ওদিকে দু'একটা গুহাও বেরিয়েছে। আমাদের ইচ্ছা সত্ত্বেও এমন সুন্দর জায়গাটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হল না। কেননা গাগুল তাড়াতাড়ি তার কাজ সারবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাই আমরা তার পেছনে পেছনে এগিয়ে চললাম। ঠিক করলাম, ফিরে আসবার পথে এগুলো ভালো করে পরীক্ষা করব।

গাগুল আমাদের সেই বিরাট স্তব্ধ গুহার মধ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। আমরা সামনে আর একটা দরজা দেখতে পেলাম। এই দরজাটাতে অর্ধ-বৃত্তাকার খিলান ছিল না। মিশরীয় মন্দিরের মতো এর ওপরটা বর্গক্ষেত্রাকৃতি। হেনরী অন্ধকার দরজার দিকে উঁকি মেরে বললেন, 'ওরে বাবা! এ যে ক্রমেই গোলমেলে হয়ে উঠছে দেখছি। মিঃ কোয়াটারমেন, চলে আসুন। ও ডাইনীকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না। আপনি আগে গিয়ে আমাদের পথ দেখান।' হেনরী আমাকে আগে যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দিলেন।

ঠকঠক করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে গাগুল বেগে এগিয়ে চলল। কুড়ি পা গিয়ে আমরা পঞ্চাশ ফুট লম্বা, ত্রিশ ফুট চওড়া আর বিশ ফুট উঁচু অন্ধকারময় একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। বোঝা গেল, ঘরটা কোনো বিস্মৃত অতীতে একটা পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছিল। ঘরটা মোটামুটি মন্দ আলোকিত নয়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হল একটা ভারী পাথরের টেবিল সমস্ত ঘরটা জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। টেবিলের মাথায় একটা অতিকায় শ্বেতমূর্তি এবং তার চারধারে পূর্ণ অবয়বের কয়েকটি শ্বেতমূর্তি।

পরে বুঝতে পারলাম যে টেবিলের ওপরে পিঙ্গল বর্ণের একটা কিছু বসে আছে। আলোটা একটু চোখে সয়ে যাওয়ার পর আমার চারদিকের সব কিছু যখন চোখে পড়ল তখন আমি ভয়ে যত জোরে পারলাম ছুট দিলাম। স্যার হেনরী সেই সময়ে গলা বন্ধনী ধরে আমাকে থামালেন। একা থাকলে এ দৃশ্য দেখে আমি সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে পড়তাম। আমি জানি, স্যার হেনরী আমাকে না থামালে আমি তার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এ গুহা থেকে বেরিয়ে আসতাম। কিম্বালির সমস্ত হীরের [illegible] আমাকে আটকে রাখতে পারত না। হেনরী আমাকে [illegible] দিয়ে এবার নিজের কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন [illegible] ঘন বিড়বিড় করে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন [illegible] গুডের গলায় হাত জড়িয়ে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। [illegible] সামনে তখন এমনি এক ভয়াবহ দৃশ্য [illegible] মানুষের [illegible] উদ্দাম কল্পনাও তার কাছাকাছি যেতে পারে না।

লম্বা পাথরের টেবিলের শেষে কঙ্কালসার হাতের [illegible] মধ্যে একটা মস্ত সাদা বর্শা ধরে পনের ফুট অথবা [illegible] উঁচু এক অতিকায় মানুষের কঙ্কালের রূপে মৃত্যু [illegible] বসে আছে। ছোড়বার ভঙ্গিতে সে বর্শাখানা মাথার ওপরে তুলে ধরেছে। বসার জায়গা ছেড়ে ওঠার ভঙ্গিতে সে টেবিলের ওপরে একটা হাত রেখেছে। মূর্তিটা সামনের দিকে [illegible] পড়েছে বলে কশেরুকা আর মাথার খুলিটা আমাদের [illegible] ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ফাঁকা চোখের [illegible] আমাদের ওপরে নিবদ্ধ ও চোয়াল দুটো ঈষৎ ফাঁক করা, যেন কথা বলতে যাচ্ছে। টেবিলের চারধারের সাদা মূর্তিগুলো দেখিয়ে গুড অবশেষে বললেন, 'এরা কারা ?'

এইভাবেই যুগ যুগ ধরে সাদা মৃত্যু আর সাদা রঙের মৃতেরা বসে আছে।

(পৃষ্ঠা ১৩৭)

—'হি! হি। হি।' বিশ্রীভাবে গাঙুল হেসে উঠল। 'হি! হি! হি! হা! হা। হা। চলে এস, ইনকুবু। এসে দেখ, তুমি যাকে যুদ্ধে মেরে ফেলেছ।' ডাইনীটা লিকলিকে হাতে হেনরীর কোট ধরে টেনে টেবিলের কাছে নিয়ে গেল।

হেনরী তাকিয়ে চিৎকার করে পেছনে সরে এলেন। টেবিলের ওপরে হেনরীর কুঠারের ঘায়ে কাটা মাথাটা হাঁটুর ওপরে রেখে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় টোয়ালার মৃতদেহটা বসে আছে তার সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে। কণ্ঠকাটা চামড়ার ভেতর থেকে এক [illegible] ওপরে উঠেছে। মৃতদেহের ওপরে একটা [illegible] পড়ে মূর্তির বীভৎসতা আরও [illegible] তাকিয়ে দেখলাম ছাদ থেকে ফোঁটা [illegible] পদার্থ ঘাড়ের ওপরে পড়ে সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে [illegible] টেবিলের একটা ফুটো দিয়ে পাথরের [illegible] যাচ্ছে। আমি অন্দাজ করলাম, টোয়ালার শরীরকে [illegible] রূপান্তরিত করা হচ্ছে। টেবিলের চারধারে বেঞ্চির ওপরে [illegible] থাকা সাদা সাদা মূর্তি দেখে আমার সেই ধারণা দৃঢ় হল। [illegible] কোনো স্মরণাতীত কাল থেকে কুকুয়ানারা তাদের [illegible] রক্ষা করে আসছে। মৃতদেহগুলোকে সেই [illegible] জলীয় পদার্থের তলায় রেখে দেওয়া ছাড়া [illegible] সঙ্গে জড়িত আছে কিনা আমি জানতে পারি নি। সেই টেবিলে মৃত্যুকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে সাতাশজন [illegible] মতো সাদা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে বসে আছে। সমস্ত মূর্তিটা মাত্র একটা পাথর কেটে তৈরী করা হয়েছে। এইভাবেই যুগ যুগ ধরে সাদা মৃত্যু আর সাদা রঙের মৃতেরা বসে আছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সলোমনের রত্নাগার

আমরা যখন সেই ভয়াবহ আশ্চর্য বস্তুগুলো পরীক্ষা করছিলাম, তখন গাগুল হুড়মুড় করে টোয়ালা টেবিলের ওপরে যেখানে বসেছিল সেখানে এগিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে মূর্তিগুলোকে উদ্দেশ করে সে এমন ভাবে কি সব বলতে লাগল যাতে মনে হল যেন সে কোন পুরনো পরিচিত লোককে সম্ভাষণ করছে। সেই সম্ভাষণের পালা শেষ হলে সে সাদা মৃত্যুর ঠিক নীচে টেবিলের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ে কি যেন সব প্রার্থনার কথা বলতে আরম্ভ করলে।

আমি খুব আস্তে আস্তে বললাম, 'গাগুল, তুমি আমাদের এখুনি গুপ্তকক্ষে নিয়ে চল।'

তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে নেমে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'ভয় পাচ্ছ নাকি? বেশ।' মৃত্যুর মূর্তির কাছে ফিরে গিয়ে বললে, 'এই সেই গুপ্তকক্ষ। এই নাও বাতি। জ্বেলে নিয়ে ঢুকে পড়।' সে নিবে-যাওয়া বাতিটা মেঝেতে রেখে গুহার একটা দেওয়ালের গায়ে হেলে পড়ল।

আমি দেশলাই বার করে বাতিটা জ্বাললাম। দরজা দেখতে গিয়ে দেখি আমাদের সামনে নিরেট পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি কড়া গলায় বললাম, 'দেখ, ভালোয় ভালোয় বলছি, আমাদের সঙ্গে তামাশা করতে যেও না।'

পাথরের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বললে, 'না, আমি ঠাট্টা করছি না।'

আমরা আলো তুলে দেখতে পেলাম একটা মস্ত পাথরের পিণ্ড মেঝে থেকে আস্তে আস্তে উঠে আবার ওপরে পাথরের মধ্যে ঢুকে গেছে। নিশ্চয় ঐ পাথর ঢোকানোর জন্য ওপরকার পাথরের গায়ে কোনো গভীর খাঁজ তৈরী করা হয়েছিল।

গাগুল কি করে ঐ প্রায় দশ ফুট উঁচু, পাঁচ ফুটের কম চওড়া নয় ও অন্ততঃ বিশ-ত্রিশ টন ভারী দরজাটাকে গতিশীল করলে তা আমরা বুঝতে পারলাম না। পাথরটা আস্তে আস্তে আপনা থেকে সরে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আমরা একটা বড় কালো গর্ত দেখতে পেলাম।

দরজাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে গাগুল বললে, 'প্রবেশ করবার আগে একটা কথা শুনে নাও। তোমরা যে উজ্জ্বল পাথর দেখতে পাবে তা এখানে নির্বাক দেবতাদের পাশের জায়গা থেকে গর্ত খুঁড়ে উঠিয়ে এখানে জমা রাখা হয়েছিল। যারা এই সব পাথর যোগাড় করেছিল তারা কোনো অজ্ঞাত কারণে পালিয়ে যায়। তারপরে মাত্র একবার দুজন লোক এখানে ঢুকেছিল। তাতেই এই ধনরত্নের খবর দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কেউই এই গুপ্ত-কক্ষের নিশানা অথবা দরজা খোলার রহস্য জানে না। ঘটনাক্রমে একবার একজন সাদা লোক পাহাড় ডিঙিয়ে এদেশে আসে এবং এদেশের রাজার কাছে খুব ভালো অভ্যর্থনা পায়। তখনকার রাজা ছিলেন ঐ মৃতদের টেবিলের পাশে বসে থাকা রাজাদের মধ্যে পঞ্চমজন। ঐ রাজা এবং একজন স্ত্রীলোক ভাগ্যক্রমে দরজা খোলার গোপন তত্ত্ব জানতে পারেন। সাদা লোকটি ঐ মেয়েটির সঙ্গে এখানে ঢুকে তার সঙ্গে আনা কচি ছাগলের চামড়ার তৈরী

একটা থলি সাদা পাথরে ভর্তি করে। কক্ষ থেকে যাওয়ার সময় সে হাতে করেও একটা মস্ত পাথর তুলে নেয়।'

অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছিলাম। তারপরে সে একটু থামতেই আমি বলে উঠলাম, 'বেশ, তারপরে দা সিল্‌ভেস্ত্রার কি হল ?'

সিল্‌ভেস্ত্রার নাম করাতে গাগুল একটু চমকে গেল। বললে, 'তুমি তার নাম জানলে কি করে ?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলতে লাগল, 'তারপরে কি যে হল তা কেউ জানে না। যতদূর জানতে পারা যায় সাদা লোকটি ভয়ানক ভয় পেয়ে যায়, কেননা সে থলি ফেলে হাতের পাথরটা নিয়ে পালিয়ে যায়। রাজা লোকটার হাত থেকে [illegible] নয়। ঐ পাথরই টোয়ালার কপালে ছিল। সেই থেকে কেউ এখানে আসে নি। প্রত্যেক রাজা এর দরজা খোলার গোপন তত্ত্ব জানেন। কিন্তু কেউ এসে এখানে ঢোকেন নি। এ নিয়ে প্রবাদ আছে যে এখানে ঢুকবে সে দুই পক্ষকালের মধ্যে মারা যাবে। যে সাদা লোক এখানে ঢুকেছিল সে পাহাড়ের ওপর গুহার মধ্যে মারা যায়। তোমরা সেখানে তাকে দেখে থাকতে পার, ম্যাকুমাযান। হা! হা! হা। আমি যা বলছি তার সব অক্ষরে অক্ষরে সত্যি!' গাগুল কথা শেষ করে আলোটা নিজের হাতে নিয়ে ছুটে দরজার মধ্যে ঢুকে গেল।

সজীব পাথর কেটে তৈরী সুড়ঙ্গের মধ্যে কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে গাগুল দাঁড়িয়ে পড়ে হাতের আলো তুলে ধরে বললে, 'এই দেখ। যারা এখানে ধনরত্ন জমা করেছিল তারা যে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গিয়েছিল তার চিহ্ন রয়েছে। দরজার চিহ্নও গোপন রাখা তারা বিবেচনা করেছিল, কিন্তু সময় পায় নি। গাগুল

কতকগুলো বড় বর্গাকৃতি পাথরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। পাথরগুলো সুড়ঙ্গের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে রাখা হয়েছিল পথটায় দেওয়াল তুলে যাতায়াত বন্ধ করে দেবার জন্য। সুড়ঙ্গটার ধারে আরও ঐ রকম সমচতুষ্কোণাকৃতি পাথর রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এক জায়গায় এক রাশ মটার ও দুখানা তোয়ালে রয়েছে। মনে হল, তখনকার শিল্পীরা এই সব জিনিস ব্যবহার করেছিল।

ভয়ে ও উত্তেজনায় ফুলাটা অসম্পূর্ণ দেওয়ালের ওপর বসে পড়ল। আমরা তাকে সঙ্গের খাবাবের ঝুড়িটা সমেত রেখে এগিয়ে চললাম। পনের পা এগিয়ে যেতেই আমরা একটা কারুকার্যখচিত কাঠের দরজার সামনে এলাম। দরজাটা হাট করে খোলা ছিল। চৌকাঠের ওপাশে ছাগলের চামড়ার তৈরী একটা থলি পাথর ভর্তি অবস্থায় পড়ে রয়েছে চোখে পড়ল।

—'হি। হি। হি।' হাসতে হাসতে গাগুল বললে, 'কি সাদা লোকেরা, আমি কি মিথ্যে বলেছি?'

গুড ঝুঁকে পড়ে থলিটা টেনে ওঠালেন। থলিটা বেশ ভারী। টেনে তুলতেই সেটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে উঠল।

হেনরী এবার গাগুলের হাত থেকে আলোটা নিয়ে দরজার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমরাও পেছনে পেছনে সলোমনের ধনাগারে ঢুকে গেলাম। হেনরী মাথার ওপর আলোটা তুলে ধরতে দেখলাম ঘরটা পনের বর্গফুটের বেশি হবে না। একদিকে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত পরপর হাতির দাঁত সাজান রয়েছে। হাতির দাঁতগুলো প্রথম শ্রেণীর এবং সংখ্যায় চার-পাচ শ'র কম হবে না। মনে হল, এখান থেকে হাতির দাঁত নিয়েই রাজা তার সিংহাসন তৈরি করেছিল। অপর দিকে

প্রায় বিশটা বড় বড় লাল রঙের কাঠের বাক্স রয়েছে। আমার কথায় হেনরী বাক্সের ওপর আলো তুলে ধরতে দেখলাম, ঢাকনিগুলো পচে গিয়েছে এবং সেগুলোর অনেক জায়গা কেউ জোর করে ভেঙে ফেলেছে। আমি ভেতরে হাত ঢুকিয়ে যা টেনে তুললাম তা হীরে নয়, খণ্ড খণ্ড সোনার চাকতি। চাকতির ওপরে হিব্রুর মতো ভাষায় কি সব সীল করা। প্রত্যেক বাক্সে অন্তত দু'হাজার চাকতি আছে। এসব চাকতি দেশের শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের দেওয়া হ'ত।

গাগুল বললে, 'তোমরা একটা কুলঙ্গি দেখতে পাবে এবং সেই কুলঙ্গিটার ওপর তিনটে সিন্দুক আছে, দুটো বন্ধ, একটা খোলা।'

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আমরা চক্রাকৃতি গবাক্ষের মতো একটা কুলঙ্গি দেখতে পেলাম। কুলঙ্গির ওপরে চার বর্গফুট মাপের তিনটে পাথরের সিন্দুক রয়েছে। তাদের মধ্যে দুটো সিন্দুকের ডালা বন্ধ আর তৃতীয় সিন্দুকের ঢাকনিটা দেওয়ালের গায়ে হেলানো রয়েছে। হেনরী খোলা সিন্দুকের ওপরে আলোটা তুলে ধরতেই এক রূপালী দীপ্তিতে আমাদের চোখ ঝলসে গেল। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, সিন্দুকটার তিনভাগ অকর্তিত বড় বড় হীরেতে ভর্তি রয়েছে। ঝুঁকে পড়ে আমি কতকগুলো হীরে তুলে নিলাম। সেগুলো আবার সিন্দুকের মধ্যে রাখতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

আমি বললাম, 'ওহো! আমরাই এখন এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী। মন্টেক্রিস্টো আমাদের কাছে ছেলেমানুষ বনে গিয়েছে।'

—'হীরেতে হীরেতে আমরা বাজার ছেয়ে ফেলব,' গুড বলে উঠলেন।

হেনরী বললেন, 'তবে তার আগে এগুলো এখান থেকে ওখানে নিয়ে যেতে হবে।'

মাঝখানে বাতি বসিয়ে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আমরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। নীচে বক্সের মধ্যে হীরে জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ মনে হল, আমরা জগতের সেরা ভাগ্যবান নই। আমরা যেন ষড়যন্ত্রকারী! ষড়যন্ত্র করে কোনো অসৎকাজে প্রবৃত্ত হচ্ছি আমরা!

হঠাৎ রক্তচোষা বাদুড়ের মতো দ্রুত সরে যেতে যেতে গাগুল বলে উঠল, 'ঐ যে সাদাপাথর রয়েছে, তোমাদের সোহাগের জিনিস। যত পার নাও, হাতে নিয়ে খেলা কর, খাও চিবোও! হি! হি! হি!'

হীরে খাওয়ার কথা শুনে কিছু না বুঝে আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। আমাদের জন্য হাজার হাজার বছর আগে এই সব হীরেগুলো কোনো এক খননকারীর দল খুঁড়ে বার করেছিল। তারপরে সলোমনের অধীনে একজন তত্ত্বাবধায়ক বোধহয় আমাদের জন্যই হীরেগুলো এখানে রেখে দিয়েছিল। দৈবক্রমে সেই মৃত তত্ত্বাবধায়কের নামের ছাপ দেওয়া বিবর্ণ মোমের টুকরোটা সিন্দুকের ডালায় এখনও লেগে আছে। সলোমন এগুলো নিয়ে যায় নি, ডেভিডও নয়, সিলভেস্ত্রোও নয়, কেউই নয়। আমরা আজ সেগুলো পেয়েছি। আমাদের সামনে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড হীরে, হাজার হাজার পাউণ্ড সোনা আর গাদা গাদা হাতির দাঁত রয়েছে শুধু আমাদের নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়!

গাগুল আবার কর্কশ স্বরে বলে উঠল, 'অন্য সিন্দুক দুটোও খুলে ফেল তোমরা। ওদের মধ্যে আরও হীরে আছে। মনের সাধ

হয়ে গেল! আ ভগবান। পাথরের ফাঁকে ও আটকে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে আরম্ভ করলে। আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। গাগুলের দেহ দরজার নীচে পড়ে পিষে ছাতু হয়ে গেল। মাত্র চার সেকেণ্ডের মধ্যে এত বড় ব্যাপারটা সংঘটিত হল। ফুলাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওকে ছোরা মারা হয়েছে। ফুলাটার প্রাণ [illegible]। টেনে টেনে সে বললে, 'আ! আমি মরে যাচ্ছি। আমি আর বাঁচব না।' খানিকক্ষণের মধ্যেই ফুলাটা মারা গেল।

ফুলাটার মৃত্যুতে আমরা এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে খানিকক্ষণের জন্য আমাদের বন্দীর ভয়াবহতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। তারপরে আমরা নিজেদের কথা ভাবতে গিয়ে ভয়ানক [illegible]ম। মনে হল, এবার বোধহয় আর আমাদের পরিত্রাণ নেই [illegible]। ভারী পাথরের দরজা বোধহয় চিরদিনের জন্য বন্ধ হ[illegible]ছে। জগতের মধ্যে যে একজন মাত্র এর গোপনতত্ত্ব জা[illegible] ওর তলায় চাপা পড়ে আজ গুঁড়িয়ে গিয়েছে। [illegible] ডায়নামাইট ছাড়া যে কোনো শক্তি এ দরজা ভেঙে ফেলবে [illegible]। তিলে তিলে শোচনীয় মৃত্যুর চেহারা আমাদের [illegible] ফেললে। গাগুলের ষড়যন্ত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট [illegible]। সেই পোর্তুগীজ ভদ্রলোকের সঙ্গেও কেউ হয়তো [illegible] চরণ করতে যাওয়াতেই তাকেও থলি হাতে [illegible] ফেলে [illegible] মরতে হয়েছে।

হেনরী ভাঙা গলায় [illegible], 'এভাবে দাঁড়িয়ে মরলে চলবে না। আলো এখুনি [illegible]বে। দরজার স্প্রিং তার আগেই আমাদের খুঁজে বার [illegible] হবে।'

আমরা মরিয়া [illegible] দাঁড়িয়ে দরজার ওপরকার ও

নীচেকার অংশ এবং সুড়ঙ্গের ধারটারগুলো পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু দরজার কোনো স্প্রিং বা উঁচু অংশ খুঁজে পাওয়া গেল না। আমি বললাম, 'দরজা নিশ্চয়ই ভেতর থেকে খোলা যায় না। তা না হলে গাগুল জীবন বিপন্ন করে তার ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে যাবার চেষ্টা করতো না।'

হেনরীর কথায় আমরা ফুলাটার পাশ থেকে খাবারের ঝুড়িটা নিয়ে হয়তো আমাদের ভাবী কবরের স্থান সেই গুহার মধ্যে ফিরে এলাম। আবার গিয়ে ফুলাটার মৃতদেহটা নিয়ে এসে সেই সোনার চাকতি-ভর্তি বাক্সগুলোর কাছে শুইয়ে দিলাম।

তারপরে তিনজনে মিনিটে পাথরের সিন্দুকের গায়ে হেলান দিয়ে বসে সঙ্গের খাবার ভাগ করে খেলাম। খাওয়া শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের কারাগারের দেওয়ালের সব জায়গা ভালো করে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলাম। মেঝের সব জায়গাতেও টোকা মেরে দেখলাম। কিন্তু [illegible]।

আলো ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। হেনরীর কথায় ঘড়ি বার করে দেখলাম ছটা বেজে গেছে। আমরা যখন গুহায় ঢুকেছিলাম তখন বারটা। আমি বললাম, 'আমরা যদি আজ রাত্রে না ফিরি তবে ইনফাডুস নিশ্চয়ই সকালে আমাদের খোঁজে আসবে।'

হেনরী বললেন, 'কিন্তু তার খোঁজবার কোনো মানে হবে না। সে দরজার গুপ্ততত্ত্ব জানা দূরে থাক, এমন কি জানেও না যে এই দরজা কোথায়। যদি সে দরজা দেখতে পায় তবে অবশ্য সে দরজা ভাঙবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সমস্ত কুকুয়ানা সৈন্যের দ্বারাও এ দরজা ভাঙা সম্ভবপর নয়। রত্নানুসন্ধান আমাদের এমনি এক শোচনীয় অবস্থায় এনে হাজির করেছে!'

দুর্ভাগ্যক্রমে আলোটাও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এসে শেষে দপ্‌দপ্‌ করতে আরম্ভ করলে। মনে হল, সাদা সাদা হাতির দাঁত, সোনা-বোঝাই বাক্স, তার সামনে ফুলাটার মৃতদেহ, ছাগলের চামড়ায় তৈরী থলি ভর্তি হীরে এবং বিবর্ণ বিপর্যস্ত মুখে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মৃত্যুর অপেক্ষায় আমরা তিনজন পাশাপাশি বসে, এই সমগ্র দৃশ্যের ওপর গাঢ় অন্ধকারের একটা যবনিকা নেমে আসছে।

হঠাৎ আলোটা শেষবারের মতো দপ্‌ করে একবার জ্বলে উঠে একেবারে নিবে গেল।

শ্রান্ত হয়ে ফিরে এলেন। আমরা আবার কিছু খেয়ে জল পান করলাম। আমার মাথায় হঠাৎ এবার একটা চিন্তা জাগল। আমি ওঁদের ডেকে বললাম, 'আচ্ছা, টের পাচ্ছি এখানকার বাতাস বেশ টাটকা। এ কেমন করে হয়? বাতাসটা ভারী হলেও তো বেশ সজীব।'

গুড চমকে উঠে বললেন, 'ঠিক বলেছেন। আমার তো কথাটা একবারও মাথায় আসে নি। বাতাস নিশ্চয়ই ওই পাথরের দরজার ফাঁক দিয়ে আসতে পারে না। অথচ এখানে কোনো বায়ুপ্রবাহ না থাকলে আমরা প্রথমে ঢুকেই মারা যেতাম। আসুন, খুঁজে দেখা যাক।'

মুহূর্তের মধ্যে আমরা তিনজনে হামাগুড়ি দিয়ে চারদিকে খুঁজতে আরম্ভ করলাম। একঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশীক্ষণ আমরা চারদিকে হাতড়ে বেড়ালাম। শেষে আমি ও হেনরী ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। হঠাৎ গুড অস্বাভাবিক গলায় বলে উঠলেন, 'আপনারা একবার এদিকে এসে দেখুন তো।'

আমরা তাড়াতাড়ি খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেদিকে ছুটে গেলাম। গুডের কথায় তাঁর যেখানে হাত ছিল সেখানে হাত দিয়ে অনুভব করলাম যে সত্যিই বাতাস আসছে। তারপর জায়গাটার ওপরে গুড লাথি মারতে একটা ফাঁকা আওয়াজও হচ্ছে টের পেলাম।

কম্পিত হস্তে আমি একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বাললাম। দেখলাম, আমরা কক্ষটার একটা দূর কোণের কাছে এসে পড়েছি। নিরেট পাথরের মেঝেতে একটা জোড় রয়েছে এবং সেখানে লাগানো আছে একটা পাথরের আংটা। গুডের কাছে একটা ছুরি ছিল। তার পিছনে ছিল এমন একটা হুক যা দিয়ে

ঘোড়ার ক্ষুর থেকেও পাথর টেনে ওঠানো যায়। ছুরি খুলে গুড আংটাটাকে চাঁছতে আরম্ভ করলেন। শেষে হুকের ফলাটা আংটার নীচে ঢুকিয়ে ভেঙে যাওয়ার ভয়ে সাবধানে চাপ দিতেই আংটাটা নড়ে উঠল। বোঝা গেল, পাথরের তৈরী বলে আংটাটা ওভাবে অনেকদিন থাকলেও একেবারে আটকে যায় নি। শীঘ্রই গুড আংটাটা খাড়া করে তার মধ্যে আঙুল দিয়ে ওঠানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেও কোনো ফল হল না। আমিও চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেই একই অবস্থা। হেনরীর চেষ্টাও ব্যর্থ হল। তারপরে গুড আবার সেটাকে চেপে ধরে জোড়ের ফাঁক-গুলো বেশ করে খোঁচানোর পরে তার মধ্যে দিয়ে আগেকার চেয়ে কিছুটা বেশী বাতাস আসছে টের পেলাম।

—'এইবার কার্টিস,' গুড বলে উঠলেন, 'তৈরী হয়ে নিন এবং এইখানে আপনার পিঠ লাগান। শক্তিতে আপনি দুজনের সমান। দাঁড়ান,' বলে তিনি খুব শক্ত একটা কালো রঙের রুমাল হেনরীকে বেড় দিয়ে আংটাটার ভেতরে গলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'কোয়াটারমেন, হেনরীকে এবার জড়িয়ে ধরে আমি সংকেত করামাত্র আমার সঙ্গে নিজেদের মূল্যবান প্রাণের জন্য টান লাগাবেন। আচ্ছা, এইবার!'

হেনরী তার প্রচণ্ড শক্তিতে টানতে লাগলেন। আমরাও যথাসাধ্য টান লাগালাম। হঠাৎ হেনরী হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'উঠছে! উঠছে।' হেনরীর পিঠের মাংস পেশীগুলো চড়চড় করে উঠল।

তারপরেই একটা কিছু খুলে যাওয়ার শব্দ হল। আমরা পেছন দিকে আছাড় খেয়ে পড়লাম ও একটা পাতলা পাথর আমাদের ওপরে পড়ে গেল। আমরা মেঝে থেকে উঠে দম

ফুলাটা পড়ে গেল। গাগুল শুয়ে পড়ে···দরজার ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলে ! (পৃষ্ঠা ১৪৬)

নিচ্ছি এমন সময়ে হেনরী বললেন, 'কোয়াটারমেন, দেশলাই-এর একটা কাঠি জ্বালুন। খুব সাবধান হয়ে কিন্তু।'

আমরা আলো জ্বালতেই একটা সিঁড়ির প্রথম ধাপ দেখতে পেলাম। হেনরী বললেন, 'আমাদের এবার ভগবানের ওপরে নির্ভর করে কপাল ঠুকে নেমে যেতে হবে। তার আগে, মিঃ কোয়াটারমেন, আপনি আমাদের মাংস আর জলের যা অবশিষ্ট আছে নিয়ে আসুন।'

আমি সিন্দুকের কাছে আমাদের জায়গায় ফিরে গেলাম। আসার সময় একটা কথা মনে হল। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা আর হীরের কথা ভাবি নি। আমি সিন্দুকের ডালা খুলে এবার যতগুলো পারলাম হীরে বার করলাম। সেগুলোকে শিকারের কোট ও পাজামার পকেটগুলোতে রেখে তার ওপর তৃতীয় সিন্দুক খুলে কয়েক মুঠো বাছা বাছা হীরে নিলাম। ফুলাটার ঝুড়িতেও অনেকগুলো হীরে নিলাম। আমি হেনরী আর গুডকে হীরে নিতে বললে ওঁরা আমার কথা শুনলেন না।

হেনরী সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'আসুন, কোয়াটারমেন। আমি আগে নামছি।'

পনের ধাপ নেমে আমরা নীচে এসে তল পেলাম। আলো জ্বেলে দেখলাম একটা সুড়ঙ্গ সিঁড়ির সঙ্গে সমকোণ করে উত্তর ও দক্ষিণে চলে গেছে। কোন্ দিকে যাব ঠিক করতে না পেরে আমরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। গুড বললেন যে আলো জ্বালা হলে সুড়ঙ্গের বায়ুপ্রবাহ শিখাকে বাঁদিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের তাহলে বায়ুপ্রবাহের উল্টোদিকে যাওয়া উচিত। আমরা দেওয়ালে হাত দিয়ে প্রতি পদে মেঝে পরীক্ষা করে এগোতে লাগলাম। প্রতি পদক্ষেপে আমরা অভিশপ্ত

গুহা থেকে সরে আসছি। মিনিট পনের চলার পরে সুড়ঙ্গটা একটা বাঁকে এসে ঘুরে গেল। আমরা আরও কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে চললাম। শেষকালে অবসন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অবশিষ্ট মাংস আর জলটুকু খেয়ে ফেললাম। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ দূরে একটা অস্পষ্ট কুলকুল ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমরা সেই দিকে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চললাম। যত এগোচ্ছি, ততই শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আরো খানিকটা এগোবার পর মনে হল জলের খুব কাছে এসে পড়েছি। গুড আগে আগে যাচ্ছিলেন।

হঠাৎ ছলাৎ করে একটা কিছু জলে পড়ার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে গুড চিৎকার করে উঠলেন।

—'গুড! গুড! আপনি কোথায়?' আমরা ভয়ানক ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

জড়ানো গলায় গুডের জবাব এল, 'একটা কাঠি জ্বালুন। আমি একটা পাথর ধরে ঝুলছি।'

আমি তাড়াতাড়ি একটা আলো জ্বেলে দেখি আমাদের পায়ের কাছে কালো জল বয়ে যাচ্ছে আর কিছু দূরে গুড একটা পাথর ধরে ঝুলছেন।

গুড বললেন, 'আমাকে ধরবার জন্য ঠিক হয়ে দাঁড়ান, আমি সাঁতার কেটে ওদিকে যাচ্ছি।' সাঁতার কেটে অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে হেনরীর হাত ধরে গুড সুড়ঙ্গের শুকনো অংশে চলে এলেন। গুড বললেন, 'ওই পাথরটা ধরতে না পারলে আর সাঁতরাতে না জানলে আমাকে আজ আর বাঁচতে হ'ত না। এটা একটা সুড়ঙ্গের ভেতরকার জলপ্রবাহ। এর গভীরতা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।'

এদিকে এগনো আর সম্ভব নয় মনে করে আমরা জলে হাত মুখ ধুয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে আবার পুরনো পথে এগোলাম। এবাব আমবা ডান দিকে চলে যাওয়া সুড়ঙ্গের পথ ধরলাম।

অনেকক্ষণ আস্তে আস্তে হোঁচট খেতে খেতে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে আমবা নতুন সুড়ঙ্গেব মধ্য দিযে চললাম। হেনরী হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, 'দেখুন, দেখুন। আমার মাথা ঘুরছে। ওটা কি কোনো আলো?'

আমবা চোখ ঠিকরে ভালো কবে তাকিয়ে দেখলাম অনেক দূরে সামনে একটা ম্লান উজ্জ্বল আলোকবিন্দু দেখা যাচ্ছে। আমরা তখন দ্রুতবেগে এগিয়ে চললাম। পাঁচ মিনিটের পর দেখা গেল সেটা সত্যিই একটা ম্লান আলোকের টুকরো। আরও এক মিনিট এগোবার পবে মনে হল সত্যিকাব বিশুদ্ধ হাওয়া বয়ে আসছে। জোর কবে টেনে টেনে আমবা এগিযে চললাম। এক জায়গায় হঠাৎ সুড়ঙ্গটা সরু হয়ে গেল। হেনবী হামাগুড়ি দিযে চলতে লাগলেন। সুড়ঙ্গটা আরও ছোট হয়ে আসছে। শেষকালে মনে হল, সেটা একটা শেয়ালের গর্তের চাইতে বড় নয়। সেখানে আর পাথর নেই, আমরা মাটির গর্তের মধ্যে এসে পড়েছি। খানিকটা ঠেলাঠেলি করার পর আমরা তিনজনে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আবার মাথার ওপবে পেলাম নক্ষত্র-খচিত আকাশ আব নাকে নিতে পারলাম মিষ্টি বাতাসে বুকভরা নিঃশ্বাস। হঠাৎ তখন আমাদেব পাযেব নীচে কি যেন ভেঙে গেল আর আমরা ঘাস, ঝোপঝাড় ও পরে নরম ভিজে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চললাম। শেষে আমি একটা কিছু আঁকড়ে ধরে বসে পড়ে সঙ্গীদের ডাকতে লাগলাম। আমার নীচে থেকে হেনরীর গলা শোনা গেল। হেনরী গড়াতে গড়াতে একটা সমতল

ভূমিতে গিয়ে পড়েছেন। আমি হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি হেনরীর দেহ অক্ষত অবস্থায় থাকলেও তাঁর নিঃশ্বাস প্রায় পড়ছে না। গুডের খোঁজে তাকিয়ে দেখি উনি কিছু দূরে কাঁটার মতো কিসের একটা শেকড়ে আটকে পড়ে আছেন।

যাক, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা সকলে সুস্থ হয়ে ঘাসে-ঢাকা জমির ওপর বসলাম। তা হলে সত্যিই আমরা সেই অন্ধ প্রকোষ্ঠ যা আমাদের সমাধিস্থান হতে যাচ্ছিল তা থেকে পালিয়ে এসেছি! নিশ্চয়ই কোনো দৈবশক্তি সুড়ঙ্গের মুখে শেয়ালের গর্তের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সূর্য উঠলে দেখলাম, আমরা গুহার প্রবেশ মুখের কাছে একটা বিরাট গর্তের প্রায় তলায় রয়েছি। গর্তেব কিনারায় অবস্থিত তিনটে অতিকায় মূর্তি অস্পষ্ট ভাবে আমাদের চোখে পড়ল। নিশ্চয়ই এই সব ভীতিপ্রদ সুড়ঙ্গগুলি প্রথম অবস্থায় কোনোভাবে রত্নখনিব সঙ্গে যুক্ত ছিল।

চারিদিক ক্রমেই আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল। শীগ্‌গীরি আমরা গর্তটার গা বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলাম। একঘণ্টা বা তারও বেশীক্ষণ আমবা গর্তের গায়ে গজানো শিকড় আর ঘাস ধরে নিজেদের ওপরে টেনে তোলবার চেষ্টা কবলাম। শেষকালে ওপরে উঠে আমবা রাজা সলোমনের তৈবী রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। বাস্তার পাশে দেখলাম প্রায় একশ গজ দূরে কতকগুলো কুটিরের সামনের জ্বলন্ত আগুন ঘিরে কতকগুলো লোক বসে আছে। হঠাৎ একটা লোক উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে মাটিতে পড়ে গিয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

—'ইনফাডুস, ইনফাডুস, আমরা! তোমার বন্ধুরা ফিরে এসেছি!'

ইনফাডুস উঠে দৌড়ে আমাদের কাছে এসে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। তার পরেই বৃদ্ধ যোদ্ধা আমাদের পায়ের কাছে বসে পড়ে হেনরীর হাঁটু জড়িয়ে ধরে আনন্দের আতিশয্যে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ইগনোসি-প্রদত্ত বিদায়সংবর্ধনা

বলা বাহুল্য আমরা আর সলোমনের রত্নভাণ্ডারে ঢুকতে পারি নি। আমাদের ক্লান্তি দূর হলে আমরা আবার সেই শেয়ালের গর্তটা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বৃষ্টি হওয়াতে আমাদের পায়ের চিহ্নগুলো মুছে গিয়েছিল। তাছাড়া জায়গাটা পিঁপড়ে-খেকো ভালুকের গুহা ও আরও নানা গর্তে ভর্তি। আমরা ঠিক কোনটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম তা নির্ণয় করা ছিল দুঃসাধ্য। লু শহরে ফিরে যাওয়ার আগেকার দিন আমরা আর একবার 'মৃত্যুভূমিতে' প্রবেশ করলাম। সাদা মৃত্যুর বর্শার তলা দিয়ে এগিয়ে ভারী পাথরের দরজাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এই পাথরের দরজাই আমাদের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। শয়তানী ডাইনীর দেহ এই দরজার তলাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে রয়েছে। এর ওপাশে রয়েছে রাজা সলোমনের অমূল্য ধনভাণ্ডার। আমরা দরজার কোথাও কোনো জোড়ের চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। শেষকালে বিরক্ত হয়ে আমরা ফিরে এলাম। পরদিন লু শহরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

কিন্তু আমাদের অভিযান একেবারে নিরর্থক হয় নি। কারণ রত্নাগার থেকে বেরনোর সময় আমি শিকারের কোট ও পাজামার পকেটে এবং ঝুড়িতে অনেক হীরে নিয়েছিলাম। যদিও গর্তের ধার দিয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় বড় বড় হীরে সমেত অনেকগুলো

হীরেই পড়ে গেছে তবুও আমার কাছে এখনও কতকগুলো হীরে রয়েছে। আমার কাছে যা হীরে আছে তাতে আমরা সকলেই আমেরিকার মান অনুযায়ী কোটিপতি না হতে পারলেও যে যথেষ্ট ধনী হতে পারি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

লুতে পৌঁছলে ইগনোসি আমাদের অত্যন্ত সাদর অভ্যর্থনা করলে। ইগনোসি রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমাদের অভিযানের সমস্ত ব্যাপাব শুনলে। গাগুলের মৃত্যুর কথা বলতে সে চিন্তাকুল হয়ে পড়ল। অভিশপ্ত গুহা থেকে পালিয়ে আসার কাহিনী বিবৃত করে আমরা এবার কুকুয়ানাদেশ ছেড়ে বাড়ি যাওয়ার কথা বললাম। ইগনোসি আমাদের থাকবার জন্য নানাভাবে পীড়াপীড়ি করলে। শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়ি যাওয়ার তীব্র ইচ্ছা জেনে সে আর কিছু বললে না। ঠিক হল. ইনফাডুস সৈন্য নিয়ে আমাদের এগিয়ে দিয়ে আসবে। ইগনোসি নানাভাবে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানালে ও আমাদের বিদায় দিতে প্রজাদেব সমক্ষে তার আন্তরিক দুঃখ জ্ঞাপন করলে।

পরদিন ইগনোসি আর তার বাফেলো সৈন্যদলের সঙ্গে আমরা লু পরিত্যাগ করলাম। সকাল হলেও বড় রাস্তার দুপাশে সার দিয়ে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকেরা আমাদের রাজসেলাম করলে। মেয়েরা চলে যাওয়ার সময় আমাদের সামনে ফুল ছুঁড়তে লাগল। আমরা লু শহরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে এলাম। ইনফাডুস বললে যে একটা জায়গায় পর্বতশৃঙ্গের গা বেয়ে মরুভূমিতে নামা যায়। এই পর্বতশৃঙ্গের দ্বারা কুকুয়ানাদেশ মরুভূমি থেকে পৃথক হয়েছে। শোনা গেল, দু'বছর আগে একদল কুকুয়ানা-শিকারী এই পথে মরুভূমিতে নেমে উটপাখির খোঁজে যায়। শিকার করতে করতে তারা পাহাড় থেকে অনেক দূরে গিয়ে

পড়ে। তারা যখন ভয়ানক তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকে তখন দিকচক্রবালে গাছপালা দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে সুজলা সুফলা একটা মরূদ্যান আবিষ্কার করে। ইনফাডুস বললে যে আমাদেব এই মরূদানের পথে ফিবলে সুবিধা হবে। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন শিকারীও রয়েছে আমাদের ঐ মরূদ্যানে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

চার দিনের দিন রাত্রিতে আমবা কুকুয়ানাদেশ আর মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত পর্বতমালার চুড়োয় এসে হাজির হলাম। পরদিন সকালে আমাদের পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে হবে এবং দু'হাজার ফুট নীচে মরুভূমিতে পৌঁছতে হবে বলে স্থির করলাম। এইখানে তার আগে ইনফাডুসকে বিদায় দিতে হল। গুড ইনফাডুসকে একটা আই-গ্লাস উপহার দিলেন। পবের দিন সকালে ইন-ফাডুসের সঙ্গে করমর্দন করে খাবার আর জলবহনকারী কয়েকজন পথপ্রদর্শককে নিয়ে আমরা পাহাড়েব গা বেয়ে নামতে লাগলাম। ব্যাপারটা অতি কষ্টসাধ্য। যা হোক, সন্ধ্যার সময় আমরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম। রাত্রিতে খোলা জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে থেকে পরদিন ভোরে আবার যাত্রারম্ভ হল।

সেদিন থেকে তৃতীয় দিনের দুপুরে আমরা দূর থেকে মরূদ্যানের গাছপালা দেখতে পেলাম। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে আমরা পূর্ববর্ণিত ঘাসের দেশে পৌঁছলাম। প্রবহমান জলের কুলকুল শব্দ আমাদের কানে এল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ফিরে পাওয়া গেল

আমি নদীর পাড় ধরে অন্য দু'জনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম। নদীটা মরূদ্যান থেকে বেরিয়ে শুকনো বালির মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। হঠাৎ আমি থেমে পড়ে ভালো করে চোখ রগড়ে দেখলাম। মাত্র কুড়ি গজ দূরে ডুমুর গাছের ছায়ায় নদীর দিকে মুখ-করা ঘাস আর বেতের তৈরী একটা কুটির রয়েছে। কুটিরের দরজা খুলে সেই সময় চামড়ার জামা পরা একজন সাদালোক বেরিয়ে এল। তার মুখে মস্ত কালো দাড়ি।

আমি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছি। লোকটাও আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। আমার ডাক শুনে হেনরী আর গুড সেদিকে তাকালেন। হঠাৎ সেই সাদালোকটি একটা চিৎকার করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমাদের কাছাকাছি এসে লোকটা হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে মাটির ওপরে পড়ে গেল। এক লাফে হেনরী লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান! এ যে আমার ভাই জর্জ!'

গোলমালের শব্দে কুটির থেকে বন্দুক হাতে আর একটা লোক বেরিয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল। আমাকে দেখে সেও চিৎকার করে উঠল। 'ম্যাকুমাজান,' সে অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে বললে, 'আমায় কি চিনতে পারছেন না? হুজুরকে

যে কাগজ আপনি দিতে বলেছিলেন, আমি তা পথেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা এখানে গত দু'বছর ধরে পড়ে আছি।' আমার পায়ের কাছে পড়ে লোকটা মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

ইতোমধ্যে কালো দাড়িওয়ালা লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। হেনরী তাকে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ। আমরা সলোমনের পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।'

স্খলিতকণ্ঠে লোকটি বললে, 'আমিও ঐ পাহাড় ডিঙিয়ে ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নি। এখানে আসার পবে একটা পাথরের আঘাতে আমার পা ভেঙে যায়। আমি তাই আর এখান থেকে নড়তে পারি নি।'

আমি এগিয়ে এসে বললাম, 'কি ব্যাপার, মিঃ নেভিলি ? ভালো আছেন তো ? চিনতে পারছেন ?'

—'কি, আপনি মিঃ কোয়াটারমেন, না ? এ্যাঁ! আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।'

সেদিন সন্ধ্যার সময় তাঁবুব আগুনের কাছে বসে জর্জ কার্টিস তাঁর গল্প বললেন। তিনি সিটাগুাদের গ্রাম থেকে পাহাড়ে পৌঁছতে চেষ্টা করেন। জিমকে দিয়ে আমি তাঁকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম অপদার্থ সে তা হারিয়ে ফেলে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে খবর নিয়ে তিনি শেবার ব্রেস্টের মইয়ের মতো থাক-দেওয়া পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উঠতে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হন। মরুভূমিতে জিম আর তিনি ভয়ানক কষ্ট পান। পরে তাঁরা এই মরূদ্যানে এসে ওঠেন। এখানে আসার দিন তিনি যখন নদীর ধারে বসেছিলেন, তখন জিম ঠিক তাঁর ওপরেই নদার

উঁচু পাড়ের ওপরে উঠেছিল হুলহীন মৌমাছির মধু যোগাড় করবার জন্য। হঠাৎ সে একটা পাথরের স্তূপ আলগা করে ফেলে। স্তূপটা জর্জের পায়ের ওপরে পড়ে, যার ফলে তিনি চিরকালের মতো খোঁড়া হয়ে যান। সেদিন থেকে এই মরূদ্যান ছেড়ে তিনি অন্য কোথাও চলে যেতে পারেন নি। হেনরীও তাঁকে আমাদের অভিযানের গল্প শোনালেন।

হেনরী আমার আহরিত রত্নের কোনো অংশ নিতে স্বীকৃত হলেন না। আমি গুডকে জানালাম যে সমস্ত রত্ন তিনভাগে ভাগ করা হবে। একভাগ আমার, একভাগ গুডের ও আর একভাগ হেনরী নিতে সম্মত না হলে তাঁর ভাই জর্জ কার্টিসকে দেওয়া হবে।

এইখানেই আমাদের অভিযানের সত্যিকার যবনিকা পড়ল। সিটাণ্ডাদের গ্রামে ফিরে গিয়ে আমরা আমাদের গচ্ছিত বন্দুক ও মালপত্র ফিরে পেলাম। ছ'মাস পরে আমরা ডারবানের কাছে বিরিয়ার ওপর আমার ছোট আশ্রয়ে ফিরে এলাম।

তারপর আমার সঙ্গীদের এখান থেকে বিদায় দিতে হল। এখানে বসেই আমি আমাদের অভিযানের কাহিনী লিখে শেষ করছি।